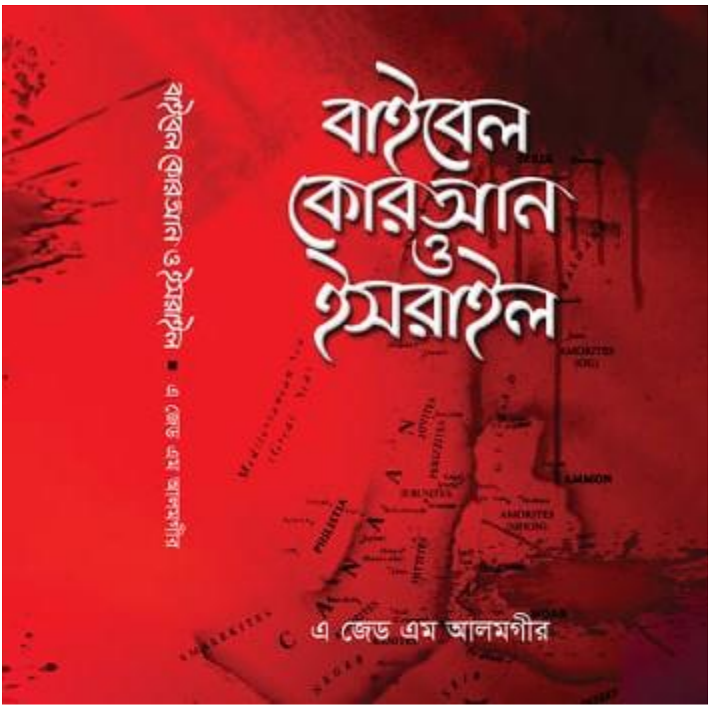

বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল
এ জেড এম আলমগীর
বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল ■ এ জেড এম আলমগীর
AMMON

বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল

Bible Quran and Israel

এ জেড এম আলমগীর

আইডিয়াস এন্ড ভিউস পাবলিকেশন

গ্রন্থস্বত্ব : এ জেড এম আলমগীর

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০২১

প্রকাশক : এ জেড এম আলমগীর
আইডিয়াস এন্ড ভিউস পাবলিকেশন
রোড-৬, ব্লক-এ, মিরপুর-১০, ঢাকা।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : এ জেড এম আলমগীর
প্রচ্ছদ ডিজাইন : তাজ মোহাম্মদ

মুদ্রণ: ইরাণী প্রিন্টার্স
১৪৯-১৬১, গাউসুল আজম মার্কেট, ঢাকা।

মূল্য : ২৬৯ টাকা

Bible Quran and Israel
(Understanding Quran-II)
by A Z M Alamgir
Published in Bangladesh
By A Z M Alamgir
Ideas n views publication.

Price: BDT 269.

ISBN : 978-984-35-8032-0

www.facebook.com/ideasnviews mob: 01534-773814.

উৎসর্গ

ফিলিস্তিনী ও ইসরাইলি শিশুদের।

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার ইহুদিদের ওপর ক্ষেপে উঠেছিল। গ্যাস চেম্বারে বসে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল নিরপরাধ শিশুরাও। কেবল ইসরাইলি বলে নয়- মানুষের দ্বারা সংঘটিত গণহারে মানুষের এ মৃত্যু- অগ্রহণযোগ্য।

শৈশব থেকে পত্রিকার পাতায় দেখে আসছি ইসরাইল-ফিলিস্তিনের বিয়োগান্তক ঘটনা প্রবাহের ছবি। ঘটনাগুলিকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্ব রাজনীতির চাকাও ঘুরে চলেছে। বাবার পাশে বসে যে বয়সে আলোচনা করেছি, নিজের ছেলে আজ সে বয়সও পেছনে ফেলে যাচ্ছে। তবুও বন্ধ হয়নি নতুন উদ্দীপনায় রক্তাক্ত ইতিহাস সৃষ্টির। টিভির পর্দায় ভেসে উঠলো এক ফিলিস্তিনী শিশুর রক্তাক্ত মুখাবয়ব। ছবিগুলি ভীষনভাবে নাড়া দিয়ে যায়। ইসরাইল নামটি ঘুরে ফিরে সামনে চলে আসে।

কোরআন পড়তে গিয়ে বার বার 'চিলড্রেন অব ইসরাইল' নামটির মুখোমুখি হলাম। কোরআনে যেসব ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তার সঙ্গে চিলড্রেন অব ইসরাইল বা ইসরাইলের সন্তানদের রয়েছে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কোরআনে উল্লেখিত ঘটনাসমুহ বুঝতে হলে তাই ইসরাইলের সন্তানদের সম্পর্কে ন্যুনতম ধারণা থাকা আবশ্যক। অত্র অঞ্চলের সমস্ত ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে এ নামটি বিশেষভাবে জড়িত।

ইসরাইলের সন্তানদের ঘটনাসমুহের প্রভাব রয়েছে সর্বত্র। এমনকি মসজিদে বসেও শৈশব থেকে তাদের নিয়ে কথা শুনে আসতে হয়েছে! আজও শুনি! অথচ তারা আমাদের থেকে সর্বদিক বিবেচনায় বহুদুরে। কারা এই চিলড্রেন অব ইসরাইল? কি তাদের ঘটনা সমুহ? আরও একটু গভীরে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হল। সে আগ্রহের ফল 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বইটি।

কিছু গুরুত্বপূর্ন অংশ বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে তাদের জন্য- বিষয়গুলি যাদের ধারাবাহিক সম্পর্কযুক্ততার সঙ্গে অজানা, অথচ জানার আগ্রহ আছে কিন্তু সময় নেই।

কোন বিষয়ে লেখা নিয়ে মতামত ও বিতর্কের অবকাশ থাকতেই পারে। তবে এ বইটি রচনা করা হয়েছে কেবলমাত্র একটি সাধারণ ধারণা দেয়ার

জন্য। বাইবেলের বক্তব্যকে কোনরূপ পরিবর্তন না করে বিষয়গুলিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বাইবেলে যা আলোচিত হয়েছে, কোরআনেও তার আলোচনা রয়েছে। কোরআনে সংক্ষিপ্ত আকারে মূল বক্তব্যগুলি আলোচিত হয়েছে। বইটি বাইবেলের তাওরাত বা ওল্ড টেষ্টামেন্টকে অনুসরণ করে লেখা। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোরআন থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে মানুষের ব্যস্ততার বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সমগ্র বিষয়গুলিকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। শুরুতেই বাইবেল সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কোরআনের সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক কি ও কেন সে বিষয়েও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রধানত বইয়ের উপস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে, কিছু সংযোজন রয়েছে, সবশেষে একটি উপসংহার তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও বইয়ের প্রচ্ছদে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

এ জেড এম আলমগীর
জুন ২০২১।

➢ বাইবেল কি?

অতি সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, বাইবেল হচ্ছে ইসরাইল জাতির ঘটনা প্রবাহের বিবরণ, যেখানে তাদের জন্য চলার পথের দিক নির্দেশনাও রয়েছে।

বাইবেলের দু'টি ভাগ রয়েছে। একটি ওল্ড টেষ্টামেন্ট, যাকে হিব্রু ভাষায় বলা হয় 'তানাখ'। যার মোট গ্রন্থের সংখ্যা ৩৯ টি। অপরটি নিউ টেষ্টামেন্ট। যার মোট গ্রন্থের সংখ্য ২৭ টি। বাইবেলের অন্তর্গত মোট গ্রন্থের সংখ্যা ৩৯টি ও ২৭টি অর্থাৎ মোট ৬৬ টি।

ওল্ড টেষ্টামেন্টের আবার তিনটি ভাগ রয়েছে- এক) তোরাহ, দুই) নেভিইম ও তিন) কেতুভিম।

এক) তোরাহ বা Teaching (শিক্ষা) : এর অন্তর্ভূক্ত গ্রন্থ সংখ্যা ৫টি। তোরাহ হচ্ছে, মোসেস বা মূসা (আঃ) এর সময়কালের ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা। অন্তর্ভূক্ত গ্রন্থসমুহ হচ্ছে যথাক্রমে- ১. Genesis বা Beginning (শুরু) ২. Exodus বা Salvation (মহাপ্রস্থান) ৩. Leviticus বা Worship (উপাসনা) ৪. Numbers বা Censuses (ইসরাইলিদের সংখ্যা গণনা) ৫. Deuteronomy বা Instructions (দিক-নির্দেশনা)। এসবের রচনার সময়কাল খ্রীস্টপূর্ব ১৪৫০-১৪১০।

দুই) নেভিইম বা Prophets (নবীগণ) : অন্তর্ভূক্ত গ্রন্থ সংখ্যা ২৩টি। এর আবার দু'টি ভাগ রয়েছে। পূর্বতন নবীগণ (Former Prophets), যার গ্রন্থ সংখ্যা ৬টি ও পরবর্তী নবীগণ (Later Prophets), যার গ্রন্থ সংখ্যা ১৭টি।

পূর্বতন নবীগণের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন মূসা (আঃ) পরবর্তীতে জসুয়া এবং আরও যারা ইসরাইল জাতিকে কানান ভূমি পর্যন্ত নিয়ে আসেন তারা। পরবর্তীতে জুডাহর রাজত্বকালের শেষ সময় পর্যন্ত এর আলোচনার অন্তর্ভূক্ত।

পরবর্তী নবীগণের আবার দু'টি ভাগ রয়েছে। প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ (Major) এবং অপ্রধান বা কম গুরুত্বপূর্ণ (Minor) নবীগণ।

নেভিইম হিব্রু রাজত্বের উত্থানের ইতিহাস বর্ণনা করে। ইসরাইলের রাজত্ব ইসরাইল ও জুডাহ এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনাপ্রবাহও বিবৃত করে।

ইসরাইলিদের নিজেদের মধ্যকার সংঘর্ষের বিবরণ রয়েছে এতে। এছাড়াও ইসরাইল ও অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর সাথে তাদের সংঘর্ষেরও বিবরণ রয়েছে এতে। এসব সংঘর্ষের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে মূলত গড়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিষয়টি। ইসরাইলি উচু-শ্রেণীর অনৈতিক কার্যকলাপের সমালোচনাও এতে প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেক্ষেত্রে নবী-রাসূলগনের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে।

আসিরিয়া কর্তৃক ইসরাইল দখল এবং বেবিলন কর্তৃক জুডাহ'র দখল এতে আলোচিত হয়েছে। জেরুজালেম টেম্পল ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এ ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে।

তিন) কেতুভিম বা Writings: এর অন্তর্ভূক্ত গ্রন্থ সংখ্যা ১১টি। যেমন- Psalms, Job, Proverbs. অর্থাৎ বাইবেলের অন্তর্গত ওল্ড টেষ্টামেন্টের অন্তর্ভূক্ত মোট গ্রন্থ সংখ্যা ৩৯টি।

ওপরোক্ত গ্রন্থসমুহকে আবার নিম্নরূপেও ভাগ করা হয়ে থাকে,

এক) ঐতিহাসিক গ্রন্থ (History Books)- গ্রন্থ সংখ্যা ১৭টি

দুই) কাব্যিক গ্রন্থ (Wisdom or Poetical books)- গ্রন্থ সংখ্যা ৬টি এবং

তিন) নবীগণ সম্পর্কিত গ্রন্থ (Prophetic books)- অন্তর্ভূক্ত গ্রন্থ সংখ্যা ১৬টি। মোট গ্রন্থ সংখ্যা একই, ৩৯টি।

অপরদিকে নিউ টেষ্টামেন্টে ঐতিহাসিক গ্রন্থ (History Books) আছে ৫টি। নবীগণ সম্পর্কিত গ্রন্থ (Prophetic book) আছে ১টি এবং পত্র (Letter) আছে ২১ টি। মোট ২৭টি। রচনাকাল ৪৫-৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

নিউ টেষ্টামেন্ট জেসাস বা ঈসা (আঃ) এর সময়কালের ঘটনাসমুহ বিবৃত করে। অতি সংক্ষেপে এই হল বাইবেল সম্পর্কিত ধারণা।

➢ কোরআন ও ইসরাইলের সম্পর্ক

মহানবী (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। এ সময় থেকে কোরআনের বাণীসমুহ অবতীর্ণ হতে থাকে। মূলত মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে এ সময়কার বাণীসমুহ অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে মূর্তী পূঁজার ভূল পথ পরিত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ইসলামের মৌলিক বিষয়সমুহ যেমন- নবুয়ত প্রাপ্তি, অবতীর্ণ বাণী, আল্লাহর একত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করা হয়; যে বিষয়ে তারা তেমন অবগত ছিল না।

মূর্তী পূঁজার বিরোধীতা তথা আল্লাহর একত্বের বাণী প্রচার করতে গিয়ে মহানবী তাঁর নিজভূমে অত্যাচারিত হন। হিজরত বা দেশত্যাগ করে তিনি মদীনায় গমন করেন। মদীনা ও তার আশেপাশের এলাকায় ইহুদিদের বসবাস ছিল। তারা তুলনামূলক শিক্ষিত ও প্রভাবশালীও ছিল। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাদেরকে সহযোগী হিসেবে পাওয়াটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আবার এক হিসেবে সেটি প্রত্যাশা করাও ছিল স্বাভাবিক। কেননা মহানবী (সাঃ) একই বাণী প্রচার করছেন, যা তাদের নবী মূসা (আঃ) করে গিয়েছেন।

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাইলিরা আল্লাহর দিক থেকে তাওরাত বা তোরাহ (ইহুদিদের জন্য প্রযোজ্য) এবং ঈঞ্জিল বা গোসপেল (খ্রীষ্টানদের জন্য প্রযোজ্য) গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে। এসব গ্রন্থেও ইসলামেরই প্রচার করা হয়েছে। ইসলামের মৌল ভিত্তিসমুহের জ্ঞানের সঙ্গে ইহুদিরা পূর্ব থেকে পরিচিত ছিল। সময়ের ব্যবধানে তারা তাদের ধর্ম বা দর্শনের মূল চেতনা থেকে বিচ্যূত হয়েছিল। কোনরূপ সংস্কারকে গ্রহণ করতে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। উপরন্তু অ-ইহুদিদের প্রাপ্ত নবুয়তকে তারা গ্রহণ করার মতো ছিল না। তারা মহানবী (সাঃ) এর প্রচারকৃত দর্শনের মূখ্য বিরোধীতাকারীতে পরিণত হয়।

বিচ্যূতি থেকে সঠিক পথে ফিরে আসতে এবং মহানবীর কাজে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে তাদেরকে কোরআনের বাণীর মাধ্যমে আহবান করা হয়। মদীনায় অবস্থানকালীন সময়ে কোরআনের অবতীর্ণ বাণীসমুহে তাই তাদের বিষয় আলোচিত হতে দেখা যায়। তাদের জাতিগত

ইতিহাসের বিভিন্ন দিক, আল্লাহর সঙ্গে করা তাদের অঙ্গীকার এবং তাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের বিষয়সমুহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এসব বাণীতে। একই আল্লাহ বর্তমানে মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তারা যেন এর বিরোধীতা পরিহার করে এবং একই ধর্ম/দর্শন প্রতিষ্ঠায় সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়, সেজন্য তাদেরকে অনুপ্রাণীত করা হয়েছে। কোরআনে তাই মূসা (আঃ) বা ইসরাইল জাতির ঘটনা প্রবাহ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।

মরিয়ম বা মেরী অর্থাৎ ঈসা (আঃ) এর মাতা, নবী ইয়াহহিয়া বা জন দ্যা ব্যাপ্টিষ্ট এবং ঈসা (আঃ) বা জেসাস সম্পর্কিত বিষয়েও কোরআনে আলোচনা করতে হয়েছে। খ্রীষ্টানদের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এসব বাণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। খ্রীষ্টান, যাদেরকে নাসারা নামেও অভিহিত করা হয়, একই দর্শন প্রতিষ্ঠায় তাদের সহযোগীতা পাওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারাও ইসরাইলের সন্তান। তবে তারা ঈসা (আঃ) এর অনুসারি।

কোরআনে ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রসংগ তুলে ধরতে হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্র অঞ্চলের সকল বিশ্বাসী ধর্মাবলম্বীদের পূর্ব-পুরুষ। যিনি এক আল্লাহতে বিশ্বাস করতেন এবং মূর্তী পূঁজার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

ইসরাইলের সন্তানেরা ইব্রাহীম (আঃ) এর উত্তর-পুরুষ। তাঁরই আদর্শের অনুসারী। অথচ তাদের মধ্যেও একদল মূর্তির পূঁজারীতে পরিণত হয়েছিল। যা ছিল ইব্রাহীম (আঃ) এবং সরাসরি তাদের নিজেদের নবী মূসা (আঃ) এর আদর্শ ও তাঁদের প্রদর্শিত পথ ও কর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। নানাবিধ কুসংস্কার তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। কিছু ছিল ধূর্ত-স্বার্থান্বেষী। তারা ভূল কার্যকলাপের সুযোগ নিত।

কোরআনে ইসরাইল জাতির সকল ঘটনা প্রবাহের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। তবে বিভিন্ন সূরায় বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে আছে। এসবের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি কেবলমাত্র কোরআন পাঠ করে বোঝা সম্ভব নয়। একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তো মোটেও সম্ভব নয়। সমগ্র কোরআন ব্যাপি ছড়িয়ে থাকা এসব আলোচনার মূল উৎস বাইবেল। বিশেষত ওল্ড টেষ্টামেন্ট বা তোরাহ।

কোরআন ও বাইবেলের সম্পর্ক

বাইবেল জানা না থাকলে ঘটনাসমুহের ধারাবাহিকতা এবং নবী-রাসূলগণের একের সাথে অপরের সম্পর্কটি বোঝা কঠিন। কোরআনকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে হলে বাইবেলের কিছু বিষয় অবশ্যই জানা থাকতে হবে।

'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বইটি- বাইবেল তথা ওল্ড টেষ্টামেন্ট, বিশেষত তাওরাত এর মূল বক্তব্যসমুহের একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য রূপ। বইটিতে বাইবেলে উল্লেখিত ইসরাইল জাতির ঘটনাপ্রবাহের মূল বক্তব্য আলোচিত হয়েছে। তাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিও চিত্র বা ছকের মাধ্যমে সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে বাইবেলের তথা ওল্ড টেষ্টামেন্টের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। বইটিতে বাইবেলে যা আলোচিত হয়েছে, কোরআনে একই প্রসংগে কোথায় কি বলা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এতে পাঠকের বিষয়গুলি বুঝতে সুবিধা হবে বলে মনে করি।

কোরআন পাঠের পূর্বে এ গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য। এতে কোরআনের মর্মার্থ বোঝা অনেক সহজ হবে। বিশেষত কোরআনের যে অংশগুলিতে ইসরাইল জাতিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেসব বিষয়।

কোরআনে ইসরাইল জাতি প্রসঙ্গে আলোচনার মূল কারনটি হচ্ছে, মদীনায় তাদের উপস্থিতি। মদীনায় কিভাবে তাদের আগমন ঘটলো সে বিষয়ে অনেক রকমের ধারণা প্রচলিত আছে। তবে একটি মত হচ্ছে- তারা যখন মিশর ছেড়ে কানানে ফিরে যাচ্ছিল, সে সময় যুদ্ধ কিংবা কোন কারনে তাদের একটি দল হেজাজে প্রবেশ করে। সে দলটি সেখানে থেকে যায়।

এ প্রসঙ্গে স্বাভাবতই মনে প্রশ্ন জাগবে যে, কেন তারা মিশর ছেড়ে কানানে যাচ্ছিল? কিংবা তারা মিশরেই বা এলো কি করে? কিংবা তাদের মূল বাসস্থানই বা কোথায়? পাঠক, বইটি পাঠ শেষে বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা পরিস্কার হবে বলে মনে করি।

বাইবেল অনুসারে ইংরেজি যেসব নাম বইটিতে ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব নামের বিপরীতে বাংলা বা প্রচলিত নামসমুহের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল।

১. অ্যাডাম	আদম (আঃ)
২. ইভ	বিবি হাওয়া
৩. কেইন	কাবিল
৪. এ্যাবেল	হাবিল
৫. সেথ	শিষ
৬. ইনোচ	ইদ্রীস (আঃ)
৭. নোয়াহ্	নুহ (আঃ)
৮. আব্রাহাম	ইব্রাহীম (আঃ)
৯. হাগার	বিবি হাজেরা
১০.আইজ্যাক	ইসহাক নবী
১১. জ্যাকব	ইয়াকুব নবী (ইসরাইল)
১২. যোসেফ	ইউসুফ (আঃ)
১৩. মোসেস	মূসা (আঃ)
১৪. ফারাও	ফেরাউন
১৫. অ্যারন	হারুন
১৬. ডেভিড	দাউদ (আঃ)
১৭. সলোমন	সোলায়মান (আঃ)

সূত্র:

কোরআন : www.quranexplorer.com

বাইবেল : www.bibel-online.net

মানচিত্র : ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ও সম্পাদিত।

সূচিপত্র পৃষ্ঠা

ইসরাইল জাতি সম্পর্কে কোরআন থেকে কিছু উদ্ধৃতি

‘এই কোরআন ইসরাইলের সন্তানগন যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে তার অধিকাংশই তাদের কাছে বিবৃত করে।’ (আল কোরআন ২৭:৭৬)

‘তারা (ইসরাইলের সন্তানেরা) ছিল তাদের বংশধর, যাদেরকে আমি নুহের সঙ্গে নৌকায় বহন করিয়েছিলাম।’ (আল কোরআন ১৭:৩)

‘হে ইসরাইলের সন্তানেরা! স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি এবং কি প্রকারে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছি!’ (আল কোরআন ২:৪৭)

‘নিশ্চয়ই! যারা বিশ্বাসী এবং যারা ইহুদি, সাবেয়ী এবং খ্রীষ্টান- যারাই আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে শেষ দিবসে এবং সঠিক কাজ করে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।’ (আল কোরআন ৫:৬৯)

১. সৃষ্টি ও গড

একটা সময় ছিল, যখন বিশ্ব জগতের কোন আকার-আকৃতি ছিল না। সর্বত্র ছিল গাঢ় অন্ধকার। গডের শক্তি সে অবস্থায় পানির ওপরে বিচরণশীল ছিল।

সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করতে গিয়ে জেনেসিস বা বাইবেলের প্রারম্ভে এভাবেই বলা হয়েছে। এ বিষয়ে কোরআনে সূরা হুদ-এ বলা হয়েছে,

"... তাঁর (আল্লাহর) আসন ছিল পানির ওপরে ...।" (আল-কোরআন ১১:৭)

শুরুতেই গড বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড তথা স্বর্গ-মর্ত্য সৃষ্টি করেন। গড বললেন, 'লেট দেয়ার বি লাইট'। সব আলোকিত হয়ে উঠলো। গড নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই সেটি হয়ে যায়। গডের নির্দেশ বিষয়ে কোরআনে অনেকবার এভাবে বলা হয়েছে,

"তাঁর (আল্লাহর) নির্দেশ, যখন তিনি কোন কিছু করতে ইচ্ছে করেন, কেবল বলেনঃ হও এবং তা হয়ে যায়।" (আল-কোরআন ৩৬:৮২) (প্রসঙ্গঃ আল্লাহর নির্দেশ, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ১৬:৪০, ১৯:৩৫, ৩৬:৮২)

গড অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ থেকে আলোকিত অংশকে পৃথক করলেন। আলোকিত অংশের নাম দিলেন 'দিন' এবং অন্ধকার অংশের নাম দিলেন 'রাত'। সৃষ্টির প্রথম দিন সমাপ্ত হলো।

দ্বিতীয় দিন গড পানিকে পৃথক করলেন। উৎপত্তি হল নভোমন্ডলের। নভোমন্ডলকে তিনি স্বর্গ নামে অভিহিত করলেন।

তৃতীয় দিন পানিকে নির্দিষ্ট স্থানে একীভূত করলেন। বললেন, 'লেট দ্যা ড্রাই ল্যান্ড'। শুষ্ক ভূমি সৃষ্টি হলো। শুষ্ক ভূমিকে গড 'পৃথিবী' নামে অভিহিত করলেন। একীভূত পানিকে নাম দিলেন 'সাগর'।

গাছ-পালা, লতা-পাতা সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির মধ্যেই নিহীত রাখলেন সৃষ্টির বীজ। সৃষ্টির এ সবকিছু তখনও ফলদায়ক হয়ে ওঠেনি। গড বৃক্ষরাজি, লতা-পাতায় পানির সঞ্চালন ঘটালেন। সব ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠলো। সমাপ্ত হলো সৃষ্টির তৃতীয় দিন।

ভূমিতে বা মাটিতে সব কিছুর বীজ নিহিত থাকলেও পানি না দেয়া পর্যন্ত তা জীবন্ত বা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। জীবন্ত বা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠার পেছনে পানির গুরুত্ব বিষয়ে কোরআনে অনেক স্থানে বলা আছে। যেমন বলা হয়েছে,

"তাঁর (আল্লাহর) এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন সে শস্য-শ্যামল ও স্ফীত হয়ে ওঠে।" (আল-কোরআন ৪১:৩৯) (প্রসঙ্গঃ সৃষ্টি ও পানি, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ১৬:১০-১১, ২২:৬৩, ২৪:৪৫, ২৫:৫৪, ৪১:৩৯)

চতুর্থ দিন গড চন্দ্র-সূর্য্য-তারা সৃষ্টি করেন। শুরু হলো ঋতুর। সূচনা হলো দিন ও বছরের। কোরআনে সূরা আল-ইসরা এ বলা হয়েছে,

"আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শনস্বরূপ। অতঃপর আমি রাতের নিদর্শনকে করেছি নিস্প্রভ এবং নিদর্শনরূপে দিবসকে করেছি দেখার উপযোগী, যেন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষন কর এবং যেন তোমরা বছর ও হিসেব গণনা করতে পার। সব বিষয়কে আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।" (আল-কোরআন ১৭:১২)

পঞ্চম দিন জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিচরণশীল প্রাণীকুল সৃষ্টি করেন। ষষ্ঠ দিন গড মানব সৃষ্টি করেন। মানব সৃষ্টি করেন ধূলিকণা থেকে। ধূলিকণা থেকে মানব সৃষ্টির বিষয়ে কোরআনে সূরা রোম-এ এভাবে বলা হয়েছে,

"তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ।" (আল-কোরআন ৩০:২০) (প্রসঙ্গঃ সৃষ্টি ও মানুষ, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ১৫:২৬, ২৩:১২, ৩০:২০, ৩২:৭, ৩৭:১১)

মানবকে গড সকল প্রাণীর ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করে সৃষ্টি করেন। গড মানব সৃষ্টি করেন তার নিজের প্রতিচ্ছবির আদলে। 'নিজের প্রতিচ্ছবির আদলে' এ বিষয়ে কোরআনে কিছু বলা নেই।

নাসারন্ধ্রে ফুৎকারের মাধ্যমে মানব দেহে প্রাণের সঞ্চার করেন। মানুষ জীবন্ত হয়ে ওঠে। ফুৎকারের বিষয়টি কোরআনে এভাবে উল্লেখ রয়েছে,

"যখন আমি (আল্লাহ) তাকে (আদমকে) আকৃতি দান করবো এবং তার ভেতরে আমার রূহ সঞ্চার করবো, তখন তার (আদমের) সম্মুখে (তোমরা ফেরেশতাগণ) সেজদাবনত হবে।" (আল-কোরআন ৩৮:৭২)

বাইবেলে বলা হয়েছে, ছয় দিনে গড সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম সম্পন্ন করেন। বিষয়টি কোরআনে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে,

".. আমি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি ...।" (আল-কোরআন ৫০:৩৮) (প্রসঙ্গঃ সৃষ্টি ও বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯, ৩২:৪, ৫০:৩৮, ৫৭:৪)

কোন সৃষ্টি-কর্মটি কোন দিবসে সম্পন্ন হয়েছে বাইবেল ধারাবাহিকভাবে যেভাবে তার উল্লেখ করেছে, কোরআন সেভাবে উল্লেখ করেনি। তবে ছয় দিনে আল্লাহ সৃষ্টি-কর্ম সম্পন্ন করেন সেটির উল্লেখ আছে। আবার এভাবেও বলা হয়েছে,

".. তোমরা কি সে সত্ত্বাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুইদিনে ... তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনে তার রসনার ব্যবস্থা করেছেন- যাচঞাকারীদের জন্য। অতঃপর তিনি নভোমন্ডলের প্রতি মনোসংযোগ করেন, যা তখন ছিল ধুম্রকুঞ্জ ... অতঃপর তিনি নভোমন্ডলীকে দুইদিনে সপ্ত আকাশে পরিণত হতে নির্দেশ দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশকে তার নিজস্ব বিধান প্রদান করলেন। ...।" (আল-কোরআন ৪১:৯-১২)

উল্লেখ্য যে, কোরআন তার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের সত্যতা স্বীকার করে। এর অর্থই হচ্ছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহে যা বলা হয়েছে, যদি তা বিকৃত না হয়ে থাকে তবে তার সত্যতা নিশ্চিত করে। যেমন সূরা আল ইমরান-এ বলা হয়েছে,

"(আল্লাহ) তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন (হে মোহাম্মদ) সত্যসহ, যা স্বীকৃতি দেয় পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের, যেমন তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল। যুগে যুগে মানুষের দিক নির্দেশনারূপে তিনি গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন এবং অবতীর্ণ করেছেন সঠিক ও ভূলের নির্দেশক।" (আল-কোরআন ৩:৩-৪) (প্রসঙ্গঃ অবতীর্ণ গ্রন্থ, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ২:১৩৬, ৩:৩-৪, ৩:৮৪, ৪:৪৭, ৪:১৩৬)

১. সৃষ্টি ও গড

বাইবেল যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে, কোরআনে সংক্ষিপ্তভাবে তার একটি উদ্ধৃতি রয়েছে। বস্তুত কোরআন বাইবেলে উল্লেখিত বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে, যা একই আল্লাহ প্রদত্ত। পাঠকের সুবিধার্থে যা এ বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

'ছয় দিনে গড সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম সম্পন্ন করেন'- উল্লেখিত এক একটি দিন পার্থিব দিবসের মতো, তেমনটি ভাববার অবকাশ নেই। আল্লাহর এক একটি দিবস সম্পর্কে কোরআন বলছে,

"... তোমার পালনকর্তার একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান।" (আল-কোরআন ২২:৪৭) (প্রসঙ্গঃ সৃষ্টি ও পরিমাপ, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ৩২:৫)

দিবস গণনার বিষয়ে গীতায়ও বলা হয়েছে, "ব্রহ্মার একদিন মানবীয় গণনার হিসেবে কয়েক সহস্র বছরের সম্মিলন ...।" (গীতা ৪:১৭)

বাইবেল-কোরআন-গীতা গ্রন্থসমুহ মানবজাতির জন্য কেন পথ প্রদর্শক? যদি কেবল ওপরের একটি উদ্ধৃতির উদাহরণ তুলে ধরি, তবে এর মধ্যে বিশ্ব-জগত সম্পর্কিত অনেক সূক্ষ ও জটিল ধারণা লুক্কায়িত আছে। যা কিনা বিজ্ঞানেরও পথ চলার দিক নির্দেশক হয়ে কাজ করেছে। এমনি আরও উদাহরণ আছে।

জেনেসিসে বলা হয়েছে, ষষ্ঠ দিন গড সকল কর্ম সম্পন্ন করেন এবং সপ্তম দিবসে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সপ্তম দিনটিকে গড পবিত্র ও বিশ্রামের দিন নির্ধারণ করেন। এটি 'সাব্বাথ' দিবস। গডের বিশ্রাম গ্রহণের বিষয় সম্পর্কে কোরআন সরাসরি কিছু না বললেও এভাবে ব্যাক্ত করেছে যে,

".. আমি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" (আল-কোরআন ৫০:৩৮) (প্রসঙ্গঃ সৃষ্টি ও ক্লান্তি, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ২:২৫৫, ৪৬:৩৩, ৫০:১৫)

গড ও তাঁর সৃষ্টি-কর্ম সম্পর্কে বাইবেলের শুরুতে বা জেনেসিসে এভাবেই বলা হয়েছে। একই বিষয়গুলি সম্পর্কে কোরআনে যা বলা হয়েছে তাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

২. আদম ও হাওয়া

সৃষ্টির প্রথম মানব অ্যাডামকে গড স্বর্গীয় বাগানে বিচরণের স্থান করে দিলেন। ফুলে-ফলে সুশোভিত বাগান। দু'পাশে প্রবাহিত হয়ে গেছে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদী।

বাগানে অ্যাডাম বড় একা। অ্যাডামের এ একাকিত্ব গডের কাছে ভাল লাগছিল না। গড অ্যাডামের জন্য সঙ্গী সৃষ্টি করার কথা ভাবলেন।

অ্যাডামকে গভীর ঘুমে নিপতিত করা হলো। উন্মোচিত করা হলো তার বক্ষ। পাঁজর থেকে একটি হাড় সংগ্রহ করে নেয়া হলো। সে হাড় থেকে সৃষ্টি করা হল সুন্দরী নারী। স্বর্গীয় বাগানে নারী হলো অ্যাডামের সঙ্গিনী। অ্যাডাম তাকে 'ইভ' নামে অভিহিত করলো।

অ্যাডাম ও ইভ সম্পর্কিত এ বর্ণনাটি বাইবেল থেকে এসেছে। এটি কোরআনের সৃষ্টি নয়। তবে কোরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহে বিবৃত বিষয়সমুহের সত্যতা স্বীকার করেছে, যা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। অ্যাডামের 'পাঁজরের হাড়' থেকে ইভ বা হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এটি বাইবেলে উদ্ধৃত হলেও কোরআনে তেমন কিছু বলা নেই।

অ্যাডাম ও ইভ স্বর্গীয় বাগানে নগ্ন ছিল। তাদের মাঝে লজ্জার কোন প্রকার বোধ ছিল না। কোরআনের আয়াতসমুহে 'নগ্নতা'-র বিষয়ে ইংগিত রয়েছে।

বাগানের মাঝখানে ছিল বিশেষ দুটি গাছ। গাছ দুটির একটিতে ছিল 'প্রাণ'। অপরটিতে ছিল ভাল ও মন্দের 'জ্ঞান'। গড দ্বিতীয় গাছটির নিকট যেতে এবং তার ফল খেতে অ্যাডাম ও ইভকে বারণ করে দিলেন। বললেন, যেদিন তোমরা এ গাছের ফল খাবে সেদিন থেকে তোমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ বিষয়ে কোরআন বলছে,

"আমি বললাম: হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উদ্যানে বসবাস কর এবং তোমরা যা খেতে ইচ্ছে করে তাই খাও, তবে এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না, তাতে তোমরা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।" (আল-কোরআন ২:৩৫)

কোরআনে কোন একটি নিষিদ্ধ গাছের উল্লেখ রয়েছে। তবে দুটি গাছের একটিতে 'প্রাণ' ও অপরটিতে 'জ্ঞান' রয়েছে এভাবে বলা হয়নি।

২. আদম ও হাওয়া

বাগানে বিচরণরত প্রাণীকুলে ধূর্ত ছিল সরীসৃপ। নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে সে ইভকে প্ররোচিত করতে লাগলো। বললো, যদি তুমি এ গাছের ফল খাও তবে অবশ্যই তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে না। গড জানেন যদি তোমরা এ গাছের ফল খাও, তবে তোমাদের দৃষ্টি উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং তোমরা গডের সমপর্যায়ে ভাল ও মন্দের জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। কোরআনে শয়তানের প্ররোচনার বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও সরীসৃপের কথা বলা নেই। কোরআনে বলা হয়েছে,

"... সে (শয়তান) বললো, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য এ বৃক্ষ এ কারনেই নিষিদ্ধ করেছেন যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা কিংবা চিরজীবি হয়ে যাও।" (আল-কোরআন ৭:২০)

বাইবেলে মৃত্যুবরণ করার কথা বলা হয়েছে। একই কথা কোরআন বলছে, তোমরা না আবার চিরজীবি হয়ে যাও। দু'ভাবে বললেও মূল বক্তব্যে সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

বাইবেলে বলা হয়েছে, সরীসৃপের প্ররোচনায় ইভ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেল। অ্যাডামকেও খেতে উৎসাহিত করলো। ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উভয়ের ভিন্ন এক দৃষ্টি উন্মোচিত হয়ে গেল। তারা তাদের নগ্নতাকে উপলব্ধি করতে পারলো। গাছের লতা-পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করার চেষ্টা করতে লাগলো। কোরআনে বলা হয়েছে,

"... যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল এবং তারা নিজেদের ওপর স্বর্গীয় উদ্যানের পাতা জড়াতে লাগলো। ..." (আল-কোরআন ৭:২২) (প্রসঙ্গঃ সৃষ্টি এবং আদম, হাওয়া ও শয়তান, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ২:৩০-৩৯, ৫:২৭-৩২, ৭:১১-২৫, ১৫:২৮-৪৩, ২০:১১৫-১২৩, ৩৮:৭১-৮৫)

ইভ বা হাওয়া প্রথম ফল খেয়েছে বাইবেলে এটি বলা হলেও কোরআনে সুনির্দিষ্টভাবে তেমনটি বলা হয়নি। কোরআনে উভয়ের নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আগে পরের বিষয়টি আসেনি।

অ্যাডাম ও ইভ স্বর্গীয় বাগানে নগ্ন ছিল। তাদের মাঝে লজ্জার কোন প্রকার বোধ ছিল না। ওপরে কোরআনের উদ্ধৃতি থেকে বাইবেলের বক্তব্যের সাথে এর সামঞ্জস্যতার বিষয়ে ইংগিত পাওয়া যায়।

বলা হচ্ছে, এ সময় গডের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। গডের উপস্থিতি বুঝতে পেরে অ্যাডাম ও ইভ নিজেদেরকে গাছের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগলো। গড জানতে চাইলেন- অ্যাডাম, তোমরা কোথায়? অ্যাডাম বললো, আমি লুকিয়ে আছি; আমি নগ্ন। গড বললেন, কে বলেছে তুমি নগ্ন? তুমি কি নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছো? অ্যাডাম বললো, যে নারীকে আপনি আমার সঙ্গী করে পাঠিয়েছেন সে আমাকে খেতে দিয়েছে। আমি খেয়েছি। গড ইভ এর কাছে জানতে চাইলেন- কেন তুমি এ কাজ করেছো? ইভ বললো, সরীসৃপ আমাকে প্ররোচিত করেছে। তাই আমি খেয়েছি।

গড সরীসৃপকে অভিশাপ দিলেন। বললেন, যেহেতু তুমি এ কাজ করেছ তাই তোমাদের উভয়ের মধ্যে আমি শত্রুতা স্থাপন করলাম। তোমরা বংশ পরম্পরায় একে অন্যকে তাড়া করে ফিরবে। কোরআনে বলা হচ্ছে,

"তারা যে (সুখী) অবস্থায় ছিল শয়তান ওখান থেকে তাদেরকে পশ্থলিত করে দিল। আমি বললাম: নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু। কিছুকালের জন্য তোমাদেরকে পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য জীবনোপকরণের ব্যাবস্থা থাকবে।" (আল-কোরআন ২:৩৬)

গড ইভকে বললেন, তোমার প্রসবকালীন সময়ের ব্যাথাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং পুরুষ তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে। তবে নারীর প্রসবকালীন সময়ের ব্যাথাকে বহুগুন বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করবে কোরআনে এমনটি বলা নেই। নারী-পুরুষের পারস্পরিক কর্তৃত্ব কিংবা অধিকার বিষয়ে কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে,

"... নারীদের সমান অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর সদয়তার সঙ্গে, যদিও পুরুষের নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।" (আল-কোরআন ২:২২৮)

"পুরুষেরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এজন্য যে, পুরুষেরা অর্থ-সম্পদ ব্যায় করে।" (আল-কোরআন ৪:৩৪)

২. আদম ও হাওয়া

গড অ্যাডামকে বললেন, তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে। শরীরের ঘাম ঝরিয়ে তোমাদেরকে আহার সংগ্রহ করতে হবে, যতদিন না ফিরিয়ে আনা হবে। ধুলো থেকে সৃষ্টি তোমাদেরকে ধুলোয় মিশে যেতে হবে। অতঃপর গড অ্যাডাম ও ইভকে চামড়ার পরিচ্ছদ দ্বারা আবৃত করেন। কোরআন বলছে,

"তিনি (আল্লাহ) বললেনঃ তোমরা সেখানেই (পৃথিবীতে) জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।" (আল-কোরআন ৭:২৫)

অ্যাডাম ও ইভের স্বর্গীয় বাগানে অবস্থান এবং সেখান থেকে তাদের বিতারণ সম্পর্কে বাইবেলে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে এ ঘটনার পর আল্লাহ মানবজাতির জন্য কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন বলে কোরআনে বলা হয়েছে, যা বাইবেলে উল্লেখ নেই। বলা হচ্ছে,

"হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে, যেমন সে তোমাদের আদি পিতা-মাতাকে স্বর্গীয় উদ্যান থেকে বের করে দিতে সফল হয়েছিল এবং তাদের থেকে তাদের সেই পরিচ্ছদ ছিন্ন করে দিয়েছিল, যেন সে তাদের লজ্জাকে তাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিতে পারে। নিশ্চয়ই! সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাকে দেখতে পাও না।" (আল-কোরআন ৭:২৭)

কোরআনে আল্লাহ ও শয়তানের কথোপকথনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা বাইবেলে নেই। যেমন বলা হচ্ছে, "(শয়তানকে অভিশাপ দিয়ে আল্লাহ বলেন) তোমার প্রতি ন্যায়-বিচারের দিবস পর্যন্ত অভিসম্পাত। সে (শয়তান) বললো, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত, সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বললো, হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানান সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করবো এবং তাদের সবাইকে

পথভ্রষ্ট করে দেব, তাদের ব্যতিত যারা সঠিকতার সঙ্গে একান্তই আপনার অনুরক্ত।" (আল-কোরআন ১৫:৩৫-৪০)

অর্থাৎ যারা সঠিক পথে চলবে তাদের ভয়ের কোন কারন নেই। এটিও একটি দিক নির্দেশনা।

"(আল্লাহ বলেন) নিশ্চয়ই! আমার বিশ্বস্ত বান্দাদের ওপর তোমার কোনই ক্ষমতা নেই। তাদের তত্ত্বাবধায়করূপে তোমার পালনকর্তাই যথেষ্ট।" (আল-কোরআন ১৭:৬৫)

আরও বলা হয়েছে, "আমি (আল্লাহ) বললাম, এখান থেকে তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও। তবে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পথ-নির্দেশনা আসবে; যারা আমার পথ নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনোকষ্টে।" (আল-কোরআন ২:৩৮)

বাইবেলে বলা হয়েছে, তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে। শরীরের ঘাম ঝরিয়ে তোমাদেরকে আহার সংগ্রহ করতে হবে, যতদিন না ফিরিয়ে আনা হবে। ধুলো থেকে সৃষ্টি তোমাদেরকে ধুলোয় মিশে যেতে হবে।

কোরআন বলছে, তোমরা সেখানেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে। অর্থাৎ ফিরে যাবার বিষয়টি বাইবেল উল্লেখ করেছে এবং কোরআনও সেটির স্বীকৃতি দিয়েছে।

কোরআন ঘটনাটিকে বাইবেলের মতো কেবলমাত্র বিবৃত করে শেষ করে দেইনি। এর মধ্য দিয়ে সফলতার সাথে ফিরে যাবার একটি সম্পর্ক তৈরী করেছে। সফলতার সাথে ফিরে যাবার জন্য মানবজাতির দিক-নির্দেশনারূপে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। একইসাথে নবুয়ত তথা মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের যথার্থতাকে যৌক্তিকভাবে এর সাথে সম্পর্কিত করে তুলে ধরেছে। অবতীর্ণ গ্রন্থ, নবুয়ত তথা মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন আল্লাহর অনুগ্রহ। উদভ্রান্ত মানুষ এর মধ্য দিয়ে সঠিক পথের দিশা পেয়েছে।

৩. হাবিল কাবিল ও সেথ

অ্যাডাম ও ইভ এর দুই সন্তানের জন্ম হলো। একজনের নাম কেইন এবং অপর জনের নাম এ্যাবেল। এ্যাবেল মেষপালক এবং কেইন চাষাবাদের কাজ করতো। উভয়ে তাদের উৎপাদিত ফসল গডকে উৎসর্গ করতো।

গড এ্যাবেল এর প্রদান করা উৎসর্গকে গ্রহণ করতেন, কিন্তু কেইন এর উৎসর্গীকৃত দ্রব্য গ্রহণ করতেন না। তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত থেকে ভাল পথে চলার উপদেশ দিতেন। এ বিষয়ে কোরআনে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে,

"... কিরূপে তারা উভয়েই উৎসর্গ নিবেদন করেছিল এবং তা একজনের নিকট থেকে গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের নিকট থেকে গৃহীত হয়নি ...।" (আল-কোরআন ৫:২৭)

কেইনের করা উৎসর্গকে গড গ্রহণ না করায় কেইন এ্যাবেলের ওপর ক্ষিপ্ত হতে থাকে। এক পর্যায়ে কেইনের ধৈর্য্যচ্যূতি ঘটে। সে তার ভাই এ্যাবেলকে হত্যা করে। কোরআনে বলা হয়েছে,

"অতঃপর তার (কাবিল এর) অন্তর তাকে ভ্রাতৃ হত্যায় উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সে তাকে (হাবিলকে) হত্যা করে ...।" (আল-কোরআন ৫:৩০)

গড কেইন এর কাছে জানতে চাইলেন- কেইন, তোমার ভাই কেথায়? কেইন বললো, আমি কি তার রক্ষক যে আমি তার খোঁজ রাখবো? আমি জানি না। গড বললেন- কেইন, তুমি কি করেছো? পৃথিবী থেকে তোমার ভাইয়ের রক্তের কান্না ভেসে আসছে।

ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের করা এমন আচরণ গডের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। মোহাম্মদ (সাঃ) যখন মদীনায় সত্যের বার্তা প্রচার করছেন, ইহুদিরা তাঁকে মেনে নিতে পারেনি। তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সে প্রেক্ষিতে কোরআনে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করে মানবজাতির জন্য নিচের দিক-নির্দেশনাটি প্রদান করা হয়।

"এ (ঘটনার) কারনে আমি ইসরাইলের সন্তানদের প্রতি নির্দেশনা জারী করেছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনিষ্ট সৃষ্টি করা

ব্যতিত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিরই জীবন রক্ষা করে। ...।" (আল-কোরআন ৫:৩২)

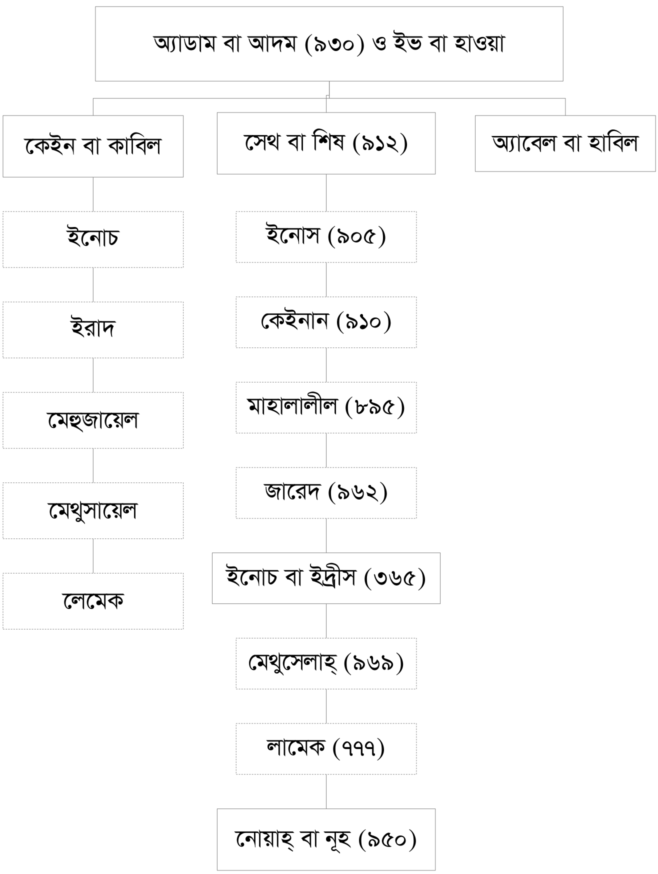
ঘটনার পর গড কেইনকে অভিশাপ দিলেন। বললেন, পৃথিবীতে তুমি পলাতক ও নিঃস্ব হয়ে ঘুরে বেড়াবে। অতঃপর কেইন গডের উপস্থিতির বাইরে পূর্ব দিকে 'নোড' নামক স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে।

এ্যাবেলের মৃত্যুর পর অ্যাডাম ও ইভের আরও এক সন্তানের জন্ম হয়। নাম 'সেথ' বা 'শিষ'। কোরআনে 'শিষ' এর বিষয়ে উল্লেখ নেই।

৪. আদম থেকে নুহ ও মহা-প্লাবন

অ্যাবেল এর মৃত্যু হলো। মানব সন্তানের বংশ বৃদ্ধি পেল কেইন ও সেথ এর মাধ্যমে। অ্যাডামের বয়স যখন ১৩০ বছর তখন সেথ এর জন্ম হয়। অ্যাডাম ৯৩০ বছর জীবিত ছিল। সেথ জীবিত ছিল ৯১২ বছর এবং সন্তান-সন্তুতির জন্ম দেয়।

সেথের পুত্র ইনোস। ইনোস জীবিত ছিল ৯০৫ বছর এবং সন্তান-সন্তুতির



বংশানুক্রম ১ : অ্যাডাম থেকে নোয়াহ্।

জন্ম দেয়। ইনোসের পুত্র কেইনান। কেইনান ৯১০ বছর জীবিত ছিল। কেইনান এর পুত্র মাহালালীল। মাহালালীল জীবিত ছিল ৮৯৫ বছর। মাহালালীলের পুত্র জারেদ। জারেদ ৯৬২ বছর জীবিত ছিল।

জারেদের পুত্র ইনোচ। ইনোচকে কোরআনে ইদ্রীস বলা হয়েছে। ইদ্রীস ৩৬৫ বছর জীবিত ছিল এবং সন্তান-সন্তুতির জন্ম দেয়। ইনোচ গডের সঙ্গে বাগানে হাঁটছিল, গড তাকে দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যান এবং আর কখনই তাকে দেখা যায়নি। কোরআনে ইদ্রীসের বিষয় উল্লেখ আছে। সূরা মরিয়মে তাঁর বিষয়ে এভাবে বলা হয়েছে,

“গ্রন্থে ইদ্রীসের বিষয় উল্লেখ কর, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী। আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম।” (আল-কোরআন ১৯:৫৬-৫৭)

ইনোচের পুত্র মেথুসেলাহ্। মেথুসেলাহ্ ৯৬৯ বছর জীবিত ছিল এবং সন্তান-সন্তুতির জন্ম দেয়। মেথুসেলাহ্র পুত্র লামেক। লামেক ৭৭৭ বছর জীবিত ছিল।

লামেকের পুত্র নোয়াহ্। নোয়াহ্-কে কোরআনে নূহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। লামেকের বয়স যখন ১৮২ বছর তখন নোয়াহ্র জন্ম হয়। নোয়াহ্ ৯৫০ বছর জীবিত ছিল। কোরআনে নূহ (আঃ) এর উদাহরণ অনেক এসেছে। এ নামে একটি পৃথক সূরাও রয়েছে। সূরা নং ৭১। বাইবেলে তাঁর ৯৫০ বছর জীবিত থাকার কথা বলা হয়েছে। কোরআনে সূরা আল-আনকাবুত এ একই কথা এভাবে বলা হয়েছে,

“আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মাঝে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। ...।” (আল-কোরআন ২৯:১৪) (প্রসঙ্গঃ নূহ, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ৭:৫৯-৬৪, ১০:৭১-৭৪, ১১:২৫-৪৯, ২৩:২৩-৩০, ২৬:১০৫-১২২, ২৯:১৪-১৫, ৩৭:৭৫-৮২, ৫৪:৯-১৭, ৬৯:১১-১২, ৭১:১-২৮)

বাইবেলে বলা হয়েছে, গড দেখলেন মানব হৃদয় পাপাকাংখায় পূর্ণ। মানুষের পাপাচারের কারনে পৃথিবী অশান্ত ও গোলযোগপূর্ণ। মানব জীবনের যৌবনকাল থেকে এ পাপাচারের শুরু। পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত, জলে-

স্থলে-অন্তরীক্ষে বিচরণশীল, মানব থেকে শুরু করে সকল প্রাণীকে গড ধ্বংস করতে মনস্থির করেন।

নোয়াহ্ ছিল সমসাময়িক সময়ে পূন্যবান ব্যাক্তিদের একজন। সে সহজ-সরল জীবন যাপন করতো। কোরআন বলছে,

"আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি। সে বললোঃ ... আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি। কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করলো। ...।" (আল-কোরআন ৭:৫৯, ১০:৭৩)

গড বললেন- পাপাচারে লিপ্ত সবকিছু ধ্বংস করা হবে। তিন শত কিউবিট লম্বা, পঞ্চাশ কিউবিট প্রস্থ এবং তিরিশ কিউবিট উচ্চতা বিশিষ্ট তিন তলা একটি নৌযান নির্মান করতে গড নোয়াহ্কে পরামর্শ দিলেন। বললেন- মহা বন্যার আবির্ভাব হবে। সমগ্র প্রাণীকূল নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। নোয়াহ্কে তার স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধুদের নিয়ে নৌকায় আশ্রয় নিতে বললেন। সমগ্র প্রাণীকূল থেকে একজোড়া করে নিয়ে নৌযানে তোলার পরামর্শ দিলেন, যেন তারা তার সঙ্গে জীবিত থাকতে পারে। কোরআনে বলা হয়েছে,

"আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌযান নির্মাণ কর। অতঃপর যখন আমার আদেশ আসে এবং প্লাবিত হয়, তখন প্রত্যেক প্রাণীর এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে নৌযানে তুলে নাও, ...।" (আল-কোরআন ২৩:২৭)

নোয়াহ্ গডের নির্দেশ মতো সব কাজ সম্পন্ন করলো। বন্যা যখন শুরু হলো নোয়াহ্র বয়স তখন ছয় শ বছর। পানি ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগলো। চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত একাধারে বৃষ্টি হলো। পাহাড় সমান উচ্চতায় উঠে এলো পানি। পাহাড়গুলি পানির নীচে চলে গেল। কোরআনে বলা হয়েছে,

"অতঃপর আমি প্রবল বর্ষণ দ্বারা অবমুক্ত করে দিলাম আসমানের দুয়ার এবং ভূমি থেকেও প্রস্রবণ প্রবাহিত করলাম, যেন সব পানি এক পূর্ব-পরিকল্পিত কাজে নিয়োজিত হলো। নৌকা পর্বতসম তরঙ্গের মাঝে তাদের বহণ করে চললো ...।" (আল-কোরআন ৫৪:১১-১২, ১১:৪২)

এক শত পঞ্চাশ দিন পানি এ অবস্থায় থাকলো। সকল প্রাণীকূল ধ্বংস প্রাপ্ত হলো। কেবল নোয়াহ্ ও তার সহযাত্রীরাই জীবিত রইলো। ধীরে ধীরে বৃষ্টি থেমে এলো। বন্যার পানি কমতে লাগলো। পানি কমে গেলে পর্বতের চূড়া দেখা গেল। নৌযান 'আরারাত' পর্বতের নিকটে এসে ভিড়লো। কোরআনে বলা হয়েছে,

".. হে পৃথিবী! তোমার পানি শুষে নাও। হে আকাশ! মেঘমুক্ত হও। অতঃপর পানি হ্রাসপ্রাপ্ত হলো এবং নির্দেশনা পরিপূর্ণ হলো। নৌকা জুদী পর্বতে স্থীর হল ... ।" (আল-কোরআন ১১:৪৪)

পানি শুকিয়ে গেল। মাটি শুষ্ক হলো। নোয়াহ্ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে নৌযান থেকে নেমে এলো। কোরআনে বলা হয়েছে,

"নূহের সম্প্রদায় ... তাদেরকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তাদেরকে মানবজাতির জন্য এক দৃষ্টান্তস্বরূপ করে রাখলাম। ... ।" (আল-কোরআন ২৫:৩৭)

ভবিষ্যতে আর কখনই পৃথিবীকে এমনভাবে ধ্বংস করবেন না বলে গড প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমন কোন প্রতিশ্রুতির কথা কোরআনে বলা নেই।

৫. মানব জাতির বিস্তৃতী

মহাপ্লাবনে সকল কিছু ধ্বংস হলো। জীবিত রইলো নোয়াহ্ ও তার সহযাত্রীরা।

সেম, হ্যাম ও জাফেথ। নোয়াহ’র সন্তান। নোয়াহ্র পাঁচ শত বছর বয়সে তাদের জন্ম হয়। মহাপ্লাবনকালে তারা তার সহযাত্রী হলো। তার আরও সন্তান ছিল। কোরআনে সূরা হুদ এ বলা হয়েছে,

“... নূহ তার পুত্রকে, যে নিভৃতে একাকী দাড়িয়ে ছিল, তাকে আহবান করে বললো, হে বৎস! এসো, আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং অবিশ্বাসীদের সঙ্গে থেক না। সে বললো, আমি কোন পর্বতে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ বললো, আজকের দিনে আল্লাহর নির্দেশ থেকে কোন রক্ষাকারী নেই, সে ব্যাতিত যাকে তিনি রক্ষা করেন। অতঃপর তাদের মাঝে ঢেউ এলো এবং সে নিমজ্জিতদের একজন হলো।” (আল-কোরআন ১১:৪২-৪৩)



বংশানুক্রম ২ : সেম, হ্যাম ও জাফেথ বা নোয়াহর বংশধর।

মহাপ্লাবনের পর সেম, হ্যাম ও জাফেথ এর মাধ্যমে পৃথিবীময় মানব জাতির বিস্তৃতি ঘটলো।

৫. মানব জাতির বিস্তৃতী

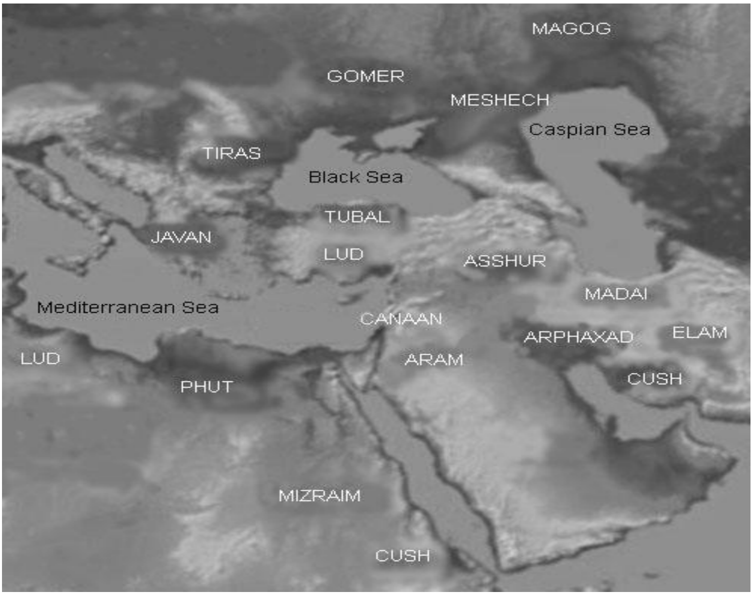
নোয়াহ্‌র পুত্র সেমের বংশধরেরা 'সেমেটিক' নামে পরিচিত। হ্যামের বংশধরেরা 'হ্যামেটিক' এবং জাফেথের বংশধরেরা 'জেফেটিক' নামে পরিচিত।

সেমেটিক, হ্যামেটিক ও জেফেটিকরা ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেল। সেম এর বংশধরেরা পৃথিবীর মধ্যাঞ্চলে, হ্যাম এর বংশধরেরা পৃথিবীর দক্ষিনাঞ্চল তথা আফ্রিকা অঞ্চলে এবং জাফেথ এর বংশধরেরা পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল তথা ইউরোপীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে।

সেম এর পাঁচ পুত্র। ইলাম, আসুর, আরফাক্সাদ, লুদ ও আরাম। ইলাম এর বংশধরেরা ইরান, আসুর এর বংশধরেরা ভারত, আরফাক্সাদ এর বংশধরেরা ইরাক ও আরব, লুদ এর বংশধরেরা আনাতলীয়া এবং আরাম এর বংশধরেরা সিরিয়া অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। আরাম এর বংশধরেরা আরামাইট্‌স নামে পরিচিত।

হ্যাম এর চার পুত্র। কুশ, মিজরাইম, ফুট ও কানান। কুশ এর বংশধরেরা মিশর, ইয়েমেন, ইথিওপিয়া, আরব, লোহিত সাগর অঞ্চল ও অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কুশ এর পুত্র 'নমরূদ' যাকে বাইবেলে 'নিমরোদ' বলা হয়েছে। নমরূদ 'ব্যাবেল' বা 'ব্যবিলন' এর স্থপতি। বাইবেলে তাকে একজন পরাক্রমশালী ব্যাক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মিজরাইম এর বংশধরেরা মিশর, ফিলিষ্টিন, লিবিয়ায় বিস্তার লাভ করে, ফুট এর বংশধরেরা লিবিয়া এবং কানান এর বংশধরেরা ইসরাইল, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, জাপান, চীন ও মঙ্গলিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

জাফেথ এর সাত পুত্র। এরা হল গোমার, ম্যাগগ, মাদাই, জাভান, তুবাল, মেসেচ ও তিরাস। জাফেথ এর পুত্র গোমার এর বংশধরেরা জার্মানি জর্জিয়া তুরস্ক, ম্যাগগ এর বংশধরেরা কৃষ্ণ সাগর, সুইডেন, পোলান্ড, চেক,



মানচিত্র ১ : নোয়াহর বংশধরেরা পৃথিবীময় কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ে চিত্রে তার একটি সাধারণ ধারণা দেয়া হলো।

বুলগেরিয়া; মাদাই এর বংশধরেরা ইরান, জাভান এর বংশধরেরা গ্রীস, ইতালী, স্পেন, সাইপ্রাস, এশিয়া মাইনর; তুবাল এর বংশধরেরা স্পেন পর্তুগাল ইতালী; মেসেচ এর বংশধরেরা রাশিয়া, আনাতলীয়া, জর্জিয়া, ভূ-মধ্য সাগর অঞ্চল এবং তিরাস এর বংশধরেরা ভূ-মধ্য সাগর অঞ্চল ও পারস্য অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। পৃথিবীময় মানব জাতির বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।

৬. আরফাক্সাদ থেকে ইব্রাহীম

নোয়াহ্‌র পুত্র সেম। সেম এর পাঁচ পুত্র। তাদের একজন আরফাক্সাদ।

মহাপ্লাবনের দুই বছর পর সেম এর বয়স যখন একশ' বছর তখন আরফাক্সাদ এর জন্ম হয়। আরফাক্সাদ ৪০৩ বছর জীবিত ছিল।

আরফাক্সাদ এর পুত্র সেলাহ্, সেলাহ্ এর পুত্র ইবার, ইবার এর পুত্র পেলেগ, পেলেগ এর পুত্র রেউ, রেউ এর পুত্র সেরুগ, সেরুগ এর পুত্র নাহোর, নাহোর এর পুত্র তেরাহ (পাশের চিত্র দ্রষ্টব্য)।

তেরাহ্‌র তিন পুত্র। আব্রাহাম, নাহোর ও হারান। হারান তার পিতা তেরাহ্‌র পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। হারান এর পুত্র লুত। লুত আব্রাহাম এর ভাইয়ের ছেলে।

লুত এর সন্তান মোয়াব ও বেন-আমি। মোয়াবের বংশধরেরা 'মোয়াবাইট্‌স' এবং বেন আমির বংশধরেরা আমোন বা 'অ্যামোনাইটস' নামে পরিচিত। তারা জর্ডান অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

কোরআনে লুত ও ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। ইব্রাহীম নামে একটি পৃথক সূরাও রয়েছে। সূরা নং ১৪।



বংশানুক্রম ৩ : আরফাক্সাদ থেকে আব্রাহাম।

৭. ইব্রাহীম

আব্রামের পিতা তেরাহ্। দক্ষিন মেসোপটেমিয়া বা ইরাকের অন্তর্গত 'উর'-এ বসবাসরত ছিল। এটি ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত।

আব্রাম ও লুতকে সঙ্গে নিয়ে তেরাহ্ উর ছেড়ে কানান দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথিমধ্যে হারান-এ এসে বসতি স্থাপন করে। তেরাহ্ ২০৫ বছর বয়সে হারানে মৃত্যুবরণ করে।

কোরআনে ইব্রাহীম (আঃ) এর দেশত্যাগের ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ) মূর্তি পূঁজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। ইরাকের তৎকালীন শাসক নমরূদের সাথে তার বাদানুবাদ হয়। নমরূদ তাকে অগ্নিতে জীবন্ত নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। এ ঘটনার পর তিনি লূতসহ দেশত্যাগ করেন। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

"তুমি কি দেখনি তাকে, যে পালনকর্তার বিষয়ে ইব্রাহীমের সাথে এ কারনে বাদানুবাদ করেছিল যে, আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দান করেছিলেন (নমরূদ) এবং যখন ইব্রাহীম বললো, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বললো, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইব্রাহীম বললো, নিশ্চয়ই! তিনি সূর্য্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে অবিশ্বাসী বিমর্ষ হয়ে গেল।" (আল-কোরআন ২:২৫৮)

আরও বলা হয়েছে, "স্মরণ কর ইব্রাহীমকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললো, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ। ... তখন ইব্রাহীমের সম্প্রদায়ের আর কোন উত্তর ছিল না। তারা বললো, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই! এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ইব্রাহীম বললো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছো। অথচ তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা কেবলমাত্র এই পার্থিব জীবনেই। কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে

এবং একে অপরকে অভিশাপ দেবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো লূত। ইব্রাহীম বললো, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশত্যগ করছি। নিশ্চয়ই! তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়!" (আল-কোরআন ২৯:১৬-২৬)

অগ্নিদগ্ধের ঘটনার পর ইব্রাহীম (আঃ) দেশত্যাগ করেন। কানানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সাথে তাঁর স্ত্রী ও ভাইয়ের ছেলে লূত ছিল।

গড আব্রামকে বললেন- আব্রাম! তোমার নামকে আমি পৃথিবীময় মহিমান্বিত করবো! তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে আমি মহান জাতি সৃষ্টি করবো! তুমি হবে অনেক জাতির পিতা! যারা তোমাকে মহিমান্বিত করবে আমিও তাদেরকে মহিমান্বিত করবো! যারা তোমার অমর্যাদা করবে তারা আমার আশীর্বাদ বঞ্চিত হবে। তুমি সমগ্র মানবজাতির আশীর্বাদপুষ্ট হবে! এ বিষয়ে কোরআনে সূরা বাকারায় উদ্ধৃত হয়েছে,

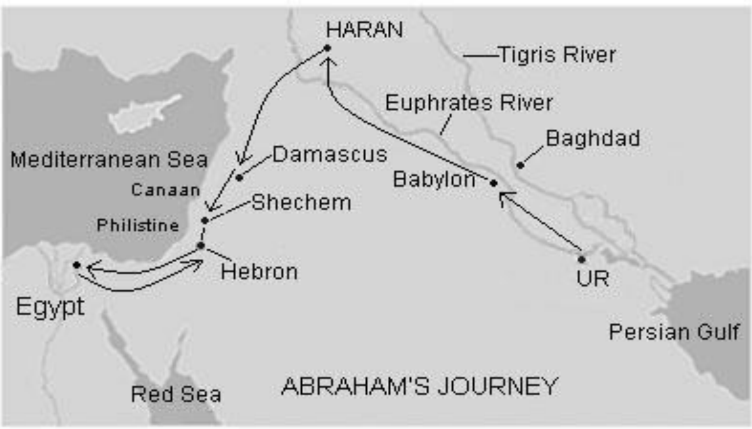
"... তিনি বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা হিসেবে নিয়োজিত করেছি। ইব্রাহীম বললো এবং আমার বংশধরদের থেকেও (কি নেতা হবে)? তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত করবে না।" (আল-কোরআন ২:১২৪) (প্রসঙ্গঃ ইব্রাহীম, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ২:১২৪-১৪১, ২:২৫৮-২৬০, ৩:৬৫-৬৮, ৭:৭৪-৮৩, ১১:৬৯-৭৬, ১৪:৩৫-৪১, ১৫:৫১-৬০, ১৬:১২০-১২৩, ১৯:৪১-৫০, ২১:৫১-৭৩, ২২:২৬-২৭, ২৬:৬৯-১০৪, ২৯:১৬-২৭, ৩৭:৮৩-৯৯, ৪৩:২৬-৩০, ৫১:২৪-৪৬)

গড আব্রামকে বর্তমান অবস্থান হারান ছেড়ে তাঁর প্রদর্শিত স্থানে যেতে নির্দেশ দিলেন। গড এর নির্দেশনা অনুযায়ী আব্রাম লুত ও স্ত্রী সারাইকে সঙ্গে নিয়ে হারান ত্যাগ করে। আব্রাম যখন হারান ত্যাগ করে তখন তার বয়স পঁচাত্তর বছর।

তারা যখন কানান এর সেচেম-এ এসে পৌঁছায়। এ সময় গড আবির্ভূত হলেন। বললেন, আব্রাম! এই সেই ভূমি যা আমি তোমাকে এবং তোমার বংশধরদেরকে প্রদান করবো! মিশরীয় নদী থেকে শুরু করে ইউফ্রেটিস নদী

পর্যন্ত বিস্তৃত সকল ভূমি তোমার বংশধরদের জন্য। আব্রামকে দেওয়া এটি গডের 'প্রতিশ্রুতি'।

আব্রামকে দেওয়া গডের প্রতিশ্রুতির একটি প্রতীকী চিহ্ন হিসেবে 'খতনা' করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। যারা এ নিয়ম পালন করবে না তারা এ প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না। তারা প্রতিশ্রুতি ভংগকারী হিসেবে পরিচিত হবে। আব্রাম যখন খতনা করে তখন তার বয়স নিরানব্বই বছর।



মানচিত্র ২ : চিত্রে উর থেকে আব্রাহামের মিশর ও হেবরন অভিমুখে যাত্রা পথটি দেখানো হল।

আব্রাম যখন কানানে এসে পৌঁছায়, কানানে সে সময় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলছে। তারা কানান ছেড়ে মিশর অভিমুখে চলে যায়।

আব্রাম ও লুত উভয়ের ছিল অসংখ্য গবাদি পশু। একই ভূমিতে এত পশু চড়ানো প্রায় অসম্ভব ছিল। তাদের নিজেদের লোকদের মধ্যে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব কখনও কখনও মারাত্মক হয়ে উঠতো। মিশর থেকে ফেরার পথে আব্রাম ও লুত পৃথক হয়ে যায়। আব্রাম কানান এর হেবরনে এসে বসতি স্থাপন করে। লুত তার পছন্দ অনুযায়ী পূর্বদিকে জর্ডানের সোডম অভিমুখে চলে যায়। সোডম এর অধিবাসীরা সে সময়ে ভীষনভাবে পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

৭. ইব্রাহীম

আব্রাম কানান এ ফিরে এলে গড তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যাক্ত করেন। বলেন, এই যে ভূমি যা তুমি দেখছো, যে ভূমিতে তুমি একজন আগন্তক, সে ভূমি আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরদেরকে চিরকালের জন্য প্রদান করবো। ধূলিকণা যেমন গুনতে পারা যায় না, তেমনি অগণিত হবে তোমার বংশধর।

আব্রামের স্ত্রী সারাই। সারাই ছিল বন্ধ্যা। তাদের কোন সন্তান-সন্তুতি ছিল না। আব্রাম বললো- গড, তুমি আমার বংশধরদেরকে কিভাবে দেবে! আমার তো কোন সন্তান-সন্তুতি নেই। গড বলেন- আব্রাম, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ! দেখ তুমি তারা গুণতে পার কি-না? তেমনি অসংখ্য হবে তোমার বংশধর। মিশর নদী থেকে শুরু করে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত তারা বিস্তৃত হবে।

সারাইয়ের ছিল মিশরীয় এক পরিচারিকা। নাম হাগার। সারাই নিজেই হাগারের মাধ্যমে তাদের জন্য সন্তান লাভের ইচ্ছে পোষণ করে। সারাইয়ের পরামর্শে আব্রাম তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। হাগারের গর্ভে আব্রামের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। নাম 'ইসমাইল'। ইসমাইলের যখন জন্ম হয় আব্রামের বয়স তখন ছিয়াশি বছর।

আব্রামের বয়স যখন নিরানব্বই বছর তখন গড আবার দেখা দেন। বলেন, তুমি হবে অনেক জাতির পিতা। অতএব তোমার নাম এখন থেকে আব্রামের পরিবর্তে হবে 'আব্রাহাম' এবং তোমার স্ত্রীর নাম সারাইয়ের পরিবর্তে হবে 'সারাহ্'। তার গর্ভে তোমার এক সন্তানের জন্ম হবে। কোরআনে সূরা হুদ-এ প্রসংগে এভাবে বলা হয়েছে,

"এবং অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইব্রাহীমের কাছে সু-সংবাদ নিয়ে এসেছিল। ... যখন আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সু-খবর দিলাম ... তার স্ত্রী নিকটে দাড়িয়ে ছিল- সে হেসে ফেললো। সে বললো, হায়! দূর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান প্রসব করবো? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি এবং আমার স্বামীও একজন বৃদ্ধলোক? এ তো ভারী আশ্চর্য্য কথা! তারা (ফেরেশতারা) বললো, তুমি আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করছো? হে গৃহবাসী! তোমাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও প্রভূত আশীর্বাদ রয়েছে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ প্রশংসার্হ, জ্যোতির্ময়।" (আল-কোরআন ১১:৬৯-৭৩)

এদিকে লুত সোডমে অবস্থান করছিল। সোডমের অধিবাসীরা সে সময়ে ভীষনভাবে পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তাদের অস্বাভাবিক পাপাচারের কারনে সোডম ও গোমরাহ্ শহর দু'টিকে গড আসমান থেকে অগ্নি নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দেন। গড লুতকে রক্ষা করেন। কিন্তু তার স্ত্রী লবনের স্তুপে পরিণত হয়। লুত তার দুই মেয়েকে নিয়ে 'জোর' নামক পর্বতাঞ্চলে এসে বসবাস করতে থাকে। এ প্রসংগে সূরা আরাফ-এ বলা হয়েছে,

"... আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। সে .. বলল: তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে কেউ করেনি? তোমরা কাম চরিতার্থে নারীদের পরিবর্তে পুরুষে গমন কর ...। (অতঃপর) আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের ওপর কঙ্করের প্রস্তর বর্ষণ করলাম।" (আল-কোরআন ৭:৮০-৮১, ১৫:৭৪) (প্রসঙ্গঃ লূত, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ৭:৮০-৮৪, ১১:৭৭-৮৩, ১৫:৬১-৭৭, ২৬:১৬০-১৭৫, ২৭:৫৪-৫৮, ২৯:২৮-৩৫, ৩৭:১৩৩-১৩৮, ৫৪:৩৩-৪০)

বাইবেলে মতে, সারাহ্র বয়স যখন নব্বই বছর তখন 'আইজ্যাক' এর জন্ম হয়। আব্রাহাম এর বয়স তখন একশত বছর। কোরআনে তাকে 'ইসহাক' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আইজ্যাকের জন্মের পর ইসমাইল ও তার মাকে সারাহ্ মেনে নিতে পারছিল না। সারাহ্ তার সন্তানের সঙ্গে হাগার এর সন্তানের উত্তরাধীকারের অংশীদার হতে দিতে চায়নি। বিষয়টি ভীষন গুরুতর আকার ধারণ করে। ফলস্বরূপ হাগার ও ইসমাইলকে বীরসেবা চলে যেতে হয়। গড আব্রাহামকে বলেন- আব্রাহাম, ইসমাইলের বংশধরদের থেকেও আমি এক মহান জাতি সৃষ্টি করবো। কেননা সেও তোমার সন্তান।

গড আব্রাহামকে এক কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত করেন। বলেন- আব্রাহাম, তোমার একমাত্র আদরের পুত্র আইজ্যাক। যাকে তুমি অনেক ভালবাস। তাকে তুমি আমার জন্য উৎসর্গ কর। এ প্রসংগে কোরআনে সূরা আস-সাফফাত এ এভাবে বলা হয়েছে,

৭. ইব্রাহীম

"অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, ইব্রাহীম তাকে বললোঃ ও আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি (আদিষ্ট হয়েছি) যে, তোমাকে অবশ্যই আমার উৎসর্গ করতে হবে। তোমার অভিমত কি? সে বললোঃ পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করেন।" (আল-কোরআন ৩৭:১০২)

আব্রাহাম গডের নির্দেশ পালন করার জন্য পুত্র আইজ্যাককে সঙ্গে নিয়ে পর্বত চূড়ায় আরোহণ করে। পুত্র জানতে চায় উৎসর্গ করার জন্য মেষ কোথায়? আব্রাহাম বলে গড প্রদান করবে। যখন তারা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায় আব্রাহাম একটি বেদী তৈরী করে। আইজ্যাককে বেঁধে বেদীতে শোয়ায়। হাতের ছুরি তার গলা পর্যন্ত নিয়ে আসে। এ সময় ডাক শুনতে পায়- আব্রাহাম! আব্রাহাম! বুঝেছি তুমি নির্দেশ পালনকারী। গডকে তুমি ভয় কর। তবে শিশুটির কোন ক্ষতি কর না। তার ওপরে তোমার হাত চালিও না। তোমার একমাত্র সন্তানকে তুমি আমার জন্য উৎসর্গ কর না। আব্রাহাম চোখ তুলে ওপরে তাকায়। দেখে একটি মেষ। সেটিকে উৎসর্গ করে। কোরআনে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে,

"যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ইব্রাহীম তাকে উৎসর্গ করার জন্য শায়িত করলো, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, 'ও ইব্রাহীম! তুমি অবশ্যই নির্দেশ পালনকারী। ...। সুস্পষ্টতই এটি ছিল একটি পরীক্ষা। অতঃপর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক উৎসর্গের বিনিময়ে।" (আল-কোরআন ৩৭:১০৩-১০৭)

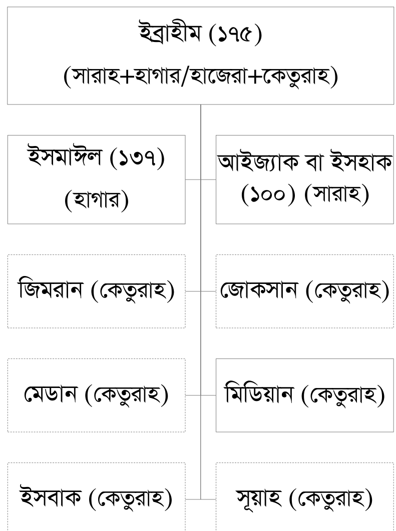
এ ঘটনার পর আব্রাহাম বীরসেবা চলে যায়। সেখানে বসবাস করতে থাকে। সারাহ্‌র বয়স যখন এক শত সাতাশ বছর, তখন তার মৃত্যু হয়। আব্রাহাম তার সৎকারের জন্য বীরসেবা থেকে হেবরনে ফিরে আসে। সারাহ্‌কে সমাহিত করার জন্য হিট্টিদের কাছ থেকে একখন্ড জমি ক্রয় করে। সমাধিস্থল এবং আশে-পাশের ভূমি ও গাছপালা ক্রয়ের মাধ্যমে কানান দেশে আব্রাহামের একটি নির্দিষ্ট স্থানের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। আব্রাহাম সারাহ্‌কে হেবরনের মেম্‌রিতে সমাধিস্থ করে।

৭. ইব্রাহীম

সারাহ্‌র মৃত্যুর পর আব্রাহাম কেতুরাহ্‌কে বিবাহ করে। সে ঘরে ছয় সন্তানের জন্ম হয়। তারা হল জিমরান, জোকসান, মেডান, মিডিয়ান, ইসবাক ও সূয়াহ। আব্রাহামের পুত্র মিডিয়ানের বংশধরেরা ‘মিডিয়ানাইট্‌স’ নামে পরিচিত।

আব্রাহাম এর বয়স যখন এক শ পঁচাত্তর বছর তখন তার মৃত্যু হয়। স্ত্রী সারাহ্‌র পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। আব্রাহাম তার বিষয় সম্পত্তি সব পুত্র আইজ্যাককে দান করে। অন্যদের কিছু উপহার প্রদান করে। আইজ্যাক থেকে সবাইকে দুরে সরিয়ে দেয়। ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে,

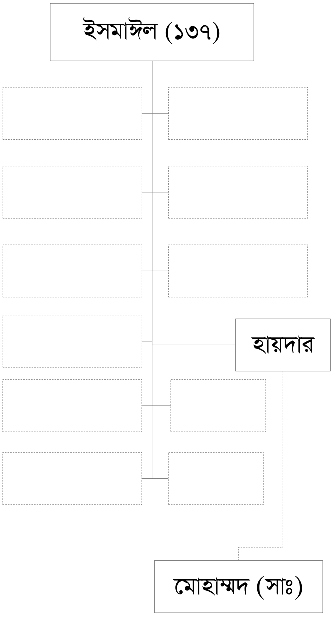
“ইব্রাহীম ইহুদি ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না। কিন্তু সে ছিল একজন সমুন্নত মানুষ, যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করেছিল এবং সে পৌত্তলিকদেরও অন্তর্ভূক্ত ছিল না।” (আল-কোরআন ৩:৬৭)



বংশানুক্রম ৪ : আব্রাহাম।

এদিকে পুত্র ইসমাইল পারানের মরুতে বড় হতে থাকে। বড় হয়ে তীরন্দাজ হয়। হাগার তাকে মিশরীয় এক কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেয়। ইসমাইল এর বার সন্তান। মুহাম্মদ (সঃ) তার বংশধর। ইসমাইল ও মুহাম্মদ (সঃ) এর মাঝে আছে আরও প্রায় ষাট পুরুষের দুরত্ব।

ইসমাইলের বংশধরেরা মিশর থেকে শুরু করে আসিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতে বিস্তার লাভ করে। তার মৃত্যুকালীন সময়ে সকল ভাইয়েরা তার পাশে



বংশানুক্রম ৫ : ইসমাইল থেকে মোহাম্মদ (সাঃ)।

উপস্থিত ছিল। ইসমাইল এক শত সাঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে। কোরআনে সূরা মরিয়মে তাঁর বিষয়ে এভাবে বলা হয়েছে,

"গ্রন্থে ইসমাইলের বিষয় উল্লেখ কর। সে তার প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যনিষ্ঠ ছিল এবং সে ছিল আল্লাহর একজন বার্তাবাহক ও নবী। সে তার পরিবারবর্গকে উপাসনা ও দান করার বিষয়ে নির্দেশনা দিত এবং সে তার পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিল।" (আল-কোরআন ১৯:৫৪-৫৫)

৮. কানান ও কানানাইট্‌স

গড আব্রাহামকে বললেন- আব্রাহাম, তোমার নামকে আমি পৃথিবীময় মহিমান্বিত করবো। তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে আমি মহান জাতি সৃষ্টি করবো। তুমি হবে অনেক জাতির পিতা। যারা তোমাকে মহিমান্বিত করবে আমিও তাদেরকে মহিমান্বিত করবো। যারা তোমার অমর্যাদা করবে তারা আমার আশীর্বাদ বঞ্চিত হবে। তুমি সমগ্র মানবজাতির আশীর্বাদপুষ্ট হবে। গড আব্রাহামকে হারান ছেড়ে তার প্রদর্শিত স্থানে যেতে নির্দেশ দেন।

গডে'র নির্দেশনা অনুযায়ী আব্রাহাম লুত ও স্ত্রী সারাহ্‌কে সঙ্গে নিয়ে হারান ত্যাগ করে। তারা যখন কানানের সেচেম-এ এসে পৌঁছায় তখন গড আবির্ভূত হন। বলেন- আব্রাহাম, এই সেই ভূমি যা আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরদেরকে প্রদান করবো। আব্রাহামকে দেয়া এটি গডের একটি 'প্রতিশ্রুতি'।



মানচিত্র ৩ : কানান ভূমির একটি চিত্র তুলে ধরা হল।

৮. কানান ও কানানাইট্স

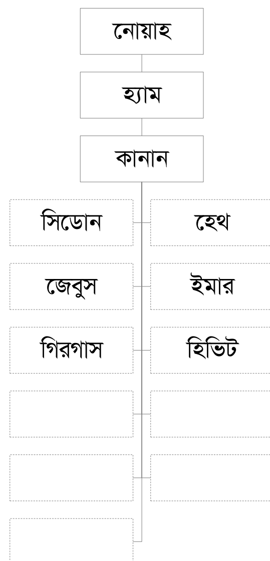
ভূ-মধ্য সাগরের পূর্বে সিরিয়ার দক্ষিন পশ্চিম, জর্ডানের পশ্চিম অংশ, লেবানন, ইসরাইল, ফিলিষ্টিন ভূমি গাজা হয়ে মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি ‘কানান’ নামে পরিচিত। কানান এর দক্ষিন পূর্বে ইডোম, পূর্বে জর্ডান ভূমিতে মোয়াব ও আমোন এবং উত্তরপূর্বে আরাম অঞ্চল অবস্থিত।

সাধারনভাবে বলা যায়- বর্তমানের ইসরাইল ও ফিলিষ্টিন ভূমি এবং লেবাননের কিছু অংশ কানান নামে পরিচিত ছিল।

এ ভূমিতে পূর্ব থেকেই যারা বসবাস করে আসছে তারা কানানাইট্স নামে পরিচিত। গড এ ভূমি আব্রাহাম ও তার বংশধরদেরকে প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

নোয়াহ্র পুত্র সেম, হ্যাম ও জাফেথ। হ্যাম এর চার পুত্র। কুশ, মিজরাইম, ফুট এবং কানান। কানান হচ্ছে হ্যামের সেই ছেলে যাকে নোয়াহ্ অভিশাপ দিয়েছিল। হ্যাম এর পুত্র কানান এর বংশধরেরাই কানানাইট্স নামে পরিচিত। কানান ভূমি তাদের আদি আবাসস্থল।

কানানে বসবাসরত সিডোনাইট্স, হিট্টি, জেবুসাইট্স, অ্যামোরাইট্স, গিরগাসাইট্স, হিভিট্স ইত্যাদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী মূলত কানানেরই বংশধর। ফলে তারা সকলেই কানানাইট্স। তারা কানান দেশের এক এক স্থানে বা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। কানানে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে নিচে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।



বংশানুক্রম ৬ : কানানের বংশধর

সিডোনাইট্স : কানানের পুত্র সিডন এর বংশধরেরা সিডোনাইট্স নামে পরিচিত। তারা লেবাননের সিডন এ বসতি গড়ে তোলে।

৮. কানান ও কানানাইট্স

হিট্টি : কানান এর পুত্র হেথ এর বংশধরেরা হিট্টি নামে পরিচিত। তারা হেবরনের আশেপাশে বসতি গড়ে তোলে।

জেবুসাইট্স : কানান এর পুত্র জেবুস এর বংশধরেরা জেবুসাইট্স নামে পরিচিত। তারা জেরুজালেম ও তার আশেপাশের অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

অ্যামোরাইট্স : কানান এর পুত্র ইমারের বংশধরেরা অ্যামোরাইট্স নামে পরিচিত। তারা মোয়াব ও আমোন বা জর্ডান অঞ্চলে বসতির বিস্তৃতি ঘটায়।

গিরগাসাইট্স : কানান এর বংশধর।

হিভিট্স- কানান এর পুত্র হিভিট এর বংশধরেরা হিভিট্স নামে পরিচিত। তারা মিজপে ও লেবানন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

কানান ও তার আশেপাশের ভূমিতে কানানাইট্স ছাড়াও আরও অনেকের বসবাস আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

মোয়াবাইট্স : লুত এর ছেলে মোয়াব এর বংশধরেরা মোয়াবাইট্স নামে পরিচিত। জর্ডান বা মোয়াব অঞ্চলে তাদের বসবাস।

অ্যামোনাইট্স : লুত এর ছেলে বেন-আমির বংশধরেরা আমোন বা অ্যামোনাইট্স নামে পরিচিত। জর্ডান নদীর পূর্বে মোয়াব অঞ্চলের উত্তরে তাদের বসবাস।



বংশানুক্রম ৭ : ফিলিস্তিন

ইডোমাইট্স : জ্যাকবের ভাই ইসাউ-র বংশধরেরা ইডোমাইট্স নামে পরিচিত। মৃত সাগর, মোয়াব ও কানানের দক্ষিন অঞ্চলে তাদের বসতি।

অ্যামালেকাইট্স : আমালেক ইসাউ এর দৌহিত্র। ফলে তারাও ইডোম এর বংশধর হিসেবে ইডোমাইট্স।

মিডিয়ানাইট্স : আব্রাহামের স্ত্রী কেতুরাহ্র পুত্র মিডিয়ানের বংশধরেরা মিডিয়ানাইট্স হিসেবে পরিচিত।

আরামাইট্স : সামের পুত্র আরাম। আরামের বংশধরেরা আরামাইট্স নামে পরিচিত। তারা মেসোপটেমিয়া ও আসিরিয়া অঞ্চলে বসবাস করে।

ফিলিস্তিন : হ্যামের পুত্র মিজরাইম। মিজরাইমের পুত্র কাশলুহিম। ফিলিষ্টিনীরা কাশলুহিমের বংশধর বলে মনে করা হয়। তারা গাজা, আসকেলন ও পশ্চিম তীরে বসতি গড়ে তোলে।

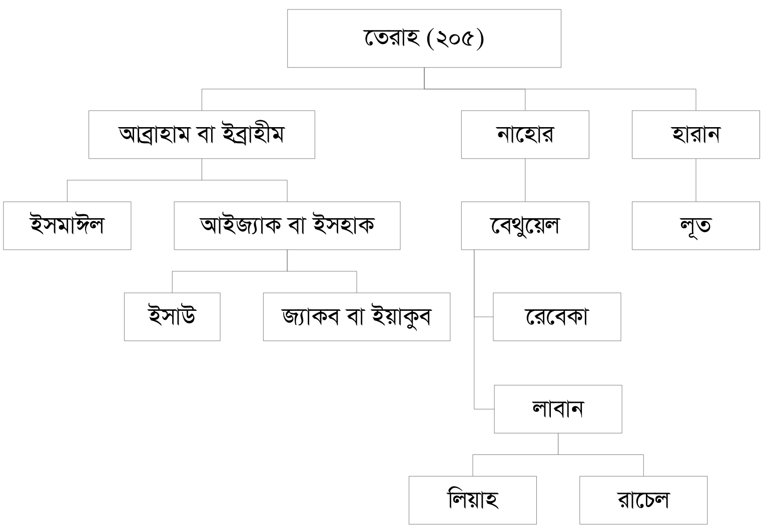
পেরিজাইট্স : প্যালেষ্টাইনের আদি অধিবাসী। তারা কানানাইট্সদের সঙ্গে মিশে যায়। কানানের মধ্যাঞ্চলে ও জর্ডান নদীর দু'পাশেই বসতি গড়ে তোলে।

কানানাইট্স, ফিলিষ্টিন সকলেই হ্যামেটিক। নোয়াহ্র পুত্র হ্যামের বংশধর।

৯. ইসহাক, ইয়াকুব ও ইসরাইলের সন্তানেরা

আব্রাহাম যখন বার্ধক্যে তখন পুত্র আইজ্যাককে বিবাহ করাতে ইচ্ছে প্রকাশ করে। প্রধান ভৃত্যকে ডেকে তার ইচ্ছের কথা জানায়। পাত্রী সন্ধানের দায়িত্ব বর্তায় বিশ্বস্ত ভৃত্যের ওপর। ভৃত্য পাত্রীর সন্ধানে সুদুর মেসোপটেমিয়ার হারানে চলে যায়।

আব্রাহামের ভাই নাহোর। নাহোরের দুই স্ত্রীর ঘরে বার সন্তান। একজনের নাম বেথুয়েল। বেথুয়েল এর ঘরে জন্ম নেয় পুত্র লাবান ও কন্যা রেবেকা। রেবেকার সঙ্গে আইজ্যাকের বিবাহ হয়। আইজ্যাক এর বয়স তখন চল্লিশ বছর।



বংশানুক্রম ৮ : তেরাহ্ থেকে জ্যাকব বা ইয়াকুব

রেবেকা ছিল বন্ধ্যা। গডে'র আশির্বাদে রেবেকা সন্তান ধারণ করে। দু'টি জমজ সন্তানের জন্ম হয়। বড়টির নাম 'ইসাউ'। ছোটটির নাম 'জ্যাকব'।

কোরআনে যাকে 'ইয়াকুব' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের যখন জন্ম হয় আইজ্যাকের বয়স তখন ষাট বছর।

দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আইজ্যাক সে সময় ফিলিস্তিন ভূমি গেরারে অবস্থান করছিল। এ সময় গড তাকে দেখা দেন। বলেন, তোমার পিতা আব্রাহামকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তোমাকে এবং তোমার বংশধরদেরকে আমি এই কানান ভূমি প্রদান করবো। তোমার বংশধর হবে আকাশের তারার মতো অসংখ্য। গড আব্রহামকে দেয়া তার প্রতিশ্রুতির কথা আইজ্যাককে স্মরণ করিয়ে দেন।

জ্যাকব ও ইসাউ বড় হয়। তাদের মা-বাবা কেউই চাইতো না সন্তানেরা কানানাইট্সদের মধ্যে বিয়ে করুক। কিন্তু ইসাউ হিট্টি মেয়ে বিয়ে করে। এতে রেবেকার দুঃখের অন্ত ছিল না।

জ্যাকবকে রেবেকা তাই বাবার দেশ হারানে পাঠিয়ে দেয়। জ্যাকব যখন হারানের পথে, তখন বেথেল নামক স্থানে এলে গড তাকে দেখা দেন। যে প্রতিশ্রুতি গড আব্রাহাম ও আইজ্যাককে দিয়েছিলেন সে একই কথা গড জ্যাকবকে স্মরণ করিয়ে দেন।

জ্যাকব তার মা রেবেকার ভাই লাবান এর দুই মেয়ে লিয়াহ্ ও রাচেলকে বিবাহ করে। লিয়াহ্ বড়। রাচেল ছোট। রাচেল দেখতে সুন্দরী। জ্যাকব রাচেলকে বেশী ভালবাসতো। কিন্তু সে ছিল বন্ধ্যা।

লিয়াহ্র ঘরে চার সন্তানের জন্ম হয়। রিউবেন, সায়মন, লেভী ও জুডাহ্।

বন্ধ্যা রাচেল তার পরিচারিকা বিল্লাহ-এর মাধ্যমে সন্তান গ্রহণ করে। বিল্লাহ্ দুই সন্তানের জন্ম দেয়। ড্যান ও নাফতালি।

লিয়াহ্ও তার পরিচারিকা জিলপাহ্-এর মাধ্যমে সন্তান গ্রহণ করে। জিলপাহ্ দুই সন্তানের জন্ম দেয়। গ্যাড ও আসের।

লিয়াহ্ আরও দুই সন্তানের জন্ম দেয়। ইসাচার ও জেবুলুন। লিয়াহ্ এক কন্যা সন্তানেরও জন্ম দেয়। নাম 'দিনাহ্'।

অবশেষে বন্ধ্যা রাচেলের গর্ভে সন্তান আসে। রাচেল তার সন্তানের নাম দেয় 'যোসেফ'। যোসেফই হচ্ছে কোরআনে উল্লেখিত হযরত ইউসুফ (আঃ)। তার

সম্পর্কিত ঘটনা মানব ইতিহাসে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, বাইবেলে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআনেও এ ঘটনার একটি পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত পৃথক সূরা রয়েছে। সূরা ইউসুফ; অধ্যায় নাম্বার বারো।

জ্যাকব তার স্ত্রী ও এগারজন সন্তান নিয়ে মায়ের দেশ হারান ছেড়ে কানানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পথিমধ্যে গড তাকে নতুন নামে অভিহিত করেন- 'ইসরাইল'। সেই থেকে জ্যাকব বা ইয়াকুব ইসরাইল নামে পরিচিত। ইসরাইল নামের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দাস বা গোলাম।

তারা কানানের সেচেম-এ এসে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে জ্যাকব একখন্ড ভূমি ক্রয় করে ও বসবাস করতে থাকে। কিন্তু কন্যা দিনাহ্‌কে নিয়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। যা সংঘর্ষে পরিণত হয়। তাদেরকে সেচেম ছাড়তে হয়। তারা বেথেলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। স্ত্রী রাচেল সে সময় সন্তান-সম্ভাবা। পথিমধ্যে পুত্র বেঞ্জামিনের জন্ম হয়। বেঞ্জামিনের জন্মের সময় রাচেল মৃত্যুবরণ করে। তাকে বেথলেহেমে সমাহিত করা হয়।



বংশানুক্রম ৯ : জ্যাকব বা ইয়াকুবের বংশধরগণ।

ইসরাইলের বারো ছেলে। রিউবেন, সায়মন, লেভী, জুডাহ্, ড্যান, নাফতালি, গ্যাড, আসের, ইসাচার, জেবুলুন, যোসেফ (ইউসুফ) ও বেঞ্জামিন। জ্যাকব বা ইয়াকুব নবীর সন্তান ও তার বংশধরেরাই 'চিলড্রেন অব ইসরাইল' বা 'ইসরাইলের সন্তান' নামে পরিচিত।

নোয়াহ্‌র পুত্র সামের বংশধর হিসেবে ইসরাইলিরা সেমেটিক। ইসরাইলের বারো সন্তান থেকে তাদের বারোটি বংশের উৎপত্তি। কোরআনেও বলা হয়েছে,

"আমি তাদেরকে বারোটি গোত্রে/জাতিতে বিভক্ত করেছি।" (আল-কোরআন ৭:১৬০)

গড আব্রাহাম ও আইজ্যাককে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় ইসরাইলকে স্মরণ করিয়ে দেন। কানান ও তার আশপাশের ভূমি যে ইসরাইলিদের জন্য গড কর্তৃক বরাদ্দকৃত ও প্রতিশ্রুত, এ ধারণা বংশ পরম্পরায় ইসরাইলের সন্তানদের মাঝে চলে আসছে। তাদের অন্তরে গেঁথে আছে। যদিও এ ভূমিতে পূর্ব থেকেই কানানাইট্‌সরা বসবাস করে আসছে।

এক শ' বছর বয়সে আইজ্যাক বা ইসহাক মৃত্যুবরণ করে। আইজ্যাকের সন্তান ইসরাইল ও ইসাউ তাকে সমাহিত করে। ইসরাইল তার পিতার মতই কানানে বসবাস করতে থাকে। যেখানে তার পিতা ছিল মূলত একজন আগন্তুক।

১০. ইউসুফ এবং ইসরাইলের সন্তানেরা

ইসরাইল তার সন্তানদের মধ্যে যোসেফকে অধিক স্নেহ করতো। যোসেফ ছিল তার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। সে তাকে পরিধানের রঙ্গীন জামা বানিয়ে দিয়েছিল। পিতার অধিক স্নেহ প্রাপ্তির কারনে অন্য ভাইয়েরা তার প্রতি বিরূপ ছিল।

যোসেফ স্বপ্নে দেখে চন্দ্র, সূর্য্য ও এগারোটি তারা তাকে সেজদা করছে। স্বপ্নের কথা সে তার পিতা ও ভাইদেরকে বলে। ভাইয়েরা তার কথা শুনে আরও ঈর্ষান্বিত হয়। তারা ভাবে- যোসেফ পিতা, মাতা ও তার এগারো ভাইকে, সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাকে সেজদা করার বিষয়ে ইংগিত করছে। কিন্তু পিতা ছেলের বক্তব্য শুনে চিন্তিত ও সতর্ক হয়। কোরআনে সূরা ইউসুফ এ বলা হয়েছে,

"যখন ইউসুফ পিতাকে (ইসরাইলকে) বললোঃ পিতা, আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আমি তাদেরকে দেখেছি তারা আমাকে সেজদা করছে। সে (পিতা) বললোঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! তোমার ভাইদের নিকট এ স্বপ্ন বর্ণনা কর না। তাহলে তারা তোমার বিপক্ষে চক্রান্ত করবে। ..." (আল-কোরআন ১২:৪-৫)

একদিন পিতা যোসেফকে ডেকে ভাইয়েরা যেখানে মেষ চড়াতে যায় সেখানে যেতে বলে। অনেক খোঁজাখুজি করে সে তাদের সন্ধান পায়। দুর থেকে দেখে ভাইয়েরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু রিউবেন বাঁধ সাধে। সে হত্যা করতে নিষেধ করে। তারা তাকে হত্যা না করে একটি কূঁপে ফেলে দেয়। কূঁপে পানি ছিল না। কোরআনে বলা হয়েছে,

"তাদের মধ্য থেকে একজন বললোঃ ইউসুফকে হত্যা কর না, বরং যদি কিছু করতেই চাও, তবে তাকে কোন কূঁপের গভীরে ফেলে দাও, যেন কোন যাত্রীদল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে।" (আল-কোরআন ১২:১০)

ইসমাইলিয়দের একটি কাফেলা সে পথ দিয়ে মিশর যাচ্ছিলো। তারা উটের পিঠে মসলা জাতীয় দ্রব্য নিয়ে যাচ্ছিলো। জুডাহ্ বললো, যোসেফকে হত্যা করে কি লাভ? এ কেবল নিজের ভাইয়ের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করা।

বরং ইসমাইলিয়দের কাছে তাকে বিক্রয় করে দিলে লাভ হবে। সবাই তার কথায় সাঁয় দিল। তারা তাকে কূঁপ থেকে তুলে এনে ইসমাইলিয়দের কাছে বিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করে দিল। ইসমাইলিয়রা তাকে মিশরে নিয়ে এলো। কোরআন বলছে,

"সে পথে একটি যাত্রীদল এলো ... তারা (ভাইয়েরা) তাকে (ইউসুফকে) সামান্য কিছু রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করে দিল। ... এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে (মিশরে) প্রতিষ্ঠা করলাম ...।" (আল-কোরআন ১২:১৯-২১)

ভাইয়েরা মেষ শাবক হত্যা করে তার রক্তে যোসেফের জামাটিকে রাঙিয়ে পিতার হাতে তুলে দিল। যোসেফের জামা শনাক্ত করতে পিতার কোন কষ্ট হলো না। সবাই বললো, হয়ত কোন দুষ্ট পশু তাকে হত্যা করেছে। যোসেফের জন্য পিতার কষ্টের সীমা রইলো না। এ বিষয়ে কোরআন বলছে,

"এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনলো। সে (পিতা) বললোঃ এটি কখনই (এমন হবার) নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে অন্য কিছুতে মোহাচ্ছন্ন করেছে। ...।" (আল-কোরআন ১২:১৮)

ইসমাইলিয়রা যোসেফকে মিশরের ফারাওয়ের রক্ষিদের কর্মকর্তার কাছে বিক্রয় করে দিল। যোসেফের আচরণ ও বিশ্বস্তায় তার মনিব মুগ্ধ। তার হাতে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজের দায়িত্ব তুলে দিল।

মনিবের স্ত্রী যোসেফের গুণাগুণ দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। কিন্তু যোসেফ বিপথে পা বাড়ালো না। মনিবের স্ত্রী এতে আরও রাগান্বিত হলো। সে যোসেফকে হিব্রু আখ্যায়িত করে তার সম্পর্কে মিথ্যে অশ্লিল অপবাদ দিতে লাগলো। ফলস্বরূপ যোসেফকে কারাবরণ করতে হলো। কোরআন বলছে,

"এবং সে যে মহিলার ঘরে ছিল, সে তাকে মন্দ কাজে আহবান করতে লাগলো ... ... এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করলো।" (আল-কোরআন ১২:২৩,৩৫)

ফারাও তার দুই কর্মকর্তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়। তাদেরকে কারাগারে প্রেরণ করে। তারা যোসেফের সঙ্গে কারাগারে বাস করতে থাকে। একদিন সকালে

যোসেফ তাদের দু'জনকে বিমর্ষ দেখে কারন জানতে চাইলো। তারা বললো- দু'জনেই রাতে স্বপ্ন দেখেছে। সব সপ্নেরই কিছু অর্থ আছে। এমন কাউকে পাচ্ছে না যে তাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারে। যোসেফ বললো, ব্যাখ্যা তো গডের হাতে। তবুও আমাকে বল। সূরা ইউসূফে বলা হয়েছে,

"তার সাথে কারাগারে দু'জন যুবকও প্রবেশ করলো। তাদের একজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি মদ নিংড়াচ্ছি। অপরজন বললো, আমি দেখলাম যে, নিজ মস্তকে রুটি বহন করছি এবং পাখিগুলি সেখান থেকে খাচ্ছে।" (আল-কোরআন ১২:৩৬)

সব শুনে যোসেফ তাদের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিল। সূরা ইউসূফে এভাবে বলা হয়েছে,

"হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভূকে মদ্যপান করাবে এবং অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে।" (আল-কোরআন ১২:৪১)

তার দেয়া ব্যাখ্যা মত তিন দিন পর তাদের একজন কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কর্মে পুনর্বহাল হলো। অপরজনের ফাঁসি হলো। প্রথম জনকে যোসেফ বলেছিল তুমি মুক্ত হলে আমাকে স্মরণ রেখ। আমি নির্দোষ, আমাকে এখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমাকে এখান থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করো। কিন্তু সে যোসেফকে স্মরণে রাখেনি। ভুলে যায়।

মিশরের রাজা ফারাও একদিন এক স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে বিচলিত হয়ে ঘুম থেকে উঠে যায়। রাজ্যের যত জ্ঞানী গুণীজন আছে তাদেরকে ডাকা হয়। কেউ-ই তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারলো না। সূরা ইউসূফে বলা হয়েছে,

"রাজা বলল: আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী, এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও কতগুলি শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলো, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় (সত্যিই) পারদর্শী হয়ে থাক।" (আল-কোরআন ১২:৪৩)

১০. ইউসুফ এবং ইসরাইলের সন্তানেরা

কারাবাস থেকে মুক্ত হওয়া ফারাওয়ের কর্মচারীটির মাধ্যমে ফারাও যোসেফ সম্পর্কে জানতে পারে। যোসেফকে কারাগার থেকে তলব করা হয়। যোসেফ ফারাওয়ের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করে। সূরা ইউসূফে বলা হয়েছে,

"সে বললো, তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ খাদ্যরূপে ব্যবহার করবে, সেগুলি ব্যাতিত অবশিষ্ট শস্য শীষসহ রেখে দেবে। এরপর আসবে কঠিন সাতটি বছর; তোমরা এ দিনের জন্য যা রেখেছিলে তা খাদ্যরূপে ব্যবহার করবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যাতিত, যা তোমরা সংরক্ষণ করবে। এরপর আসবে একটি বছর- সে বছর প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে এবং তারা প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।" (আল-কোরআন ১২:৪৭-৪৯)

যোসেফের করা স্বপ্নের ব্যাখ্যা শ্রবন করে এবং তার বুদ্ধিমত্তা দর্শন করে ফারাও ও তার সকল কর্মচারীগণ সন্তুষ্ট হয়। এ প্রসংগে সূরা ইউসূফে বলা হয়েছে,

"রাজা বলল: ... আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখবো। ... বললো, নিশ্চয়ই! তুমি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসেবে মর্যাদার স্থান লাভ করবে।" (আল-কোরআন ১২:৫৪)

যোসেফকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হলো। গুরুত্বপূর্ন ও উচচপদস্থ কাজে নিয়োগ দান করা হলো। কেবলমাত্র ফারাও তার ওপরে অবস্থান করলো। সমগ্র মিশরের ওপর তাকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হলো। যোসেফ এর বয়স তখন তিরিশ বছর। সূরা ইউসূফে বলা হয়েছে,

"ইউসুফ বললো, আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারের ওপর কর্তৃত্ব দিয়ে নিযুক্ত করুন। নিশ্চয়ই, আমি এর একজন দক্ষ তত্ত্বাবধায়করূপে থাকবো (নিজেকে প্রমাণ করবো)। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের (মিশরের) বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। নিজ ইচ্ছেনুযায়ী সেখানে তার সকল কর্তৃত্ব ছিল। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছে পৌঁছে দেই।" (আল-কোরআন ১২:৫৫-৫৬)

পরবর্তী সময়ে যোসেফ এর করা স্বপ্নের সে ব্যাখ্যা সত্য প্রমানিত হলো। সাত বছর দেশে ভাল ফসল ফললো। অতঃপর দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

মিশরবাসী ফারাও এর কাছে এলো। খাদ্যের জন্য আহাজারি করতে লাগলো। ফারাও সবাইকে যোসেফের কাছে যেতে বললো। বললো- যাও, যোসেফ যা বলে তাই কর। এদিকে দ্রব্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। দুর্ভিক্ষ দীর্ঘায়িত হতে থাকে। আশে পাশের দেশেও বিস্তৃতি লাভ করে।

দুর্ভিক্ষের বিষয়টি যোসেফ আগাম আঁচ করেছিল। কেননা সে ফারাও এর দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিল। দেশে যখন ভাল ফলন হয়েছিল, সে সময়ে সে খাদ্য গুদামগুলিতে খাদ্য মজুত রেখেছিল। দুর-দুরান্তের দেশ থেকেও মানুষ খাদ্য সংগ্রহের জন্য মিশরে আসতে লাগলো।

দুর্ভিক্ষের ঢেউ কানান পর্যন্ত পোঁছে গেল। জ্যাকব তার সন্তানদেরকে মিশর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে আনতে বললো। বললো, যাও মিশরে খাদ্যের সরবরাহ আছে এবং সস্তা আছে।

যোসেফের দশ ভাই মিশরে এলো। কিন্তু তার আপন ছোট ভাই বেঞ্জামিন কানানে থেকে গেল। যোসেফকে হারিয়েছে বিধায় পিতা ভাইদের সঙ্গে তাকে পাঠাতে রাজি হলো না। পিতার মনে আশঙ্কা ছিল।

যোসেফ মিশরের হর্তাকর্তা। ভাইদেরকে দেখে সে চিনতে পারলো। ভাইয়েরা যোসেফকে চিনতে পারলো না। যোসেফ পরিচয় গোপন রাখলো। কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে,

"ইউসুফের ভাইয়েরা আগমন করলো এবং তারা তার কাছে উপস্থিত হলো। সে তাদেরকে চিনতে পারলো, কিন্তু তারা তাকে চিনলো না।" (আল-কোরআন ১২:৫৮)

ভাইয়েরা যোসেফকে কুর্নিশ করলো। যোসেফের তখন সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। যোসেফ জানতে চাইলো, তোমরা কোথা থেকে এসেছো? তারা বললো, আমরা কানান থেকে এসেছি। যোসেফ বললো, তোমরা গুপ্তচর। তারা বললো- প্রভূ, আমরা গুপ্তচর নই। আমরা আপনার সেবক। কেবল খাদ্য ক্রয়ের জন্য মিশরে এসেছি। আমরা কানান দেশের এক ব্যাক্তির বারোটি ভাই। সবার ছোটজন পিতার সঙ্গে আছে। একজন জীবিত নেই। যোসেফ তাদের ছোট ভাইকে নিয়ে আসার জন্য বললো। কোরআনে বলা হয়েছে,

১০. ইউসুফ এবং ইসরাইলের সন্তানেরা

"এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল, বললো: তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। ...?" (আল-কোরআন ১২:৫৯)

তারা খাদ্যসহ কানানে ফিরে এলো। ফিরে এসে দেখতে পেলো, খাদ্যের সঙ্গে একটি থলের মধ্যে তাদের সমুদয় অর্থ ফেরত দেয়া হয়েছে। সবাই অবাক হয়ে গেল! ভাবলো- কেমন করে এমনটি হলো?

এদিকে দুর্ভিক্ষের চাপ আরও বাড়তে থাকে। মিশর থেকে যে খাদ্য-খাবার আনা হয়েছিল সব শেষ হওয়ার পথে। জ্যাকব সন্তানদেরকে আবার মিশরে যেতে বললো। কিন্তু তারা বেঞ্জামিনকে ছাড়া যেতে চাইলো না। যোসেফ বলে দিয়েছিল, তোমাদের ছোট ভাইকে ছাড়া তোমরা আর আমার মুখ দেখতে এসো না।

ভাইদের কাছে জ্যাকব বিস্তারিত জেনেও বেঞ্জামিনকে তাদের সঙ্গে যেতে দিতে চাইলো না। যোসেফকে হারিয়েছে। তার মনে বেঞ্জামিনকেও হারাবার ভয় ছিল। বেঞ্জামিন ও যোসেফ আপন ভাই। এক মায়ের সন্তান।

ইসরাইল বললো, তোমরা কেন আরও এক ভাইয়ের কথা বলতে গেলে? তারা বললো, লোকটি সরাসরি আমাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইছিলো। বললো, তোমাদের পিতা জীবিত আছে কি না? তোমাদের আর কোন ভাই আছে কি না? সে কারনে আমাদেরকে সব কথা বলতে হয়েছে। আমরা তো জানতাম না যে, সে আমাদের ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলবে।

সব শুনে ইসরাইল বললো, যদি সত্যি তেমন হয় তবে তোমরা তার জন্য ভাল উপহার নিয়ে যাও। সঙ্গে দ্বিগুন অর্থ নিয়ে যাও। হয়ত ইতিপূর্বে কোন ভূল হয়েছিল। আর বেঞ্জামিনকেও সঙ্গে যাও।

তারা মিশরে এলো। যোসেফের সম্মুখে উপস্থিত হলো। যোসেফ তাদের সঙ্গে বেঞ্জামিনকেও দেখতে পেল। সে তার লোক দিয়ে সবাইকে নিজ বাসায় পাঠিয়ে দিল। রক্ষীরা তাদেরকে যোসেফের বাসায় নিয়ে এলো। ভাইয়েরা সবাই ভীত হলো। তারা ভাবলো, হয়ত ইতিপূর্বেকার অর্থের জন্য তাদেরকে এখানে ধরে আনা হয়েছে।

যোসেফ বাসায় এলে তারা বললো, আমরা অর্থের বিষয়টি জানতাম না। ফিরে গিয়ে যখন থলে খুলেছি, তখন বিষয়টি জানতে পেরেছি। সে কারনে এবার সেই অর্থ এবং এবারের অর্থ দুটোই এনেছি।

যোসেফ বললো, ভীত হওয়ার কারন নেই। যোসেফ তার নিজ মাতার গর্ভের সন্তান, আপন ছোট ভাই বেঞ্জামিনকে দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে খাবার খেল। পরিচয় দিয়ে বললো, আমি তোমাদের সেই ভাই যাকে তোমরা বিক্রয় করে দিয়েছিলে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তারা বললো: তবে কি তুমিই ইউসুফ! সে বললো: আমিই ইউসুফ এবং এ (বেঞ্জামিন) হলো আমার সহোদর ভাই। .. নিশ্চয়ই! যে মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে এবং ধৈর্য্যধারণ করে, আল্লাহ তেমন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। তারা বললো, শপথ আল্লাহর, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের চাইতে তোমাকে অধিক পছন্দ করেছেন এবং অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম। সে বললো, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব দয়ালুদের চাইতে অধিক দয়ালু।" (আল-কোরআন ১২:৯০- ৯২)

এখন আমি মিশরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যোসেফ বেঞ্জামিনকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। সবাইকে জড়িয়ে ধরলো। সকলে তারা কান্নায় ভেঙে পড়লো।

যতটা তারা বহন করতে পারে, তাদেরকে ততটা পরিমান খাদ্য দিতে যোসেফ তার লোকদেরকে নির্দেশ দিল। তাদের অর্থও থলের ভেতর ফেরত দিয়ে দেয়ার জন্য বলে দিল।

যোসেফ জানতে পারলো পিতা আজও বেঁচে আছে। পিতাকে দেখার জন্য যোসেফের অন্তর বিচলিত হয়ে উঠলো। পিতার জন্য সে ভাইদের সঙ্গে অনেক উপহার পাঠালো।

দুর্ভিক্ষের দু'বছর পার হয়েছে। আরও প্রায় পাঁচ বছর বাকি। যোসেফ বংশের সকলকে কানান থেকে মিশরে নিয়ে আসার জন্য বললো। সে ফিরে গিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত পিতাকে নিয়ে আসার জন্য ভাইদেরকে তাড়া দিল।

সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেল যোসেফ তার ভাইদেরকে ফিরে পেয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে ফারাও খুশি হলো। যোসেফকে বললো, পিতাকে নিয়ে এসে সবচেয়ে ভাল স্থানে তাদেরকে বসবাসের ব্যবস্থা করে দাও।

ভাইয়েরা কানানে ফিরে এসে পিতাকে বিস্তারিত জানালো। বললো, যোসেফ আজও জীবিত আছে। সমগ্র মিশর ভূমির উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পিতা তাদের কথা বিশ্বাস করতে চাইলো না।

যোসেফের প্রেরণ করা উপহার সামগ্রী দেখে জ্যাকব যেন জীবনী শক্তি ফিরে পেল। বললো, আমার পুত্র বেঁচে আছে এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি সেখানে যাব। মৃত্যুর পূর্বে আমি তাকে একবার দেখে যেতে চাই।

ইসরাইল সন্তান-সন্ততিসহ বংশের সকলকে নিয়ে মিশর অভিমুখে রওনা হলো। সাথে পশু-পাখি থেকে শুরু করে সহায়-সম্পত্তি কানানে অবস্থানকালীন সময়ে যা কিছু অর্জন করেছিল সবকিছু নিয়ে নিলো।

মিশরে এলে গোসেন নামক স্থানে তাদেরকে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। যোসেফ ফারাও এর সঙ্গে পিতা ও অন্যান্য সকলকে পরিচয় করিয়ে দিল। ইসরাইলের বয়স তখন এক শ' ত্রিশ বছর। কোরআনে বলা হয়েছে,

"অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছালো, ইউসুফ পিতা-মাতাকে গ্রহণ করে নিল এবং বললো: আল্লাহর ইচ্ছায় শান্তি চিত্তে মিশরে প্রবেশ করুন। সে পিতা-মাতাকে উচ্চ আসনে আসীন করালো। সকলেই তাদের সন্মানে সেজদাবনত হলো। সে বললো, হে আমার পিতা! এই হচ্ছে আমার পূর্বেকার দেখা সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা; পালনকর্তা যাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, কেননা তিনি আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল (কানান) থেকে (মিশেরে) নিয়ে এসেছেন।

নিশ্চয়ই! আমার পালনকর্তা যা চান কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই! তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (আল-কোরআন ১২:৯৯-১০০)

ইসরাইল ও তার সন্তানেরা যোসেফ এর ছত্রছায়ায় মিশর দেশে বসবাস করতে লগলো। ইসরাইল যখন মিশরে আগমন করে তখন তারা সংখ্যায় ছিল সর্বমোট সত্তর জন।

ইসরাইলের সন্তান যোসেফ ও তার ভাইদের মধ্যকার এ ঘটনার কারনে ইসরাইলিদের একদিন মিশরে আগমন ঘটেছিল।

মিশরে আগমনের পরও ইসরাইল সতের বছর জীবিত ছিল। ইসরাইল এক শ' সাতচল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পূর্বে জ্যাকব তার শেষ ইচ্ছে পোষণ করে যোসেফকে বলে- তাকে যেন মিশরে সমাহিত করা না হয়। পিতা আইজ্যাক এর সঙ্গে তাকে কানানে সমাহিত করার জন্য বলে যায়; যেখানে আব্রাহাম, সারাহ্, আইজ্যাক, রেবেকা, লিয়াহ্কে সমাহিত করা হয়েছে।

জ্যাকব বলে- গড তোমাদের সঙ্গে আছেন। একদিন অবশ্যই গড তোমাদেরকে তোমাদের পিতা তথা পূর্ব-পুরুষের ভূমিতে (কানানে/ ফিলিস্তিনে/ প্যালেষ্টাইনে) ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। মৃত্যুর পুর্বে ইসরাইল মিশরের ভূমিতে ভূমিষ্ট হওয়া যোসেফ এর দুই পুত্র মানাসেহ্ ও ইফরাইমকে আশীর্বাদ করে যায়। তার সন্তানদের সকলকে আশীর্বাদ করে। যোসেফ তাকে তার ইচ্ছে অনুযায়ী কানান দেশে সমাহিত করে।

জ্যাকব এর মৃত্যুর পর যোসেফের ভাইয়েরা ভীত হয়। তারা ভাবে, যোসেফ তার সঙ্গে করা অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ নিতে পারে। তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য যোসেফের নিকট ক্ষমা চায়। যোসেফ তাদের কথায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তাদের সঙ্গে সর্বদা সদয় আচরণ করে। তাদের ও তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্বস্ত করে।

এক শ' দশ বছর বয়সে যোসেফের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় সে তার ভাইদের বলে, গড অবশ্যই একদিন তোমাদেরকে এ ভূমি (মিশর) থেকে সেই ভূমিতে (কানানে) নিয়ে যাবেন যা তিনি আব্রাহাম, আইজ্যাক ও জ্যাকবকে

প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেদিন তোমরা তোমাদের সঙ্গে আমার দেহের হাড়গুলিকেও এখান থেকে সেখানে নিয়ে যাবে।

বাইবেলে উল্লেখিত এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শেষে কোরআন সূরাটিকে এভাবে শেষ করেছে,

“এগুলি অদৃশ্যের খবর, যা আমি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি (হে মোহাম্মদ)। তুমি তো তখন তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তাদের পরিকল্পনা স্থীর করছিল এবং চক্রান্ত করছিল। তুমি যতই চেষ্টা/প্রত্যাশা কর না কেন অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করার নয়। তুমি তো এর জন্য তাদের কাছে কোন বিনিময় মূল্য চাইছো না। এটি সারা বিশ্বের মানুষের জন্য এক উপদেশ বার্তা বই আর কিছু নয়।

নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে রয়েছে কত নিদর্শন (শিক্ষনীয় ঘটনা), যা তারা (মানুষ) পাশ কেটে যায়, ফিরেও তাকায় না। তাদের (ইসরাইলের সন্তানদের) ঘটনাবলীতে জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য রয়েছে শিক্ষনীয়। এটি মনগড়া কোন কথা নয়। বরং পূর্বেকার গ্রন্থের (বাইবেল/তাওরাতের) সমর্থন এবং সকল কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা, পথ নির্দেশনা ও পালনকর্তার দয়া; তাদের জন্য যারা বিশ্বাসী।” (আল-কোরআন ১২:১০২-১১১)

১১. মিশর এবং ইসরাইলের সন্তানেরা

যোসেফ এর মৃত্যুর পর একটা সময় এলো, যখন ইসরাইলের সন্তানদের সংখ্যা দিনে দিনে বহুগুনে বৃদ্ধি পেল। নতুন যুগের মিশরের রাজারা বিষয়টিকে ভালভাবে গ্রহণ করে নিতে পারছিল না।

ইসরাইলিদের সংখ্যা বৃদ্ধি মিশরীয়দের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাদের মনে আশঙ্কা দেখা দিল। তারা ইসরাইলিদের দমন-পীড়ন করতে শুরু করলো। নানান ছল-চাতুর্যের আশ্রয় নিল। কর্মক্ষেত্রে ভীষন কড়াকড়ি আরোপ করা হলো ইসরাইলিদের ওপর। তাদেরকে কাজে লাগিয়ে পিথম ও রামসেস নগরী গড়ে তোলা হলো। এদিকে যতই দমন-পীড়নের চেষ্টা চললো, ততই তাদের জনসংখ্যা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

মিশরীয়রা ইসরাইলিদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলো। কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের জন্য কঠোর কড়াকড়ি আরোপ করে তাদের জীবনকে তিক্ততায় ভরে দেয়া হলো। এমন একটা পর্যায় এলো যখন ফারাও তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার আদেশ জারি করলো। এ থেকেই বোঝা যায় পরিস্থিতি কতটা ভয়ানক রূপ লাভ করেছিল। কোরআনে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

"এবং স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদেরকে মুক্ত করেছি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে, যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত; তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং তোমাদের স্ত্রী-লোকদেরকে অব্যাহতি দিত। তা ছিল তোমাদের পলনকর্তার পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা।" (আল-কোরআন ২:৪৯)

মিশরীয়দের অত্যাচারের হাত থেকে ইসরাইলিদেরকে উদ্ধার করে গড কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুত ভূমি কানানে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মূসা নবীর আবির্ভাব হলো। কোরআন বলছে এ সবই ছিল ইসরাইলিদের প্রতি আল্লাহর আশীর্বাদ। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

১১. মিশর এবং ইসরাইলের সন্তানেরা

"হে ইসরাইলের সন্তানেরা! স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি এবং কি প্রকারে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছি।" (আল-কোরআন ২:৪৭)

ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ নবুয়ত ও নেতৃত্ব দান করেছেন, তাদেরকে গ্রন্থ প্রদান বা চলার পথ প্রদর্শন করেছেন, তাদেরকে ফেরাউনের অত্যাচরের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। তাদের প্রতি আল্লাহ অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

বাইবেলে ইসরাইল জাতির ঘটনাসমুহ তুলে ধরা হয়েছে। যেখান থেকে আমরা তাদের ঘটনাসমুহ জানতে পেরেছি। তবে কোরআন ঘটনাসমুহ তুলে ধরেছে একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে।

মোহাম্মদ (সাঃ) হিজরত করে নিজ ভূমি মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করেন। মদীনা ও তার আশেপাশের এলাকায় ইহুদিদের বসবাস ছিল। ইসলামের বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ইহুদিদের সহযোগীতা প্রয়োজন ছিল। শত্রুতা পরিহার করে তারা যেন মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়- তাই তাদের নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

যৌক্তিকতাটি হচ্ছে এমন যে, মূসা (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে নেতৃত্ব দান করেন। মূসা (আঃ) ইসলামের বাণী তথা আল্লাহর একত্ব প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তন করে যান। তবে কালক্রমে তারা পথচ্যূত হয়।

একই আল্লাহ বর্তমানে সে দায়িত্ব শেষ নবীর ওপর বর্তিয়েছেন, যা তাদের ওপর ছিল। অতএব তাদের উচিত সহায়তার হাত প্রসার করা এবং মোহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ করে নেয়া। এটিই আল্লাহর নির্দেশ। যে আল্লাহ তাদেরকে এতো অনুগ্রহ করেছেন তারা কি সে আল্লাহর নির্দেশ পালন করবে না? তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে বারবার। সে জন্যই কোরআনে তাদের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কোরআনে যত ঘটনা বিবৃত হয়েছে ইসরাইল জাতির ঘটনাই সবচেয়ে বেশী আলোচিত

হয়েছে। (প্রসঙ্গ: ইসরাইল জাতি, দ্রষ্টব্য: আল-কোরআন ২:৪৭-১২৩, ৩:১১২-১১৫, ৩:১৯৯, ৫:৬৯, ৭:১৫৯, ১৭:২-৩, ২৭:৭৬)

তাদেরকে সুপথে ফিরে আসার পাশাপাশি কোরআনে তাদের প্রতি সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে। যেন তারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে। তাদেরকে সতর্ক করে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

"নিজেদের রক্ষা কর সেই দিন থেকে যেদিন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না, কারও কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কারও নিকট থেকে কোন প্রকার ক্ষতিপুরণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে কোন সাহায্যও প্রদান করা হবে না।" (আল-কোরআন ২:৪৮)

অর্থাৎ যদি তারা আল্লাহর নির্দেশ পালন না করে তবে শেষ বিচারের দিনে তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

১২. মূসা, ফেরাউন এবং ইসরাইলের সন্তানেরা

হিব্রু ঘরের নবজাতক পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করার জন্য ফারাও-এর ফরমান জারি করা ছিল। আমরামের ঘরে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। নবজাতককে শত চেষ্টায় তিন মাস লুকিয়ে রাখা হলো। আর কোনভাবেই লুকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছিলো না। একটি পাত্রে রেখে শিশুটিকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হলো। শিশুটির খালা নদীর কিনারা ধরে দুর থেকে লুকিয়ে পাত্রটিকে অনুসরণ করে যেতে লাগলো। সূরা কাসাস এ বলা হয়েছে,

"আমি মূসার জননীকে এই বলে অনুপ্রাণীত করলাম, তাকে স্তন্য পান করাও এবং যখন তুমি তার বিষয়ে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও এবং ভয় কর না, দুঃখও কর না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে আমার বার্তাবাহকগণের একজন করবো।" (আল-কোরআন ২৮:৭)

"এবং সে তার ভগিনীকে বললো, তাকে অনুসরণ কর। সে দুর থেকে তাকে দেখে যেতে লাগলো।" (আল-কোরআন ২৮:১১)

ফারাও এর কন্যা নদীতে গোসল করতে এসে ভাসমান পাত্রটিকে দেখতে পেল। সে দাসীকে পাত্রটি নিয়ে আসার জন্য বললো। এক ফুটফুটে শিশু কান্না করছে। সে বুঝতে পারলো এটি কোন হিব্রু ঘরের সন্তান। শিশুটিকে দেখে তার মায়া হলো। কোরআন এ বলা হয়েছে,

"ফেরাউনের স্ত্রী বললো: এ শিশু আমার প্রশান্তির কারন হতে পারে, একে হত্যা কর না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে, অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে বরণ করে নিতে পারি। বস্তুত তারা বুঝতেও পারেনি।" (আল-কোরআন ২৮:৯)

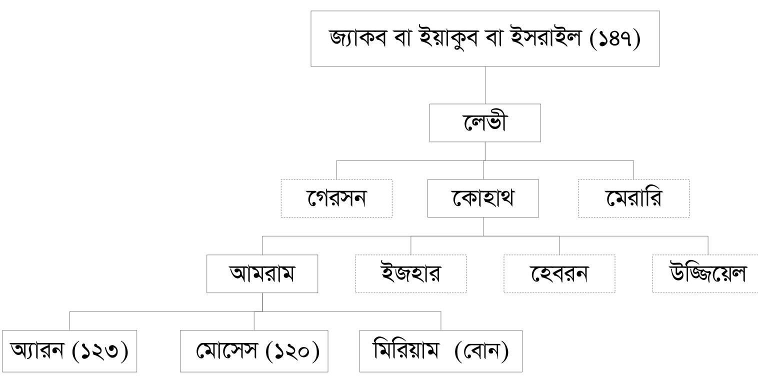
শিশুটির খালা ফারাও এর কন্যার একজন পরিচারিকা। জানতে চাইলো- একজন হিব্রু নার্সকে শিশুটির দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেবে কি-না, যে তার হয়ে শিশুটির পরিচর্যা করবে। ফারাও এর কন্যা তাকে ব্যবস্থা করার জন্য বললো। সে দ্রুত তার বোন নবজাতকের মা-কে ডেকে নিয়ে এলো। ফারাও

এর কন্যা বললো, আমার হয়ে তুমি শিশুটির যত্ন নেবে। তোমাকে তোমার ন্যায্য পারিশ্রমিক দেয়া হবে। শিশুটি মায়ের আদরে বড় হতে লাগলো। কোরআন এ বলা হয়েছে,

"... সে বললো: আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলবো যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং তার দেখাশোনা করবে? এভাবেই আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যেন সে (মূসার জননী) প্রশান্তি লাভ করে এবং দুঃখ না পায় এবং যেন সে জানে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।" (আল-কোরআন ২৮:১২-১৩)

শিশুটি বড় হলে জননী তাকে ফারাও এর কন্যার কাছে নিয়ে এলো। শিশুটি এখন তার সন্তান। সে তার নাম দিল 'মোসেস'।

ইসরাইলের বার সন্তান। তাদের একজন লেভি। লেভির ছেলে গেরসন,



বংশানুক্রম ১০ : জ্যাকব থেকে মোসেস।

কোহাথ ও মেরারি। কোহাথ এর ছেলে আমরাম, ইজহার, হেবরন ও উজ্জিয়েল। আমরাম তার খালা জোকেবেদকে বিয়ে করে। সে ঘরে অ্যারন ও মোসেস এর জন্ম হয়। মিরিয়াম তাদের বোন। মোসেস ও অ্যারনের আবির্ভাব ঘটে ইসরাইলের পুত্র লেভির বংশ থেকে।

মোসেস বড় হয়েছে। একদিন দেখতে পেল, এক মিশরীয় তার এক হিব্রু ভাইকে বেদম প্রহার করছে। এ দৃশ্য দেখে সে সহ্য করতে পারলো না। সুযোগের অপেক্ষায় রইলো। যখন দেখল আশেপাশে কেউ নেই; সে তাকে হত্যা করে বালির মধ্যে লুকিয়ে রাখলো। বিষয়টি কোরআনে সূরা কাসাস এ এভাবে বলা হয়েছে,

"সে (মোসেস) নগরে প্রবেশ করলো এবং দেখতে পেল দু'ব্যাক্তি হানাহানি করছে। বিষয়টি নগরবাসীর জানা ছিল না। একজন তার স্ব-গোত্রীয় এবং অপরজন শত্রু গোত্রের। নিজ গোত্রের লোকটি তার কাছে শত্রু পক্ষের লোকটির বিপক্ষে সহায়তা চাইলো। মূসা তাকে আঘাত করতেই তার মৃত্যু হলো। মূসা বললো, নিশ্চয়ই! এটি শয়তানের কাজ। সে তো প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। সে বললো, হে আমার পালনকর্তা আমি তো নিজের ওপর অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা কর। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই! তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (আল-কোরআন ২৮:১৫-১৬) (প্রসঙ্গঃ মোসেস, দ্রষ্টব্যঃ আল-কোরআন ৭:১০৩-১৫৬, ১০:৭৫-৯৩, ১১:৯৬-৯৯, ১৪:৫-৮, ২০:৯-৯৮, ২৬:১০-৬৮, ২৭:৭-১৪, ২৮:৩-৪২, ৪০:২৩-৫৬, ৪৩:৪৬-৫৬, ৪৪:১৭-৩৩, ৭৯:১৫-২৬)

এ ঘটনার পর মোসেস মিডিয়ান বা মাদাইয়ান নামক স্থানে পালিয়ে গেল। কোরআনে বলা হয়েছে,

"শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যাক্তি ছুটে এসে বললো, হে মূসা! রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্খী। অতঃপর সে পথ দেখতে দেখতে সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে গেল। সে বললো, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর। যখন সে মাদাইয়ান/মিডিয়ান অভিমুখে রওনা হলো- বললো, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন।" (আল-কোরআন ২৮:২০-২২)

ইব্রাহীম (আঃ) এর সন্তান মাদাইয়ানের নামানুসারে এ স্থানের নাম। তার বংশধরেরা এখানে বসতি স্থাপন করে। সেখানে মোসেস যাজক এর মেয়ে জিপ্পোরাকে বিবাহ করে। তাদের এক সন্তানেরও জন্ম হয়। নাম 'গেরসোম'।

অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। মিশরে রাজা পরিবর্তন হয়েছে। ইসরাইলের সন্তানদের কষ্টের কান্না যেন গড শুনতে পেলেন। গড আব্রাহাম, আইজ্যাক ও জ্যাকবের সঙ্গে দেয়া তার প্রতিশ্রুতির বিষয়টি স্মরণ করলেন।

মোসেস হোরেব পর্বতের ধারে একদিন মেষ চড়াতে গেল। দেখতে পেল, জঙ্গলের ধারে আগুন জ্বলছে অথচ কিছুই পুড়ছে না। ভাবল, একটু দেখে আসি। জঙ্গলের ধারে গিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগলো। এ সময় আওয়াজ ভেসে এলো, মোসেস! মোসেস!

মোসেস বললো, এই তো আমি এখানে। গড বললেন, আমি তোমার পিতা আব্রাহাম, আইজ্যাক ও জ্যাকবের গড। মোসেস তার মুখ লুকিয়ে নিল। গডের দিকে চেয়ে দেখতে তার ভয় হলো। কোরআনে বলা হয়েছে,

"সে যখন আগুন দেখলো তখন পরিবারবর্গকে বললো, তোমরা এখানে অবস্থান কর আমি আগুন দেখেছি। ... (হয়ত) আগুনের কাছে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব। যখন আগুনের কাছে পৌঁছালো, তখন আওয়াজ ভেসে এল- 'হে মূসা! আমিই তোমার পালনকর্তা, তুমি তোমার পাদুকা খুলে ফেল, কেননা তুমি পবিত্র উপত্যকা 'তুয়ায়' রয়েছো।" (আল-কোরআন ২০:১০-১২)

গড বললেন, আমি মিশরীয়দের দ্বারা ইসরাইলের সন্তানদের নিপিড়ীত হতে দেখেছি। তাদের কষ্ট আমি দেখেছি। তাদের কান্না আমি শুনেছি। আমি তাদেরকে মিশরীয়দের হাত থেকে উদ্ধার করতে এসেছি। মিশর থেকে আমি তাদেরকে প্রতিশ্রুত ভূমি কানান দেশে নিয়ে যাব। যে দেশ অনেক বেশী ভাল ও বিস্তৃত। যেখানে কানানাইট্স, হিট্টি, অ্যামোরাইট্স, পেরিজাইট্স, হিভিট্স, জেবুসাইট্সরা বসবাস করে।

হে মূসা! আমি তোমাকে ফারাও এর নিকট প্রেরণ করবো, যেন তুমি তাদেরকে মিশর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আস। কোরআনে আল্লাহ বলেন,

১২. মূসা, ফেরাউন এবং ইসরাইলের সন্তানেরা

"(হে মূসা) আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা মনযোগ দিয়ে শোন।" (আল-কোরআন ২০:১৩)

"আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরী করে নিয়েছি। ... তোমরা উভয়ে (মূসা ও তার বড় ভাই হারুনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে) ফেরাউনের কাছে যাও, সে উদ্ধত হয়েছে। ... তোমরা ভয় কর না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও দেখি। অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল, আমরা উভয়ে তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল, অতএব আমাদের সাথে ইসরাইলের সন্তানদের (মিশর ছেড়ে কানানে/ফিলিস্তিনে) ফিরে যেতে দাও এবং তাদেরকে অত্যাচার কর না।" (আল-কোরআন ২০:৪১-৪৭)

মোসেস বললো, আমি কে যে ফারাও এর সামনে উপস্থিত হব? ইসরাইলিদেরকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে আসতে যাব? গড বললেন, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। ইসরাইলিদেরকে গিয়ে বল- তোমাদের পিতা আব্রাহাম, আইজ্যাক ও জ্যাকবের গড আমাকে দেখা দিয়েছেন। তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

যাও সকলকে একত্রিত কর। ফারাও এর নিকট যাও। আমি জানি তারা সহসা তোমাদেরকে যেতে দেবে না। আমি তাদের সম্মুখে আমার নিদর্শন প্রদর্শন করবো। তারা তোমাদেরকে মিশর ছেড়ে চলে যেতে দিতে বাধ্য হবে।

মোসেস বললো- হে গড! কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না। কেউ আমার কথা শুনবে না।

গড বললেন- মোসেস, তোমার হাতে ওটা কি? মোসেস বললো, লাঠি। গড বললেন- ওটা মাটিতে নিক্ষেপ কর। মোসেস লাঠিটি মাটিতে ছুড়ে মারতেই ওটা সাপে পরিণত হলো। মোসেস ভয়ে পালাতে গেল। গড বললেন, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। ওটার লেজে ধর। মোসেস হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওটার লেজ চেপে ধরলো। সাপটি আবার তার হাতে পূর্বের ন্যায় লাঠিতে পরিণত হলো। অলৌকিক ক্ষমতার এ উপহারটি গড মোসেসকে দিলেন। যেন সবাই বিশ্বাস করে যে, গড সত্যি সত্যি তার সঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন। কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে,

"হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? সে বললো: এটা আমার লাঠি; আমি এর ওপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার মেষ-পালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। তিনি বললেন: হে মূসা! ওটা তুমি নিক্ষেপ কর। অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করলো; অমনি তা সাপ হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো। আল্লাহ বললেন, তুমি তাকে ধর এবং ভয় কর না, আমি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। ... এটি এজন্য যে, আমি তোমাকে আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু প্রদর্শন করবো। (আল্লাহ বললেন) ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালংঘন করেছে।" (আল-কোরআন ২০:১৭-২৪)

মোসেস বললো, আমি তো কথা বলায় পারদর্শী নই। কথা বলতে আমার জিভে জড়তা কাজ করে। গড বললেন, মানুষকে যে মুখ দিয়েছে, যে মানুষকে কানা, কালা ও বোবা বানিয়েছে সেই আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। যা বলতে হবে আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। অতএব যাও।

আমি জানি বক্তা হিসেবে লেভি বংশে অ্যারন অনেক ভাল। যা বলতে হবে আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। তুমি অ্যারনকে বলবে। তোমার হয়ে অ্যারন সকলকে তা জানিয়ে দেবে। অ্যারন হবে তোমার মুখপাত্র। এই লাঠিটি সঙ্গে নাও। এটার সাহায্যে তুমি সকল অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করবে। এ বিষয়ে কোরআনে বলা হয়েছে,

"মুসা বললো, হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রসস্ত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও, আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দুর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার জন্য একজনকে সাহায্যকারী করে দাও; আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার শক্তিকে সুদৃঢ় করে দাও। ... আল্লাহ বললেন, হে মূসা, তুমি যা চেয়েছো তোমাকে তা দেয়া হলো।" (আল-কোরআন ২০:২৫-৩৬)

মোসেস মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। মিশর পৌঁছে মোসেস অ্যারন এর সঙ্গে দেখা করলো। তাকে সব কিছু বিস্তারিত জানালো। ইসরাইলিদের নেতৃস্থানীয় সকলে সমবেত হলো। গড মোসেসকে যা বলেছেন অ্যারন সবাইকে

তার বিস্তারিত জানালো। সমবেত সবাই মোসেস ও অ্যারনের কথা বিশ্বাস করলো।

মোসেস ও অ্যারন ফারাও এর সম্মুখে উপস্থিত হলো। তারা গড যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে কাজ করলো। ফারাওকে ইসরাইলিদেরকে মিশর ছেড়ে ফিরে যেতে দিতে বললো। কোরআনে বলা হয়েছে,

"মুসা বললো, হে ফেরাউন! আমি বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত বার্তাবাহক, ... আমি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন নিয়ে এসেছি। অতএব তুমি ইসরাইলের সন্তানদেরকে আমার সঙ্গে (মিশর ছেড়ে) যেতে দাও।" (আল-কোরআন ৭:১০৫)

ফারাও বললো- গড? কে গড? কোন গড? আমি কেন তার কথা শুনতে যাব? ইসরাইলিদেরকে কেন মিশর ছেড়ে চলে যেতে দেব? আমি কোন গডকে চিনি না। ইসরাইলিদেরকে যেতে দেয়া হবে না। তোমরা কেন তাদেরকে কর্ম পরিত্যাগ করে চলে যেতে দিতে বলছো? বরং তোমরা তোমাদের নিজেদের কাজে যাও। কোরআনে বলা হয়েছে,

"ফেরাউন বললো, হে পরিষদবর্গ! আমি জানি না যে, আমি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, যেন আমি মুসার উপাস্যকে দেখতে পারি। আমার ধারণা সে একজন মিথ্যেবাদী।" (আল-কোরআন ২৮:৩৮)

"ফেরাউন বললো, (হে মূসা) আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় লালন-পালন করিনি এবং তুমি তো জীবনের বহু বছর আমাদের মাঝেই কাটিয়েছ?" (আল-কোরআন ২৬:১৮)

ফারাও-এর নির্দেশে ইসরাইলিদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বহুগুন বৃদ্ধি করা হলো। মোসেস বললো- গড, কেন তুমি আমাকে ফারাও এর কাছে পাঠালে? যখন থেকে আমি তোমার নামে তার সঙ্গে কথা বলেছি, তখন থেকে সে ইসরাইলিদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করে দিয়েছে। গড বললেন, এবার তুমি দেখবে ফারাও এর সঙ্গে আমি কি করি।

কাজের অত্যাচারে ইসরাইলিরা ইতিমধ্যে ভীত হয়ে পরেছে। তারা মোসেসকে আর মানতে চাইছে না। গড মোসেসকে পুনরায় ফারাও এর কাছে যেতে বললেন। কিন্তু মোসেস বললো- ও গড, যেখানে ইসরাইলিরাই এখন আর আমার কথা শুনতে চাইছে না, সেখানে ফারাও কেন আমার কথা শুনবে? সূরা আ'রাফ-এ এভাবে বলা হয়েছে,

"তারা (ইসরাইলের সন্তানেরা) বললো, তোমার আগমনের পূর্বে আমাদের দুর্দশা ছিল এবং তোমার আসার পরেও। সে (মূসা) বললো, হতে পারে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের দুর্দশাগুলিকে নিঃশেষ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। অতঃপর দেখবেন তোমরা কেমন কর্ম কর।" (আল-কোরআন ৭:১২৯)

গড মোসেসকে পুনরায় ফারাও এর নিকট যেতে নির্দেশ দিলেন। মোসেস এর বয়স সে সময় আশি বছর। অ্যারনের বয়স তিরাশি বছর। মোসেস এবং অ্যারন গডের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলো। তারা ফারাও এর নিকট গেল।

গডের নির্দেশ মোতাবেক তারা সকল কাজ করছে। প্রমাণ দেয়ার জন্য ফারাও তাদেরকে তাদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য আহবান জানালো। ফারাও এর সম্মুখে অ্যারন মোসেসের নির্দেশে হাতের লাঠিটি ছুড়ে মারতেই সেটি সাপে পরিণত হলো। এটা দেখে ফারাও দেশের সকল গুণী ও যাদুকরদের ডেকে পাঠালো। তারাও তাদের লাঠি নিক্ষেপ করলো। কিন্তু অ্যারনের ছোড়া লাঠি তাদের লাঠিগুলোকে ভক্ষন করে ফেললো। সূরা আ'রাফ এ এভাবে বলা হয়েছে,

"সে (ফেরাউন) বললো, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে আস তবে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। তখন সে (মূসা) তার নিজের হাতের লাঠিখানা নিক্ষেপ করলো এবং সেটি এক সর্পে পরিণত হলো। .. ফেরাউনের লোকেরা বললো, নিশ্চয়ই! সে বিজ্ঞ যাদুকর। .. নগরে নগরে লোক প্রেরণ করুন সকলকে সমবেত করার জন্য; যেন তারা বিজ্ঞ যাদুকরদেরকে এনে সমবেত করে। যাদুকরেরা এসে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হলো। .. তারা বললো, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করি (যাদু

প্রদর্শনের জন্য যা নিক্ষেপ করতে হয়)। সে (মূসা) বললো, তোমরা নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করলো, সমবেত লোকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, ভীত সন্ত্রস্ত করে তুললো এবং মহা যাদু প্রদর্শন করলো। অতঃপর আমি মূসাকে বললাম, তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর এবং এটি যাদুবলে তারা যা বানিয়েছিল সেগুলিকে গ্রাস করতে লাগলো।" (আল-কোরআন ৭:১০৬-১২২)

এসব দেখে ফারাও এর হৃদয় ধীরে ধীরে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগলো। ফারাও এর এমন পরিবর্তন সম্পর্কে গড পূর্বেই মোসেসকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

১৩. মূসা ফেরাউন ও অলৌকিক নিদর্শন

ফারাও এর হৃদয় কঠিন থেকে কঠিনতর হলো। সে ইসরাইলিদেরকে মিশর ছেড়ে চলে যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানালো। ফারাও এর হৃদয় যেন নমনীয় হয় এবং সে ইসরাইলিদেরকে মিশর ছেড়ে চলে যেতে দিতে সম্মত হয়, সেজন্য মোসেস গডের নির্দেশে ফারাওকে একটির পর একটি অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করতে শুরু করলো। অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনের ফলস্বরূপ ফারাও এর রাজ্যে একটির পর একটি দুর্যোগ নেমে আসতে লাগলো। কোরআনে বলা হয়েছে,

"অতঃপর আমি তাদের ওপর একের পর এক প্রেরণ করলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন/জোঁক, ব্যাঙ, রক্ত বহুবিধ নিদর্শন। কিন্তু তারা ছিল উদ্ধত এবং তারা অপরাধী সম্প্রদায়ে পরিণত হলো।" (আল-কোরআন ৭:১৩৩)

মোসেস এর ইশারায় প্রথম যে দুর্যোগ নেমে এলো তাতে খাল-বিল-নদী-নালার পানি রক্তে রঞ্জিত হলো। মিশরবাসীর পানি পান করার মতো অবস্থা রইলো না। সাত দিন এ অবস্থা বিরাজ করলো। তথাপি ফারাও গডের কথা শুনলো না।

মোসেস তার দ্বিতীয় নিদর্শন প্রদর্শন করলো। হাট-মাঠ-ঘাট সর্বত্র ব্যাঙ-এর উপদ্রপ শুরু হলো। মিশরের ভূমি ব্যাঙ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেল। ফারাও বললো- ও মোসেস, তোমার গডের কাছে প্রার্থনা কর এ থেকে মুক্তি দিতে। তোমাদের মিশর ছেড়ে চলে যেতে অনুমতি দেব। মোসেস গডের কাছে প্রর্থনা করলে ব্যাঙসমুহ সর্বত্র মৃত পরে থাকলো। পরিচ্ছন্ন করতে গিয়ে ব্যাঙের স্তুপ হয়ে গেল। কিন্তু ফারাও যখন দেখলো বিপদ কেটে গেছে সে তখন তার কথা রাখলো না। কোরআনে সূরা আরাফ এ বলা হয়েছে,

"যখনই তাদের ওপর কোন শাস্তি পতিত হতো তখন তারা বলতো, হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা কর ... যদি তুমি আমাদের ওপর থেকে শাস্তি সরিয়ে নাও, তবে অবশ্যই আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো এবং তোমার সাথে ইসরাইলের সন্তানদের চলে যেতে দেব। কিন্তু যখন

আমি তাদের ওপর থেকে শাস্তি তুলে নিতাম ... তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো।" (আল-কোরআন ৭:১৩৪-১৩৫)

ফারাও যখন তার কথা রাখলো না, মোসেস তার তৃতীয় নিদর্শন প্রদর্শন করলো। জোঁক ও মশায় সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু ফারাও এর হৃদয় নরম হলো না।

মোসেস তার চতুর্থ নিদর্শন প্রদর্শন করলো। সর্বত্র কীট-পতঙ্গে ভরে গেল। কিন্তু গোসেন যেখানে ইসরাইলিদের বসবাস, সেটি এ আজাবের আওতার বাইরে থাকলো। যেন ফারাও বুঝতে পারে যে, এটি মোসেস এর গড করেছে। পুনরায় ফারাও তাদের যাবার অনুমতি দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু বিপদ কেটে গেলে সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো।

মোসেস পঞ্চম নিদর্শন প্রদর্শন করলো। শুরু হলো মহামারী। মহামারীতে মিশরীয়দের গবাদি পশু-উট-ঘোড়া-গাধা-ভেড়া মৃত্যুমুখে পতিত হলো। কিন্তু ইসরাইলিদের কোন প্রাণীর ক্ষতি হলো না। ফারাও এতে ক্ষিপ্ত হলো। সে ইসরাইলিদের যেতে দিতে সম্মত হলো না।

মোসেস তার ষষ্ঠ নিদর্শন প্রদর্শন করলো। মিশরবাসী চর্ম রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করলো। কিন্তু এতসবেও ফারাও নমনীয় হলো না।

সপ্তম নিদর্শনে সর্বত্র আগুন ও শীলা বৃষ্টি ও কঠিন বজ্রপাত শুরু হলো। গোসেন এ আজাবের আওতামুক্ত থাকলো। পুনরায় ফারাও প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা করলো না।

মোসেস অষ্টম নিদর্শন প্রদর্শন করলো। পূর্ব দিক থেকে দিন-রাত এক বাতাস প্রবাহিত হলো। মিশর ভূমি পোকায় ছেঁয়ে গেল। তারা তৃণলতা খেয়ে শেষ করে দিল। গাছের একটি সবুজ পাতাও থাকলো না। ফারাও এবার নমনীয় হলো। তাদের যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। অতঃপর মোসেসের প্রর্থনার ফলে বাতাস পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হলো। এ বাতাস পতঙ্গগুলিকে লোহিত সাগরের দিকে নিয়ে গেল। কিন্তু ফারাও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলো না।

মোসেস এবার নবম নিদর্শন প্রদর্শন করলো। তিন দিন এমন এক অন্ধকার নেমে এলো যে, কে কোথায় অবস্থান করছে কেউ কিছুই বুঝতে পারছিল না।

কিন্তু ইসরাইলিয়দের বসবাসের স্থানে আলো বিরাজ করলো। এ সব কিছু দেখেও ফারাও নমনীয় হলো না। সে ইসরাইলিদের যেতে দিতে রাজি হলো না। সে তাদেরকে শ্রমিকরূপে রেখে দিতে চেয়েছিল। কোরআনে সূরা আল-ইসরা-তে বলা হয়েছে,

"এবং আমি মূসাকে নয়টি নিদর্শন প্রদান করেছিলাম। ...।" (আল-কোরআন ১৭:১০১)

ইতিমধ্যে মোসেস মিশরবাসীদের নিকট এক মহান ব্যাক্তিতে পরিণত হয়েছে। গড বললেন, আমি ফারাও ও মিশরের ওপর আর একটি দুর্যোগ প্রদর্শন করবো। ফারাও ইসরাইলিদেরকে মিশর ছেড়ে যেতে দিতে সম্মত হবে।

অতঃপর ভয়ংকর সেই দুর্যোগ প্রদর্শনের ঘোষনা এলো। সে রাতে মিশরীয়দের মানুষ থেকে শুরু করে পশু পর্যন্ত সকল প্রাণীর প্রথম সন্তানদের হত্যা করা হলো। চারিদিকে কান্নার রোল পরে গেল। মিশরে এমন একটি ঘর থাকলো না যেখানে সে রাতে অন্তত একজন খুন হয়নি। ইসরাইলিরা এর আওতার বাইরে রইলো। এ ঘটনার পর মিশরবাসী ইসরাইলিদের দ্রুত প্রস্থান কামনা করতে লাগলো।

১৪. মূসা এবং ইসরাইলিদের মিশর প্রস্থান

ইসরাইলের সন্তানেরা রাতের অন্ধকারে মিশর ত্যাগ করলো। গৃহস্থালীর যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী থেকে শুরু করে গৃহপালিত পশু-পাখি সবকিছুই তারা সঙ্গে নিয়ে নিল। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলে পায়ে হেঁটে পথ চলতে শুরু করেছে। প্রত্যেকের হাতে-মাথায়-কাঁধে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী। তারা রামসেস থেকে সকোথ-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। বাইবেলে তাদের প্রস্থান সম্পর্কে এভাবেই বলা হয়েছে। কোরআনে সূরা ত্বা-হা এ বলা হয়েছে,

"আমি মুসার প্রতি এই মর্মে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও।" (আল-কোরআন ২০:৭৭)

ইসরাইল চার শ' তিরিশ বছর বসবাসের পর মিশর পরিত্যাগ করতে যাচ্ছে। জ্যাকব যেদিন প্রথম মিশর এসেছিল সেদিন সর্বেসাকুল্যে তারা এসেছিল সত্তর জন। আজ ফিরে চলেছে প্রায় ছয় লক্ষ মানুষের বিশাল কাফেলা।

গড বললেন, মিশর থেকে বের হয়ে আসার এই দিনটিকে তোমরা স্মরণ রাখবে। তোমাদের উত্তরসূরীদের তা জানতে দেবে। সূরা ইব্রাহীমে বলা হয়েছে,

"তাদেরকে আল্লাহর উল্লেখযোগ্য দিবসগুলি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দাও। নিশ্চয়ই! এর মাঝে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (আল-কোরআন ১৪:৫)

মিশর থেকে ফিলিস্তিন ভূমির ওপর দিয়ে কানান যাওয়ার পথটি সহজ। কিন্তু কাফেলা সে পথে গেল না। এ পথে গমনে শঙ্কা ছিল। এ পথে যেতে যুদ্ধের মুখোমুখী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইসরাইলিরা মিশরে ফিরে আসতে চাইবে। কাফেলা তাই লোহিত সাগরের পথ ধরে চলতে লাগলো। যদিও এটি ছিল বহু দুরের পথ।

যোসেফের কারনে ইসরাইলিরা একদিন মিশর আগমন করেছিল। এখানে বহু বছর বসবাস করেছে। মৃত্যুর পূর্বে যোসেফ তার ভাইদেরকে একটি

প্রতিশ্রুতি করিয়েছিল। যদি তারা মিশর ছেড়ে কোনদিন চলে যায়, তবে যেন তারা তার হাড়গুলিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যায়। ইসরাইল তাদের দেয়া সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়নি। যোসেফের হাড়গুলিকে তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে চলেছে।

সকোথ পরিত্যাগ করে কাফেলা ইথামে এসে পৌঁছে। গড মেঘের স্তম্ভ হয়ে কাফেলার আগে আগে চলতে লাগলেন। কাফেলাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে যেতে লাগলেন। রাতে আগুনের স্তম্ভ হয়ে আলো ও পথের দিশা দিয়ে যেতে লাগলেন। কাফেলা ইথাম থেকে সাগর তীরবর্তী পিহাহিরোথ এ এসে অবস্থান গ্রহণ করলো।

ইতিমধ্যে ফারাও এর কাছে সংবাদ পৌঁছে গেছে যে, ইসরাইল মিশর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ফারাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কি! ইসরাইলিরা মিশরীয়দের সেবা করবে। এটাই রিতি - নিয়ম। তাদেরকে কেন মিশর ছেড়ে চলে যেতে দেয়া হবে? ছয় শত সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষীত সৈন্য নিয়ে ফারাও ইসরাইলিদের পিছু ধাওয়া করলো। কোরআনে বলা হয়েছে,

"অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো।" (আল-কোরআন ২০:৭৮)

ফারাও কাফেলার খুব সন্নিকটে এসে পৌঁছেছে। দুর থেকে দেখে সবাই ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পরলো। তারা মোসেসকে বললো- এর চেয়ে কি মিশরীয়দের সেবা করে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয় ছিল না? কেন তুমি আমাদেরকে এই মরুভূমিতে এনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে? মোসেস বললো, ভয় কর না। দেখ গড কি করেন। মিশরীয় - যাদেরকে দেখে তোমরা ভয় পাচ্ছো; আর কখনই তাদেরকে তোমরা দেখতে পাবে না। শান্ত থাক।

ফারাও তার বাহিনী নিয়ে কাফেলার অতি সন্নিকটে চলে এলো। সকলে আতঙ্কগ্রস্থ হলো। গড মোসেসকে বললেন- মোসেস, তোমার হাত সাগরের দিকে প্রসারিত কর। সাগরের ওপর হাতের লাঠিটিকে তুলে ধর। সাগরের পানিকে বিভক্ত কর। ইসরাইলিরা সাগরের তলদেশের শুষ্ক ভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাবে। জেনে রেখ, ফারাও তোমাদের অনুসরণ করবে।

মোসেস সাগরের ওপরে হাত প্রসারিত করলো। সারা রাত পূর্ব দিক থেকে এক শক্তিশালী বাতাস প্রবাহিত হলো। সাগরের তলদেশ শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হলো। ইসরাইলিরা সাগরের তলদেশে শুষ্ক ভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে সাগর অতিক্রম করে গেল। সাগরের পানি দু'ভাগ হয়ে দুপাশে পাহাড়ের মতো দেওয়াল সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে রইলো। কোরআনে সূরা আশ-শূয়ারা-তে এভাবে বলা হয়েছে,

"অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।" (আল-কোরআন ২৬:৬৩)

ফারাও ও তার সৈন্যবাহিনী ইসরাইলিদের অনুসরণ করলো। তারাও সাগরের শুষ্ক ভূমির ওপর দিয়ে অর্ধেক পথ পাড়ি দিলো। গড বললেন- মোসেস, তোমার হাত প্রসারিত কর যেন সাগরের পানি মিশরীয়দের ওপরে এসে পরে।

মোসেস তার হাত প্রসারিত করলো। সাগরের পানি ফারাও ও তার সৈন্য বাহিনীর ওপর তীব্র বেগে ছুটে এসে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। একজনও অবশিষ্ট রইল না। কোরআনে বলা হয়েছে,

"আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে। কিন্তু অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শন রয়েছে ...।" (আল-কোরআন ২৬:৬৫-৬৭)

ইসরাইলিরা দিব্যি হেঁটে নিরাপদে সাগর পাড়ি দিল। দু'পাশে পানি পাহাড় সমান দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এভাবেই সেদিন গড ফারাও এর হাত থেকে ইসরাইলিদেরকে রক্ষা করলেন। ইসরাইলিরা সাগর পাড়ে মিশরীয়দের লাশ পরে থাকতে দেখলো।

এ ঘটনা গড ও মোসেসের ওপর ইসরাইলিদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করলো। ফারাও এর হাত থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়ে সকলে আনন্দিত। মিরিয়াম মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে মরুর বুকে সেদিন গডের মহিমা গাইলো।

১৪. মূসা এবং ইসরাইলিদের মিশর প্রস্থান

লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে কাফেলা সুর নামক মরু অঞ্চল দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তিন দিন পথচলা সত্ত্বেও কোথাও কোন পানির সন্ধান পাওয়া গেল না। সুর অতিক্রম করে মারাহ নামক স্থানে এসে পৌঁছালে পানির সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু লবনাক্ততার জন্য সে পানি পান করা গেল না। পানি না পেয়ে সকলেই মোসেস এর সম্পর্কে বিরূপ কানা-ঘুষা করতে শুরু করলো। এ অবস্থায় মোসেস গডের কাছে প্রার্থনা করলো। এখানে এক প্রকার গাছের সন্ধান মিললো। যেটি খেতে মিষ্টি এবং যাতে পানি সঞ্চিত ছিল।

মারাহ থেকে কাফেলা ইলিম নামক স্থানে এলো। এ স্থানটিতে পানির বারটি প্রবাহ এবং সত্তরটির মতো খেজুর গাছ ছিল। এখানে সবাই অবস্থান গ্রহণ করলো।

মিশর পরিত্যাগ করার দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিন। ইলিম ও সিনাই এর মাঝামাঝি সিন নামক স্থানে এসে কাফেলা অবস্থান নিয়েছে। কোথাও খাদ্যের ব্যবস্থা নেই। মিশরে তবুও সকলের অন্তত খাবারের ব্যবস্থা ছিল। এই মরুতে সমগ্র কাফেলা ক্ষুধায় না খেয়ে মরার উপক্রম হলো। এ অবস্থায় সবাই মোসেস ও অ্যারনকে দোষারোপ করতে লাগলো।

গড বললেন, আমি সকলের জন্য আসমান থেকে নীচে খাদ্য প্রেরণ করবো। শিশিরের মতো করে; সকালে ও সন্ধ্যায়। প্রত্যেককে নিজের জন্য দিনে যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু খাবার সংগ্রহ করে নিতে হবে। এর বেশী নয়।

মোসেস ও অ্যারন সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো, গড তোমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা গডের বিপক্ষে কানাঘুষা করেছো গড শুনতে পেয়েছেন। তোমরা যেসব কানা-ঘুষা কর তা আমাদের বিপক্ষে নয়, গডের বিপক্ষে।

সন্ধ্যায় তাবুর আশেপাশে খাবারের আবির্ভাব হলো। 'কুইলস' মাংশ জাতীয় খাবার। সকালে চারিদিক শিশিরে সিক্ত হলো। শিশির শুকিয়ে গেলো। চারিদিকে ছোট ছোট দানার মতো গোলাকার এক ধরনের খাবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রইলো। সবাই বললো, এটি 'মাননা'। মোসেস বললো, এটিই

সেই রুটি জাতীয় খাবার, যা গড তোমাদের জন্য খাদ্যরূপে প্রেরণ করেছেন। সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকলে এটি আর ভাল থাকতো না। ইসরাইলিরা কানান আসার পূর্ব পর্যন্ত চল্লিশ বছর খাবার হিসেবে এই মাননা খেয়েছে। মাননা দেখতে অনেকটা ধনিয়ার মতো। স্বাদ অনেকটা মধু মিশ্রিত বিস্কুটের মতো। এ প্রসংগে কোরআনে সূরা আরাফ এ বলা হয়েছে,

"... আমি তাদের ওপর মেঘের ছাঁয়া দান করলাম এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া' এই বলে যে, জীবিকারূপে আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে আহার কর। ...।" (আল-কোরআন ৭:১৬০)

কাফেলা সিন থেকে রেফিডিম এসে ঘাঁটি স্থাপন করলো। সকলেই পিপাসার্ত। কোথাও পানি নেই। মোসেস এর ওপর সবাই ক্ষুব্ধ। সবাই তাকে দোষারোপ করছে। তার কাছে এসে পানি চাইতে লাগলো। বললো, কেন তুমি মিশর থেকে আমাদেরকে বের করে এনেছো? পশু-পাখি থেকে শুরু করে শিশু-বৃদ্ধ সবাইকে এই মরুর বুকে পিপাসার্ত অবস্থায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছো? মোসেস বললো- গড, আমি এদের নিয়ে এখন কি করবো? এরা তো আমাকে পাথর ছুড়ে মারবে।

গড বললেন, মোসেস তোমার হাতের লাঠিটি দিয়ে পাথরে আঘাত কর। মোসেস লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করলে সেখান থেকে পানি প্রবাহিত হলো। গড়ের সহায়তায় মোসেসের এসব অলৌকিক ঘটনা দেখে সবাই অবাক হতে লাগলো। স্থানটির নাম মারিবা। কোরআনে সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হযেছে,

"মূসা যখন তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করলো আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হল- বারোটি প্রস্রবন। সকলেই তাদের নিজ নিজ পানির স্থান চিনে নিল। ...।" (আল-কোরআন ২:৬০)

আমালেকরা ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে এখানে যুদ্ধ করতে আসে। আমালেকরা হচ্ছে ইসরাইলের ভাই ইসাউ এর বংশধর। এখানে আমালেকদের সঙ্গে ইসরাইলিদের যুদ্ধ হয়। মোসেস জোসুয়াকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব প্রদান

করে। কিন্তু পর্বতের চূড়ায় দাড়িয়ে বস্তুত মোসেস নিজেই তার লাঠি দিয়ে এ যুদ্ধ নিয়ন্ত্রন করে।

মোসেস যখন তার হাতের লাঠি ওপরে তুলে ধরে তখন ইসরাইলিরা জয়ী হতে থাকে। কিন্তু হাত যখন নীচে নেমে আসে তখন আমালেকরা জয়ের পথে এগিয়ে যায়। এ অবস্থায় অ্যারন ও হুর মোসেসের হাত ওপরে ধরে রাখার ব্যবস্থা করে। যুদ্ধে জোসুয়া বিজয়ী হয়।

ইসরাইলিদের মিশর থেকে বের করে আনার জন্য গড মোসেসকে সহায়তা করে যাচ্ছেন। মোসেসের শ্বশুর 'জেথরো' এ বিষয়ে অবগত হয়। জেথরো মিডিয়ান থেকে এ স্থানে মোসেসের সঙ্গে দেখা করতে আসে। সাথে মোসেসের সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে আসে।

জেথরো সবকিছু দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। মোসেস একাই সব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছোট বড় প্রতিটি বিষয়ে মোসেস সকলকে নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। সবাই তার চারিদিকে দাঁড়িয়ে পরামর্শ গ্রহণ করছে। জেথরো তাকে কিছু বিশ্বস্থ লোক মনোনিত করে তাদেরকে কাজ ভাগ করে দেয়ার পরামর্শ দিয়ে যায়।

জেথরোর পরামর্শক্রমে মোসেস কিছু বিশ্বস্ত লোককে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়। এতে তার কঠিন কাজসমুহ সম্পন্ন করা সহজ হয়ে যায়। জেথরো মিডিয়ান ফিরে যায়।

মিশর থেকে বেড় হয়ে আসার তৃতীয় মাসে কাফেলা রেফিডিম ছাড়ে। সিনাই এ এসে ঘাঁটি স্থাপন করে। সিনাই এ মরুর বুকে তারা পাহাড়ের দিকে অবস্থান গ্রহণ করে।

এখানে এলে গড সিনাই পর্বতের চূড়ায় নেমে আসবেন বলে জানানো হয়। গড সকলকে দেখা দেবেন। সবাইকে পূত-পবিত্র হওয়ার জন্য বলা হয় এবং পর্বতের আশে পাশে না থাকার জন্য বলা হয়। তাতে মৃত্যু অনিবার্য।

সেদিন ছিল সিনাইয়ে তৃতীয় দিবসের প্রভাত। বজ্র বিদ্যুতসহ ঘন মেঘে পাহাড় ঢেকে যায়। চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়। সমগ্র পাহাড় ভীষনভাবে

কাঁপতে থাকে। বিকট শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত হয়। সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। গড সিনাই পর্বতের চূড়ায় নেমে আসছেন।

উপস্থিত সকলেই সেদিন বজ্র-বিদ্যুত-ধোঁয়া প্রত্যক্ষ করে। বিকট শব্দে ভীত হয়ে যায়। কেউ পালাতে চেষ্টা করে। অনেকে দুর থেকে দেখার চেষ্টা করে। ঘন মেঘে আচ্ছন্নতার মাঝে সেদিন কেবল মোসেস গডের সন্নিকটে গিয়েছিল। গড মোসেস এর সঙ্গে কথা বলেন। ইসরাইলিরা সকলে তা প্রত্যক্ষ করে।

গডের আহ্বানে মোসেস পর্বতের চূড়ায় আরোহন করে। মোসেস এর ফিরে না আসা পর্যন্ত অ্যারন ও হুর ইসরাইলিদের দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

গড মোসেসকে দুটি পাথরের ফলক দেন। স্বহস্তে লিখিত বিবিধ নির্দেশনা খোদাই করা ছিল এতে। মোসেস চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেখানে অতিবাহিত করে।

মোসেসকে প্রদত্ত বিখ্যাত দশ নির্দেশনা (Ten Commandments) এখানেই অবতীর্ণ হয়। দশটি নির্দেশনা ছিল নিম্নরূপ।

১. আমিই গড। আমি ব্যতিত আর কোন গড নেই।
২. আমি ব্যতিত আসমান, জমিন বা পানিতে কোন ছবি, মূর্তি বা অন্য কোন কিছুকেই উপাসনা করবে না।
৩. গডের নাম নিয়ে কোনরূপ উপহাস করবে না।
৪. সপ্তাহের একটি দিন (শনিবার) সাব্বাথ দিবস। পবিত্র দিন। এ দিন সকল প্রকার কর্ম থেকে বিরত থাকবে।
৫. পিতা-মাতাকে সন্মান করবে।
৬. হত্যা করবে না।
৭. ব্যভিচার করবে না।
৮. চুরি করবে না।
৯. মিথ্যা সাক্ষী দেবে না।
১০. প্রতিবেশির প্রতি ঈর্ষা পোষন করবে না।

১৪. মূসা এবং ইসরাইলিদের মিশর প্রস্থান

এ বিষয়ে কোরআনে সূরা আরাফ এ বলা হয়েছে, “আমি তার জন্য ফলকে সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিয়েছি। বলেছি, এগুলিকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ কর এবং তোমার স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমুহ দৃঢ়তার সঙ্গে পালনের নির্দেশ দাও। ...।” (আল-কোরআন ৭:১৪৫)

কোরআনে আরও বলা হয়েছে, “(স্মরণ কর) যখন আল্লাহ যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছেন তাদের ওপর এ দায়িত্ব প্রদান করে বলেন যে, তোমরা এ বার্তা (আল্লাহর বাণী) মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে, গোপন করবে না।” (আল-কোরআন ৩:১৮৭)

অনেক দিন হয়ে গেছে, মোসেস পর্বত থেকে নেমে আসছে না। কেউই বুঝতে পারছে না মোসেসের কি হয়েছে। সবাই অ্যারনের কাছে এসে সমবেত হলো। তারা অ্যারনের বিপক্ষে কথা বলতে শুরু করেছে। বলছে, আমাদের এখন কি হবে? কে আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে? আমাদেরকে এখন গড তৈরি করে দাও। যে গড পথ প্রদর্শন করে গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাবে।

সকলের দাবির মুখে অ্যারন স্ত্রী-কন্যাদের কানের সোনা সংগ্রহ করে আনার জন্য বললো। সোনা দিয়ে একটি ‘বাছুরের মূর্তি’ তৈরী করে দিলো। বললো, নাও! এটিই তোমাদের গড। যে তোমাদেরকে মিশর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। সমবেত সকলে বাছুরের মূর্তিটিকে সামনে রেখে আনন্দ নৃত্য করতে লাগলো। এ বিষয়ে কোরআনে সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে,

“অতঃপর যখন আমি মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রির নির্জনাবাস নির্ধারণ করেছিলাম, তখন তোমরা (পূঁজা করার জন্য) গো-বৎস বানিয়েছো ... এবং পথভ্রষ্ট হয়েছো।” (আল-কোরআন ২:৫১)

গড বললেন- ও মোসেস, যাদের তুমি মিশর থেকে উদ্ধার করে এনেছো, দেখ তারা কি করছে। এ ক’দিনেই তারা তাদের প্রতি দেয়া নির্দেশনা থেকে দূরে সরে গেছে। নিজেদের কলুষিত করেছে। তারা সোনা দিয়ে তৈরী বাছুরের মূর্তিকে উপাসনা করছে। বলছে, এটি তাদের গড! এটিই তাদেরকে মিশর থেকে উদ্ধার করে এনেছে! কি নগ্ন ও অনমনীয় এ জনগোষ্ঠী! গড তাদের প্রতি

ভীষনভাবে রোষান্বিত হলেন। মোসেস গড এর কাছে তাদের জন্য হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

মোসেস পর্বত থেকে নেমে এলো। সঙ্গে দু'পাশে খোদাই করা বিবিধ নির্দেশনা সম্বলিত পাথরের ফলক দু'টি। নেমে এসে দেখলো সবাই স্বর্ণের তৈরী বাছুরের মূর্তির সামনে নৃত্য করছে। মোসেস ভীষন রাগান্বিত হলো। হাতের ফলক দু'টি মাটিতে ছুড়ে ভেঙে ফেললো। বাছুরটিকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে পানিতে নিক্ষেপ করলো। এ বিষয়ে কোরআনে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে,

"মূসা বলল, ... আমরা এটি (স্বর্ণের মূর্তি) জ্বালিয়ে দেব। অতঃপর একে বিক্ষপ্তভাবে সাগরে ছড়িয়ে দেব।" (আল-কোরআন ২০:৯৭)

সবকিছু দেখে, মোসেস অ্যারনের ওপর ভীষনভাবে ক্ষিপ্ত হলো। অ্যারন বললো, আপনি জানেন এ জাতি এক দুষ্ট জাতি। আপনি ছিলেন না। তারা আমাকে বললো, আমরা জানি না মোসেসের কি হয়েছে; যে আমাদেরকে মিশর থেকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে এসেছে। আমাদেরকে এখন গড বানিয়ে দাও। যে আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমি তাদের থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করে বাছুরের মূর্তিটি তৈরী করে দেই। এ প্রসঙ্গে সূরা আরাফ এ উদ্ধৃত হয়েছে,

"... সে (মূসা পাথরের) ফলকগুলি ছুঁড়ে ফেললো এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলো। ভাই (হারুন) বললো, হে আমার মায়ের পুত্র! লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করার উপক্রম করেছিল। অতএব আমার ওপর শত্রুদেরকে আর বিজয়ী হতে দিও না। আমাকে অন্যায়কারীদের সারিতে গন্য কর না।" (আল-কোরআন ৭:১৫০)

কোরআনে আরও বলা হয়েছে, "... (আল্লাহ বললেন, হে মূসা!) তোমার অনুপস্থিতিতে আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।" (আল-কোরআন ২০:৮৫)

মোসেস দেখলো সবাই খুব বিশৃংখল। তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হলো। সেদিন প্রায় তিন হাজার জনকে হত্যা করা হলো। সূরা বাকারায় এভাবে বলা হয়েছে,

১৪. মূসা এবং ইসরাইলিদের মিশর প্রস্থান

"যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এই গো-বৎস নির্মাণ করে তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছো। এখন ক্ষমা প্রার্থনা কর স্বীয় স্রষ্টার কাছে এবং (অপরাধীরা) নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। ...।" (আল-কোরআন ২:৫৪)

মোসেস বললো, তোমরা এক ভীষন বড় পাপ কাজ করেছো। আমি আবার গডের কাছে যাব। হয়ত তোমাদের কৃত পাপের জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতে পারে। মোসেস আবার পর্বতারোহন করে।

মোসেস বললো, এরা এক মারাত্মক পাপ কাজ করেছে। তারা নিজেরা সোনা দিয়ে মূর্তি তৈরী করে তাকে গড বানিয়েছে। হে গড, তাদের পাপ তুমি ক্ষমা করে দাও।

গড বললেন- যাও, আমি যেভাবে বলি সেভাবে তুমি তাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাও। মনে রেখ, আমার দেবতারা/দূতেরা তোমার অগ্রভাগে থাকবে। সময় এলে আমি তাদের পাপের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। এ বিষয়টি কোরআনে এভাবে এসেছে,

"মুসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হলো, তখন সে ফলকগুলি তুলে নিল। যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে তাদের জন্য তাতে (ফলকগুলিতে) ছিল পথ নির্দেশনা ও দয়া। মূসা স্বীয় সম্প্রদায় থেকে সত্তুরজনকে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য বেছে নিল। তারপর যখন ভূমিকম্প দ্বারা তারা আক্রান্ত হলো তখন (মূসা) বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি যদি ইচ্ছে করতে, তবে তাদেরকে পূর্বেই ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও। আমার সম্প্রদায়ের অবুঝ লোকেরা যা করেছে, আমাদেরকে কি সে কারনে তুমি ধ্বংস করে দেবে? ... তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা-অভিভাবক। অতএব আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের ওপর দয়া কর। ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ! ... তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি আমার শাস্তি দ্বারা যাকে ইচ্ছে তাকে আঘাত করি এবং আমার দয়া সবকিছুকেই পরিব্যপ্ত করে রাখে। আমি তা নির্ধারণ করবো তাদের জন্য, যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে,

দরীদ্রদের জন্য (প্রাপ্য) নির্ধারিত অংশ (যাকাত) প্রদান করে এবং যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহকে বিশ্বাস করে।" (আল-কোরআন ৭:১৫৪-১৫৬)

মোসেসকে গড নির্দেশনা সম্বলিত খোদাই করা দু'টি পাথরের ফলক দিয়েছিলেন। অনুরূপ আরও দুটি ফলক মোসেসকে দিলেন। মোসেস চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত গডের সঙ্গে ছিল। কোন খাবার কিংবা পানীয় পান করেনি।

মোসেস গডকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। গড বলেন, আমার উপস্থিতি তোমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। কোন মানুষের পক্ষেই আমাকে দেখা সম্ভব নয়। কোরআনে সূরা আরাফ-এ এভাবে বলা হয়েছে,

"... সে (মূসা) বলল: হে আমার প্রভূ! আমাকে দর্শন দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন: তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, তবে পর্বতের দিকে দৃষ্টি দাও, যদি সেটি স্ব-স্থানে দণ্ডায়মান থাকতে পারে; তবেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পর্বতে আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটি বিধ্বস্ত হলো এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ...।" (আল-কোরআন ৭:১৪৩)

মোসেস নির্দেশনা সম্বলিত ফলক দু'টি সঙ্গে নিয়ে পর্বত থেকে নেমে এলো। সিনাই পর্বতে গড যেসব নির্দেশনা দেন, মোসেস ইসরাইলিদের সে সব নির্দেশনা সম্পর্কে অবহিত করে। মোসেস এর মুখাবয়ব এ সময় এক অতি উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে।

ইসরাইল মিশর ছেড়েছে দু' বছর। সিনাই ছেড়ে সামনে এগুতে হবে। পথিমধ্যে শত্রুর মোকাবেলা করতে হতে পারে। প্রস্তুতি প্রয়োজন।

সিনাইয়ের মরুতে বিশ বছরের উর্ধ্বে যুদ্ধে যেতে সক্ষম, এমন ইসরাইলিদের সংখ্যা গণনা করা হয়। গণনা অনুযায়ী রিউবেন, সায়মন, জুডাহ্, ড্যান, নাফতালি, গ্যাড, আসের, ইসাচার, জেবুলুন, যোসেফ ও বেনজামিন বংশের সব মিলিয়ে ইসরাইলের যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়াল ছয় লক্ষের অধিক। যোদ্ধার সংখ্যা হিসেবে সংখ্যাটি বেশ ভাল। প্রত্যেক বংশ থেকে একজন করে দলনেতা নির্ধারণ করা হলো। তাদের নাম ঘোষনা করা হলো।

সৈন্যবাহিনীর কার অবস্থান কোথায় হবে, কে কার আগে থাকবে, কে কার পরে থাকবে ইত্যাদি সকল দিক-নির্দেশনা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেয়া হলো।

লেভি পরিবারের সদস্যদের যোদ্ধা হিসেবে গণনার আওতার বাইরে রাখা হলো। এটি হলো মোসেস ও অ্যারনের নিজ বংশ। তাদেরকে উপাসনালয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্ব দেয়া হলো। এ পরিবার থেকে যাজকদের নাম ঘোষনা করা হয়।

মরুর অচেনা পথে কাফেলা মেঘ অনুসরণ করে চলেছে। গড মেঘের মাধ্যমে কাফেলাকে দিক প্রদর্শন করে চলেছেন। মেঘ যেদিকে চলছে কাফেলা সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। মেঘ যেখানে যতদিন থেমে থাকছে সেখানে তারা ততদিন অবস্থান গ্রহণ করছে। এমনিভাবে তারা এগিয়ে চলেছে।

সিনাই পরিত্যাগের দিন ঘনিয়ে এলো। মিশর ছেড়ে আসার দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসের বিশতম দিনে ইসরাইল সিনাই পরিত্যাগ করলো। মেঘ যখন পারান এলাকায় এসে থেমেছে, কাফেলা হাজেরথ-এ অবস্থান নিল।

মোসেস এক কুশিট (কুশ বংশের) মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। অ্যারন ও মিরিয়াম এ কারনে মোসেস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে। গড বলেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ গডের বার্তাবাহক হতে, তবে আমি তোমাদের কাছে নিজেকে একটি ধারণা বা কল্পনার মাধ্যমে উপস্থাপন করতাম। কথা বলতাম স্বপ্নের মাধ্যমে। সকলের মধ্যে মোসেস হচ্ছে আমার কাছে এমন বিশ্বস্ত একজন, যার মতো আর কেউ নেই। তার সঙ্গে আমি সরাসরি কথা বলেছি। গডকে সে দেখেছে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে। এমন একজন সম্পর্কে বিরূপ কথা বলতে তোমরা ভয় পাও না? কোরআনেও বলা হয়েছে, "... আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।" (আল-কোরআন ৪:১৬৪)

মিরিয়াম কুষ্ট রোগে আক্রান্ত হলো। বরফের মত সাদা হয়ে গেল তার মুখাবয়ব। মোসেস গডের কাছে বোনের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করলো। সাত দিন মিরিয়াম অসুস্থ রইলো। এ ক'দিন তারা পরবর্তী গন্তব্যে যাত্রা শুরু করা থেকে বিরত থাকলো। মিরিয়াম সুস্থ হলে হাজেরথ ছেড়ে তারা পারান-এ এসে অবস্থান গ্রহণ করে।

এখানে এলে প্রত্যেক বংশ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়। এ দলকে কানানে পাঠানো হয়। দলটিকে কানান সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করে আনার দায়িত্ব দেয়া হয়।

দলটি দক্ষিন দিক থেকে প্রবেশ করবে। পর্বতাঞ্চল পর্যন্ত তাদেরকে ভালভাবে পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ওখানকার লোকেরা কেমন; শক্তিশালী না দুর্বল; সংখ্যায় অল্প না বেশী; তারা যেভাবে বসবাস করে তা ভাল নাকি মন্দ; কোন কোন এলাকায় তাদের বসবাস; তারা তাঁবুতে বসবাস করে নাকি শক্ত কাঠামোতে; সেখানকার ভূমি উর্বর নাকি অনুর্বর; কাঠ বা গাছ আছে নাকি নাই; কি কি ফল পাওয়া যায় ইত্যাদি সকল সংবাদ বিস্তারিতভাবে সংগ্রহ করে আনার জন্য বলা হলো।

চল্লিশ দিন পর সংবাদ সংগ্রাহকেরা ফিরে এলো। জানা গেল, ওখানকার অধিবাসীরা অনেক শক্তিশালী। সংখ্যায় অধিক। তাদের বসবাসের স্থানসমুহ দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দক্ষিনে বসবাস করে অ্যামালেকাইটস্। হিট্টিস, জেবুসাইট্স ও অ্যামোরাইটসরা পর্বতাঞ্চলে বসবাস করে। কানানাইটস্রা সাগর পাড় ও জর্ডান এর বিস্তৃত এলাকায় বসবাস করে। এছাড়াও সেখানে রয়েছে বৃহদাকায় আনাক জনগোষ্ঠী।

কালেব ও জসুয়া সংবাদ সংগ্রহকারী দলের জুডাহ্ ও ইফরাইম তথা যোসেফের পরিবারের প্রতিনিধি। তারা উভয়ে উক্ত ভুমি দখল করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। তাদের মতে, যুদ্ধের জন্য ইসরাইল ওদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও সমর্থ। এ বিষয়টি কোরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

"যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, খোদাভীরুদের মধ্য থেকে তেমন দু'জন বললো, তোমরা তাদের ওপর আক্রমন করে ফটক দিয়ে প্রবেশ কর। যদি তোমরা তাতে প্রবেশ কর তবে তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর ওপর ভরসা কর, যদি তোমরা (সত্যিই) বিশ্বাসী হও।" (আল-কোরআন ৫:২৩)

সংবাদ সংগ্রহকারী দলের অপর সদস্যরা যুদ্ধের বিপক্ষে মত দেয়। তারা বলে ইসরাইলের চেয়ে তারা অধিক শক্তিশালী। ইসরাইল তাদেরকে মোকাবেলা করতে পারবে না। বিষয়টি কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে,

১৪. মূসা এবং ইসরাইলিদের মিশর প্রস্থান

"তারা বললো, হে মূসা! আমরা কখনই সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব তুমি ও তোমার পালনকর্তা যাও এবং যুদ্ধ কর। আমরা এখানে বসে থাকবো।" (আল-কোরআন ৫:২৪)

তাদের এমন বক্তব্য ইসরাইলের সন্তানদের মনবল বিনষ্ট করে দেয়। গড তাদের প্রতি ভীষন অসন্তুষ্ট হন।

এদিকে যুদ্ধের আবহ শুরু হতেই শিবিরে মোসেস ও অ্যারনের বিপক্ষে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। চারিদিকে বলাবলি হতে লাগলো- সেই তো একই হলো, আমরা মিশরে মারা যাচ্ছিলাম আর এখন মরুতে। গড কেন আমাদেরকে এ ভূমিতে নিয়ে এলো? এখন আবার তরবারির নিচে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের স্ত্রী, কন্যা ও শিশুদের শত্রুর শিকারে পরিণত করা হচ্ছে। এর চেয়ে মিশরে ফিরে যাওয়াই উত্তম। তারা একে অন্যকে বলতে লাগলো, চল আমরা কোন নতুন নেতা নির্বাচন করি এবং মিশরে ফিরে যাই।

ইসরাইলিদের এহেন আচরণে গড ক্ষুব্ধ হন। এতসব নিদর্শন প্রদর্শন করা সত্বেও তারা গডের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস আনতে পারেনি! তাদের এ আচরণের কারনে গড মোসেসকে বলেন, বিশ বছর ও তার ওপরের বয়সী, যাদেরকে যোদ্ধা হিসেবে গণনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কালেব ও জসুয়া ব্যতিত আর কেউই প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের মৃতদেহ এই মরুতে শোষিত হবে। আর যেসব শিশুদেরকে তারা শত্রুর শিকার বলে মন্তব্য করেছে, তারাই একদিন প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করবে। চল্লিশ বছর ইসরাইলিদেরকে এই মরুতে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। অতঃপর তাদেরকে আবার লোহিত সাগরের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বলা হলো। সূরা মায়েদা-এ বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে,

"(আল্লাহ) বললেন, এ কারনেই এদের জন্য এ ভূমি/দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হলো। তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে ...।" (আল-কোরআন ৫:২৬)

যাদেরকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য কানানে প্রেরণ করা হয়েছিল, কালেব ও জসুয়া ছাড়া সবাই মহামারীতে মরুর বুকে মৃত্যুবরণ করে।

১৪. মূসা এবং ইসরাইলিদের মিশর প্রস্থান

ইসরাইলিরা তাদের কৃত আচরণের জন্য পরবর্তীতে গডের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা যুদ্ধে যেতে সম্মত হয়। কিন্তু গড তাদের সঙ্গে নেই; মোসেসের মাধ্যমে তিনি সেটি জানিয়ে দেন। তাদেরকে যুদ্ধে যেতে বারণ করেন। তথাপি আদেশ অমান্য করে অতি উৎসাহী যারা যুদ্ধে গমন করে, তারা অ্যামেলেকাইট্স ও কানানাইট্সদের হাতে নিহত হয়।

কোরাহ্ ও কাফেলার সুপরিচিত দুই-আড়াই শ সদস্য মোসেস ও অ্যারনের বিপক্ষে বিদ্রোহ প্রদর্শন করে। তারা বলে, ইসরাইলিদের নিয়ে মোসেস ও অ্যারনের এতসব কান্ড তাদের জন্য অতি বোঝা হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের ফলস্বরূপ তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

ভূ-পৃষ্ঠ বিভক্ত হয়ে যায়। তারা মাটির নীচে নিপতিত হয়। এ ঘটনা মোসেস ও অ্যারনের ওপর সবাইকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। চারিদিকে গুঞ্জন শুরু হয়। গডের তরফ থেকে শাস্তি নেমে আসে। মহামারী ছড়িয়ে পরে। মহামারীতে প্রায় পনের হাজার কাফেলা সদস্যের প্রাণহানী ঘটে। কোরাহ বা কারুন সম্পর্কে কোরআনে সূরা কাসাস এ বলা হয়েছে,

"কারুন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভূক্ত। সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে শুরু করে। আমি তাকে এত ধন-ভান্ডার দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। ... কারুন জাঁক-জমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বললো, হায়! কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হতো! নিশ্চয়ই! সে বড় ভাগ্যবান! ... অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দিলাম। আল্লাহ ব্যাতিত এমন কেউ ছিল না, যারা তাকে রক্ষা করতে পারে এবং সে আত্মরক্ষাও করতে পারলো না। গতকল্য যারা তার মতো হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, প্রত্যূষে তারা বললো, হায়! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে রিযিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন।" (আল-কোরআন ২৮:৭৬- ৮২)

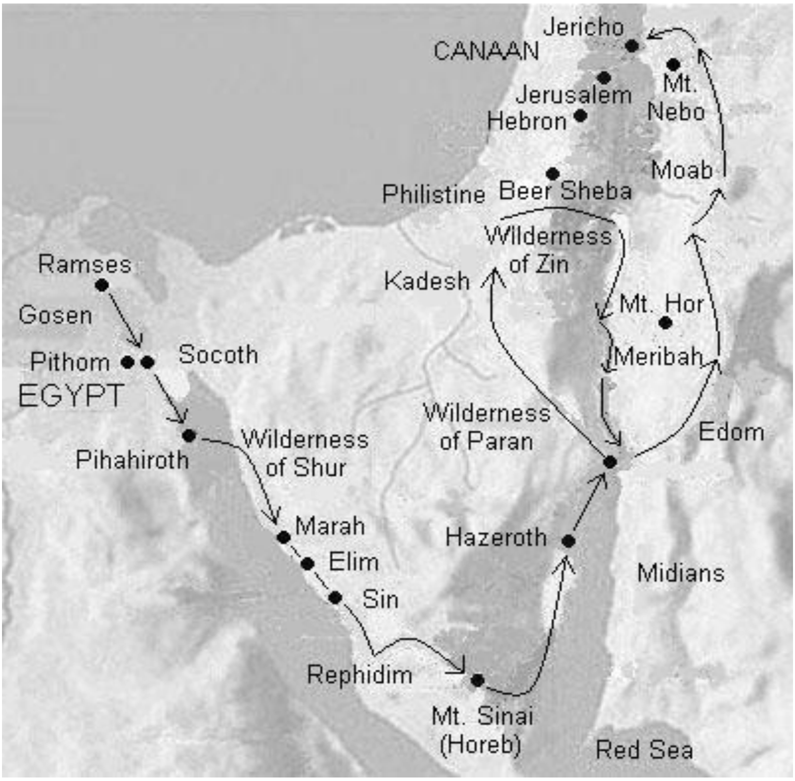
পারান থেকে কাফেলা জিন মরুভূমির কাদেশ নামক স্থানে এসে ঘাঁটি স্থাপন করে। এখানে মিরিয়াম এর মৃত্যু হয় এবং তাকে সমাহিত করা হয়।

কাদেশে পানি ও খাদ্যের ব্যবস্থা নেই। সবাই আবার মোসেস ও অ্যারনকে দোষারোপ করতে থাকে। এ অবস্থায় মোসেস গডের কাছে প্রার্থনা করে। মোসেস তার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করলে সেখান থেকে পানি প্রবাহিত হয়। পশু-পাখি থেকে শুরু করে কাফেলার সকলেই তৃপ্তি সহকারে পানি পান করে।

গড মোসেস ও অ্যারনের ওপরও অসন্তুষ্ট হন। বলেন, যেহেতু তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না, তাই তোমরা এই কাফেলাকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যেতে পারবে না।

ইসরাইলের ভাই ইসাউ। ইসাউ এর বংশধরেরা 'ইডোমাইটস্' নামে পরিচিত। কাফেলা তখন ইডোম এর সীমান্তবর্তী কাদেশ এলাকায় অবস্থান করছে। ইডোম পার হয়ে তাদেরকে কানানে যেতে হবে। পত্রবাহক মারফত ইডোম এ পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রে বলা হয়- 'তোমরা জান যে, তোমাদের ভাই ইসরাইল কানান ছেড়ে মিশর দেশে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় মিশরে বসবাস করা সত্ত্বেও মিশরবাসী ইসরাইলিদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। ইসরাইল গডের কাছে প্রার্থনা করে। গড তাদের প্রার্থনা শোনেন। আমরা মিশর ছেড়ে চলে এসেছি। বর্তমানে তোমাদের সীমান্তবর্তী কাদেশে অবস্থান করছি। আমরা কানান দেশে ফিরে যেতে চাই। আমাদেরকে তোমাদের ভূমির ওপর দিয়ে যেতে দিতে অনুরোধ করছি। আমরা তোমাদের কোন কিছু স্পর্শ করবো না।' কিন্তু ইডোম তাদের ভূমি ব্যবহার করে ইসরাইলিদেরকে যেতে দেয়ার অনুমতি দেয়নি। এ কারনে তাদেরকে ভিন্ন পথ অনুসরণ করতে হয়।

কাফেলা কাদেশ থেকে বহুদুর ঘুরে হোর নামক পর্বতের কাছে এসে অবস্থান নেয়। এটিও ইডোম এর সীমান্তবর্তী এলাকা। হোর পর্বতে গড মোসেস ও অ্যারনের সঙ্গে কথা বলেন। গড বলেন, প্রতিশ্রুত ভূমিতে অ্যারন প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা সে একবার গডের বিরুদ্ধাচারন করেছিল। অ্যারনকে এখানেই মৃত্যুবরণ করতে হবে।



মানচিত্র ৪ : ইসরাইলের মহাপ্রস্থান। রামসেস থেকে পর্বত নেবো।

অ্যারনের যাজকীয় পোষাক তার ছেলে এলিজারকে পরিধান করানো হয়। এলিজার অ্যারনের স্থলাভিষিক্ত হয়। হোর পর্বতের চূড়ায় অ্যারনকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। অ্যারনের মৃত্যুর পর মোসেস ও এলিজার সমগ্র ইসরাইলিদের সামনে হোর পর্বত থেকে নেমে আসে।

ইসরাইল আবার লোহিত সাগরের দিকে চলতে শুরু করে। এ পথে চলতে গিয়ে কাফেলা ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়ে। পানি ও খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। যৎসামান্য খাদ্যে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত

হয়। সকলেই গড ও মোসেসের বিপক্ষে কথা বলতে শুরু করে। এ পথে সাপের কামড়ে অনেকের মৃত্যু হয়।

কাফেলা ওবোথ, ওবোথ থেকে আরনোন এভাবে চলতে থাকে। আরনোন মোয়াব ও অ্যামোরাইট সীমান্তবর্তী এলাকা। সেখান থেকে বামোথ। বামোথ মোয়াব অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। কাফেলা এভাবে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এগুতে থাকে ...।

ইসরাইল অ্যামোরাইট্সদের কাছে তাদের ভূমি ব্যবহার করে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি চায়। কিন্তু অ্যামোরাইট্সরা অনুমতি না দিয়ে বরং তাদেরকে মরুভূমিতে আক্রমণ করে। ফলে ইসরাইলকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। অ্যামোরাইট্সরা পরাজিত হয়। আরনোন থেকে শুরু করে আমোনদের সীমান্ত পর্যন্ত অ্যামোরাইট্সদের বিশাল ভূমি ইসরাইলের হস্তগত হয়।

আমোনরা যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু লুতের বংশধর। তাই অ্যামোনাইট্স ও মোয়াবাইট্সদের আক্রমণ করা থেকে ইসরাইল বিরত থাকে। ইসরাইলিরা অ্যামোরাইট্সদের ভূমিতে বসবাস করতে থাকে।

মোয়াবের রাজা বালাক ইসরাইলের এমন অগ্রগামীতা দেখে ভীত হয়। অ্যামোরাইট্সদের ইসরাইল কিভাবে পরাজিত করেছে তা তারা দেখেছে। মিশর ছেড়ে ফিরে আসার পথে গড কিভাবে সার্বক্ষণিক তাদেরকে সহায়তা করে চলেছে, তা তারা জেনেছে। ইসরাইলের এমন অগ্রগামীতায় স্বাভাবতই তারা ভীত। তারা মিডিয়ানীদের সহায়তা কামনা করে বালাম এর কাছে বার্তা প্রেরণ করে। কিন্তু বালাম সহায়তা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে।

ইসরাইলের সন্তানদের অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা নিষিদ্ধ ছিল। কেননা এতে তারা অন্যদের গডের ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে যেতে পারে। তাদের নিজেদের গডকে ভূলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ইসরাইল যখন সিট্টিম এ অবস্থান করছিল, তখন তারা মোয়াব নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করে। সে সব নারীরা তাদেরকে তাদের গডের উপাসনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ইসরাইলিদের জন্য যা ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ।

১৪. মূসা এবং ইসরাইলিদের মিশর প্রস্থান

পিনেহাস অ্যারনের দৌহিত্র এবং একজন যাজক। 'কজবি' নামের এক মিডিয়ানাইট নারী ও 'জিমরি' নামের এক ইসরাইলি সন্তান বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এ অপরাধের কারনে পিনেহাস পেটে ধারালো অস্ত্র ঢুকিয়ে তাদেরকে হত্যা করে। তারা উভয়েই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বলা হয়, গডের প্রতি যাজক পিনেহাসের এমন ভক্তি দেখে গড তার ওপর সন্তুষ্ট হন। যারা এ ধরনের সম্পর্কে নিজেদেরকে জড়িয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হয়।

মহামারী আকারে তাদের ওপর দুর্যোগ নেমে আসে। মহামারীতে প্রায় চব্বিশ হাজার ইসরাইলির মৃত্যু হয়। তারা মনে করে কৃত পাপের কারনে তাদের ওপর এমনিভাবে দুর্যোগ নেমে এসেছে।

মহামারী শেষে বিশ বছরের উর্ধ্বে যুদ্ধে যেতে সক্ষম এমন ইসরাইলিদের সংখ্যা গণনা করা হয়। যুদ্ধে যেতে সক্ষম এমন ইসরাইলির সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় লক্ষের অধিক।

ইসরাইল জর্ডানের সমতল ভূমি মোয়াব অঞ্চলে অবস্থান নেয়। তারা মিডিয়ানাইট্সদের আক্রমণ করে। প্রত্যেক বংশ থেকে এক হাজার করে সদস্য নিয়ে মোট বার হাজার সদস্যের একটি সশস্ত্র যোদ্ধা দল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তারা সকল মিডিয়ানাইট্স পুরুষদের হত্যা করে। পাঁচ-পাঁচজন মিডিয়ানাইট্স রাজা এবং বালামকেও তারা তরবারির আঘাতে হত্যা করে। শহর জ্বালিয়ে দেয়। মিডিয়ান নারীদের ও সকল সম্পদ তাদের দখলে নিয়ে আসে। নিয়মানুযায়ী দখলকৃত সম্পদ নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়।

মোয়াব বা জর্ডানের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি ইসরাইলিদের দখলে চলে আসে। গিলিড অঞ্চলটি পশু চড়াবার জন্য এক উপযুক্ত স্থান। রিউবেন ও গ্যাড পরিবারের রয়েছে প্রচুর সংখ্যক গবাদি-পশু। রিউবেন ও গ্যাড এ ভূমি তাদেরকে দেয়ার জন্য মোসেস এর কাছে আবেদন করে। এটি ছিল তাদের মেষ ও গবাদি পশু চড়াবার উপযুক্ত স্থান। জর্ডান নদীর পূর্ব পাড়ের এ ভূমি তাদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হলে, তারা পশ্চিম তীরে যাবে না বলে মোসেসকে আশ্বস্ত করে।

১৪. মূসা এবং ইসরাইলিদের মিশর প্রস্থান

রিউবেন ও গ্যাড এর এমন বক্তব্যে মোসেস বিস্ময় প্রকাশ করে! মোসেস বলে, তোমাদের ভাই জর্ডান নদী পাড়ি দিয়ে কানানে যুদ্ধ করতে যাবে, আর তোমরা এখানে বসে থাকবে? তোমরা ইসরাইলের মনবল ভেঙে দেবে? কাদেশে তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা একবার ইসরাইলের মনবল এভাবে নষ্ট করেছিল।

মোসেসের বক্তব্যের উত্তরে তারা বলে, ইসরাইলের প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত তারা অস্ত্র হাতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে। ইসরাইলের প্রতিটি সদস্য নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠা না পাওয়া পর্যন্ত তারা ফিরে আসবে না। কেবল নারী, শিশু ও গবাদি পশু এখানে থাকবে। এমন কি জর্ডান নদীর ওপাশের ভূমিতে তারা নিজেদের জন্য কোন ভূমিও বরাদ্দ নেবে না।

উত্তর শুনে মোসেস সন্তুষ্ট হয়। তারা কানানের যুদ্ধে অপরাপর ভাইদের সঙ্গে থাকবে; এ শর্তে মোসেস গ্যাড, রিউবেন এবং যোসেফ এর অর্ধেক পরিবারের জন্য জর্ডান নদীর পূর্ব পাড়ে ভূমি বরাদ্দ দিতে সম্মত হয়। রিউবেন হেসবন, যোসেফের বংশধর মানাসেহ্ গিলিড এবং গ্যাড ডিবোন ও তার আশেপাশের এলাকায় তাদের আবাস গড়ে তোলে।

১৫. মূসার উত্তরসূরী এবং মৃত্যু

কানান পৌঁছুবার পর ভূমি বন্টনের কাজ করতে হবে। যারা এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করবে তাদের নামের একটি তালিকা তৈরী করা হয়। প্রত্যেক বংশকে তাদের সংখ্যানুপাতে ভূমি বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। কানান ভূমিতে নয়টি এবং একটির অর্ধেক বংশের জন্য ভূমি বরাদ্দ দিতে হবে। কেননা দুইটি ও একটির অর্ধেক পরিবারকে জর্ডান নদীর পূর্ব পার্শ্বে ইতিমধ্যেই ভূমি বরাদ্দ দিয়ে দেয়া হয়েছে।

মোসেস গড এর কাছে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে প্রতিশ্রুত ভূমিতে যাবার ইচ্ছে পোষন করে। গড দ্বিতীয়বার মোসেসকে এ কথা বলতে বারণ করেন। গড মোসেসের ওপরও অসন্তুষ্ট। প্রতিশ্রুত ভূমিতে মোসেস প্রবেশ করতে পারবে না। গড বলেন, জেরিকোর বিপরীতে মোয়াব ভূমিতে অবস্থিত আবারিম পর্বতে আরোহন কর। সেখান থেকে তুমি কানান ভূমি অবলোকন কর; যা আমি ইসরাইলের সন্তানদেরকে প্রদান করবো। যে ভূমি আমি আব্রাহাম, আইজ্যাক, জ্যাকব ও ইসরাইলের বংশধরদেরকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তোমাকে নেবো পর্বতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। যেভাবে তোমার ভাই অ্যারন হোর পর্বতে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল।

মোসেস প্রতিশ্রুত কানান ভূমিতে যাবার ইচ্ছে পোষন করলে গড দ্বিতীয়বার মোসেসকে এ কথা বলতে বারণ করেন। মোসেস বুঝতে পারে যে তার সময় শেষ হয়ে এসেছে।

ইসরাইলিদের নেতৃত্ব দিতে পারে, এমন একজনকে নেতা নির্ধারণ করে দিতে মোসেস গডের কাছে প্রার্থনা করে। গড এমন একজনকে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মোসেসকে বলেন, যার মধ্যে গতি আছে- আছে প্রাণশক্তি!

জসুয়া শক্তিশালী ও অদম্য সাহসী। গড জসুয়াকে পরবর্তী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মোসেসকে বলেন। গড মোসেসকে তার হাত জসুয়ার ওপর রাখতে বলেন। ইসরাইলের সন্তানদের সম্মুখে তার নিজ মর্যাদা জসুয়ার ওপর প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যেতে বলেন।

১৫. মূসার উত্তরসূরী এবং মৃত্যু

মোসেস সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা সাহস নিয়ে এগিয়ে যাবে। শত্রুর সামনে ভীত হবে না। নিজেদের দুর্বলতা প্রদর্শন করবে না। গড তোমাদের সহায়তা করবেন। আমার এখন বয়স হয়েছে। আমার আর এগিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই। গডের নির্দেশ মোতাবেক আমি জর্ডান নদীর ওপাশে যেতে পারবো না। জসুয়া তোমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে জর্ডান নদীর পশ্চিমতীরে (West Bank) নিয়ে যাবে।

মোসেস সকল ইসরাইলির সম্মুখে জসুয়াকে সন্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে যায়। জসুয়া ইসরাইলিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সকলে তাকে সেভাবেই মান্য করে যেভাবে মোসেসকে মান্য করেছিল।

মোসেস বলে, জর্ডান নদী পার হয়ে তোমরা কানান দেশে প্রবেশ করবে। সেখানকার অধিবাসীদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়ন করবে। তাদের সকল মূর্তি ও বেদীসমুহ ধ্বংস করে দেবে। তোমরা সেখানেই বসবাস করবে। এ ভূমি গড তোমাদের জন্য প্রদান করেছেন। বংশ পরম্পরায় তোমরা তা ভোগ করবে।

মোসেস নেবো পর্বতে আরোহন করে। পর্বত চূড়া থেকে কানান ভূমি অবলোকন করে। মোয়াব ভূমিতেই মোসেস মৃত্যুবরণ করে। যে স্থানে মোসেস শায়িত সেটি সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। মোসেস যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার বয়স এক শত বিশ বছর। ইসরাইলিরা মোসেসের জন্য কান্নায় ভেঙে পরে। মোসেস এর মতো আর কেউ আবির্ভূত হয়নি যে গডকে মুখোমুখী জানতো। কোরআনে বলা হয়েছে, "... আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।" (আল-কোরআন ৪:১৬৪)

১৬. জোসুয়া

মোসেস এর মৃত্যুর পর জোসুয়া ইসরাইলিদের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করে। জোসুয়া ইউসুফের বংশধর। গড জর্ডান নদী পার হয়ে প্রতিশ্রুত ভূমিতে ইসরাইলিদের নিয়ে প্রবেশের জন্য জোসুয়াকে জাগ্রত করে তোলেন।

জোসুয়া ইসরাইলিদের পরবর্তী অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেয়। চল্লিশ হাজার সশস্ত্র সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। গুপ্তচর পাঠিয়ে জেরিকো থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। জর্ডান নদী পাড়ি দিয়ে ইসরাইল জেরিকোর সমতল ভূমিতে আসে।

মোসেস এর সময় ইসরাইল যেভাবে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়েছিল, সেভাবে এবার তারা জর্ডান নদী অতিক্রম করে। এ ঘটনা ইসরাইলিদের কাছে জোসুয়ার মর্যাদাকে আরও মহিমান্বিত করে। মোসেসের মতো ইসরাইলিরা জসুয়াকেও নেতা হিসেবে মন থেকে গ্রহণ করে নেয়।

ইসরাইল জেরিকোর পূর্বে গিলগাল এ অবস্থান নেয়। কানানের অধিবাসী অ্যামোরাইট্সরা এতে ভীত হয়। সুদূর পশ্চিমে সাগর তীরবর্তী কানানাইটস্রাও ইসরাইলিদের এমন অগ্রগামীতা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

ইসরাইলিদের যে প্রজন্ম মিশর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, তাদের যোদ্ধা বয়সী প্রায় সকলে মরু পথেই মৃত্যুবরণ করে। গডের নির্দেশ অমান্য করে তারা যুদ্ধে যাওয়া থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছিল। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তারা মরু পথে অতিবাহিত করে। যে প্রজন্ম মরুর বুকে জন্মগ্রহণ করে, তাদের কেউই তখনও খতনা করেনি। গিলগালে এসে তারা কাজটি সম্পন্ন করে।

ইসরাইলিরা খাদ্য হিসেবে এতদিন মাননা খেয়ে এসেছিল। এখানে এলে প্রথম তাদের মাননা খাওয়ার সমাপ্তি সূচিত হয়। তারা কানান ভূমির শস্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

ইসরাইল জেরিকো আক্রমণ করে। শহর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পুরুষ-মহিলা-যুবক-বৃদ্ধ এমনকি পালিত পশুদেরও হত্যা করা হয়। শহর সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সোনা-রুপাসহ মূল্যবান সম্পত্তি কুক্ষিগত হয়। জোসুয়ার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পরে।

১৬. জোসুয়া

জেরিকোর পর তারা 'অয়' নগরী দখল করে। সম্পূর্ণ শহর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। প্রায় বার হাজার নারী-পুরুষকে হত্যা করা হয়। সেখানকার শাসকদের গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

ইসরাইলের এমন অগ্রগামিতা দেখে লেবানন থেকে শুরু করে পর্বত, সমতল ও সাগর তীরবর্তী সকল অধিবাসী হিট্টি, অ্যামোরাইটস্, কানানাইটস্, পেরিজাইটস্, হিভিট্স, জেবুসাইট্স সকলে একসঙ্গে ইসরাইলের বিপক্ষে সমবেত হয়। জেরিকো ও অয় এর পার্শ্ববর্তী দেশ গিবন। তারা জেরিকো ও অয়-র করুণ পরিনতি জানতে পেরে ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে।

গিবন অয়-র চেয়ে শক্তিশালী। তা সত্বেও তারা ইসরাইলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছে। জেরুজালেমের শাসক এ সংবাদ জানতে পারে। তারা অ্যামোরাইটস্দের পাঁচ-পাঁচজন কর্নধারকে সঙ্গে নেয়। গিবনের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়। গিবন জোসুয়ার সহায়তা কামনা করে। জোসুয়া গিলগাল থেকে ছুটে আসে। অ্যামোরাইটস্দের হত্যা ও বিতাড়িত করে। অ্যামোরাইটস্দের পাঁচজন শাসক ম্যাসিডার এক গুহায় পালিয়ে থাকে। তাদেরকে ধরে এনে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

জোসুয়া একের পর এক জয় করে এগিয়ে যেতে থাকে। ম্যাসিডা দখল করে। সেখানেও হত্যাযজ্ঞ চালায়। কেউই জীবিত ছিল না। একইভাবে লিবনাহ, লাচিস, গেজের, ইগলন দখল করে জোসুয়া হেবরন পর্যন্ত আসে। একই অভিযানে জোসুয়া কাদেশ থেকে গাজা দখলে নিয়ে আসে। বলতে গেলে কানানের দক্ষিনাঞ্চল সম্পূর্ণটাই নিজের দখলে নিয়ে আসে। সকল শত্রুদের নিঃশেষ করে দিয়ে গিলগালে ফিরে আসে।

কানানের উত্তরাঞ্চলের অপরাপর শাসকেরা দক্ষিনের পরিণতি জানতে পারে। কানানাইটস, হিট্টি, পেরিজাইটস, জেবুসাইটস, হিভিটস সকলে একত্রে বিশাল সৈন্য বাহিনী গঠন করে। ইসরাইলের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য মেরম নামক স্থানে সমবেত হয়। জোসুয়া সকলকে পরাজিত ও হত্যা করে। তাদেরকে সুদূর সিডন পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায়। উত্তর কানানও ইসরাইলের দখলে চলে আসে। মৃত্যুর পূর্বে মোসেস যে নির্দেশনা দিয়ে যায়, সে মতো

কানানের সকল অধিবাসীদেরকে যথাসম্ভব তাদের নিজেদের ভূমি থেকে উৎখাত করা হয়। পর্বতাঞ্চল থেকে আনাকিমদেরকেও নিঃশেষ করা হয়।

গিবন ব্যতিত কেউই ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে নাই। সকলকেই যুদ্ধের মাধ্যমে পরাস্ত করতে হয়েছে। দীর্ঘ সময় জোসুয়াকে বিভিন্ন শাসকদের



সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। তিরিশ জনের অধিক শাসকের সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। জোসুয়া সম্পূর্ণ ভূমি ইসরাইলের দখলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

জীবিতাবস্থায় মোসেস রিউবেন, গ্যাড এবং যোসেফ এর অর্ধেক বংশধরদের জন্য ভূমি বরাদ্দ দিয়ে যায়। তাদেরকে জেরিকোর পূর্ব দিকে জর্ডান ও মোয়াব

অঞ্চলে ভূমি বরাদ্দ দেয়। অবশিষ্টদের জন্য কানান দেশে ভূমি বরাদ্দের কাজটি জোসুয়া সম্পন্ন করে।

সাধারন ধারণা পাওয়ার জন্য ইসরাইলিদের ভূমি বরাদ্দ প্রাপ্তির একটি মানচিত্র তুলে ধরা হলো। বন্টনকৃত ভূমির একটা বৃহৎ অংশ পায় জুডাহ্-এর বংশধরেরা।

লেভি পরিবারের জন্য কোন ভূমি বরাদ্দের বিধান রাখা হয়নি। তারা যাজকীয় কাজের জন্য মনোনিত হয়। ইসরাইলের সকল বংশের প্রাপ্ত ভূমি থেকে লেভি পরিবারের সদস্যদের জন্য কিছু ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়।

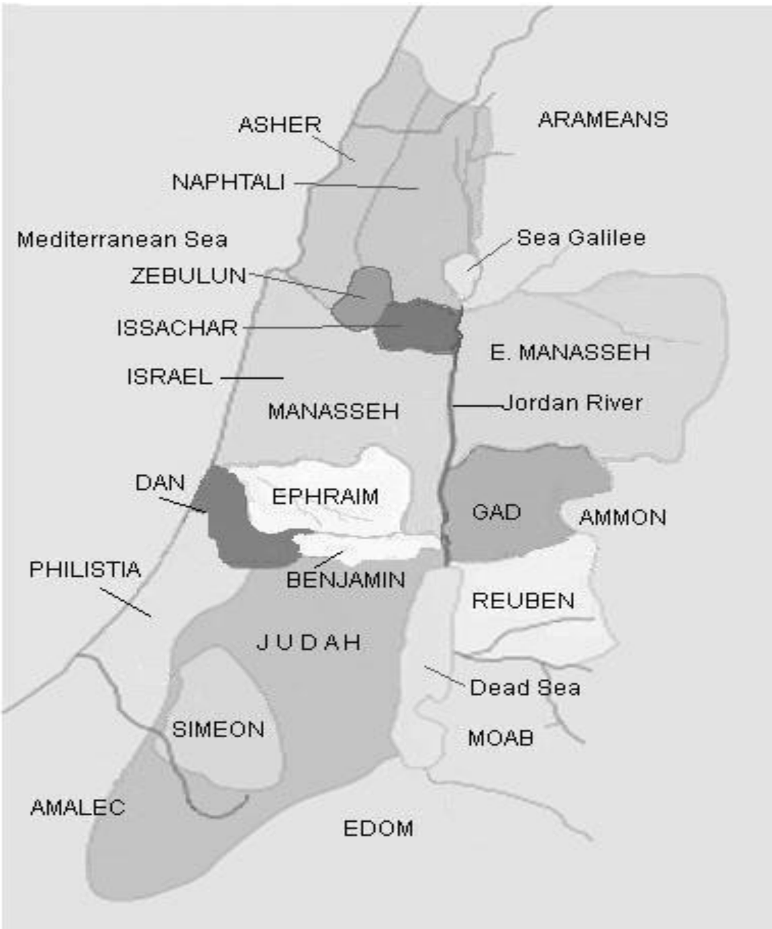
এভাবেই গড ইসরাইলিদের পিতা আব্রাহাম, আইজ্যাক ও জ্যাকবকে দেয়া প্রতিশ্রুত ভূমি তাদেরকে প্রদান করেন।

কানান ভূমিতে কানানাইটসরা পূর্ব থেকেই বসবাস করে আসছিল। ইসরাইলিদের পক্ষে সকলকে উৎখাত করা সম্ভব ছিল না। ফলে কানানাইটস, হিট্টি, পেরিজাইটস, জেবুসাইটস, হিভিটস বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে ইসরাইলিরা একত্রে বসবাস করতে থাকে।

প্রতিশ্রুত ভূমির সকল অংশ দখলে আনার কাজটি ইসরাইলিদের আজও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। বিশেষত ফিলিস্তিন-এর গাজা, আসদদ, আসকেলন ইত্যাদি।

ইসরাইলিরা সঙ্গে করে নিয়ে আসা যোসেফের হাড় কানান এর সেচেম এ সমাধিস্ত করে। ইতিমধ্যে অ্যারনের পুত্র যাজক এলিজার মৃত্যুবরণ করে। জোসুয়ার যখন মৃত্যু হয় তখন তার বয়স এক শ' বছর। তাকে তার উত্তরাধিকারের স্থান ইফরাইমের তিমনাহতে সমাধিস্ত করা হয়। জোসুয়া অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

১৬. জোসুয়া



মানচিত্র ৬ : কানান দখল পরবর্তী ইসরাইলের বংশভিত্তিক ভূমি বন্টনের চিত্র।

১৭. জোসুয়া পরবর্তী ইসরাইল

জোসুয়ার মৃত্যুর পরও জুডাহ্ কানানাইটস ও পেরিজাইটসদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়। তাদেরকে ভূমি থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করে। এতে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। গাজা, আসকেলনও তারা দখলে আনে। তবে জেবুসাইটসরা রয়ে যায়। অ্যামোরাইটসরাও অনেকে বসবাস করতে থাকে। কানানাইটসদের অনেকে তাদের সঙ্গে রয়ে যায়। অনেককে বলপূর্বক তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

জোসুয়ার মৃত্যুর পর, পরবর্তী সাড়ে তিন শ' বছর ইসরাইলিদের মধ্যে তেমন কোন নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। এ সময়ে গডের প্রতি তাদের বিশ্বাস ধীরে ধীরে ক্ষুণ্ন হতে থাকে। যে গডে বিশ্বাসী হয়ে ইসরাইল মিশর থেকে কানানে এসেছিল, নতুন প্রজন্ম সে বিশ্বাস ও সেসব ইতিহাস বিষয়ে তেমন অবগত নয়।

পরবর্তী বংশধরদের মাঝে পূর্বের যুদ্ধকালীন সময়ের মনবল বিনষ্ট হতে থাকে। তাদের ওপর ঘুরে ঘুরে দূর্যোগ নেমে আসতে থাকে। তারা ফিলিষ্টিন, কানানাইটস, হিট্টি, অ্যামোরাইটস, হিভিটস অনেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যা তাদের জন্য ছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তারা তাদের একমাত্র গডকে ভূলে গিয়ে অন্যান্যদের মতো মূর্তি পূঁজায়ও লিপ্ত হতে শুরু করে। মনে করা হয় এসব নানান কারনে তারা অধঃপতিত হতে থাকে।

জোসুয়া পরবর্তী সাড়ে তিন শ' বছর সময়ে ইসরাইল বিভিন্ন সময়ে মেসোপটেমিয়া, মোয়াবাইটস, কানানাইটস, মিডিয়ানাইটস, অ্যামোনাইটস, ফিলিস্তিন সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দ্বারা নিগৃহীত হয়। বহু বাধা বিপত্তি পেরিয়ে, গডের আশির্বাদে মিশর থেকে কানানে ফিরে আসা ইসরাইল জাতি, তাদের গৌরবোজ্জল দিন ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলতে থাকে। একসময় তারা ফিলিস্তিনিদের অধীনস্ত হয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে অনেকগুলি যুদ্ধও সংঘটিত হয়।

১৮. সাউল ও দাউদ

যাজক হিসেবে স্যামুয়েল তখন বার্ধক্যে। ইসরাইলবাসী তার স্মরণাপন্ন হলো। তারা তাদের জন্য একজন নেতাকে পেতে চায়। ইসরাইলের পক্ষ হয়ে যে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে ইসরাইলকে নেতৃত্ব দেবে। তারা তাদের ইচ্ছের কথা স্যামুয়েলকে জানায়। এ প্রসংগে কোরআনে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

"মূসার পরে তুমি কি ইসরাইলের সন্তানদের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা নিজেদের নবীর কাছে বলেছিল যে, আমাদের জন্য একজন নেতা নির্ধারণ করে দিন ...।" (আল-কোরআন ২:২৪৬)

প্রস্তাব শুনে স্যামুয়েল অসন্তুষ্ট হলেও সাউলকে তাদের নেতা হিসেবে ঘোষনা করে। বলে, সে-ই ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ইসরাইলিদেরকে মুক্ত করবে।

সাউল এসেছে বেনজামিন পরিবার থেকে। স্যামুয়েলের কথায় সবাই বিস্মিত হলো! ভাবলো, সে কিভাবে আমাদেরকে রক্ষা করবে? সাউলকে কোরআনে তালূত বলা হয়েছে। সূরা বাকারায় এ বিষয়ে এভাবে বলা হয়েছে,

"তাদের নবী তাদেরকে বললো, আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য নেতা সাব্যস্ত করেছেন। তারা বললো, কেমন করে সে আমাদের নেতা হবে, যখন রাজত্ব পাওয়ার অধিকার তার চেয়ে আমরাই বেশী রাখি? সে তেমন সম্পদেরও অধিকারী নয়। নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচূর্য্য দান করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে তাঁর সার্বভৌমত্ব দান করেন। ...।" (আল-কোরআন ২:২৪৭)

সাউলের রাজত্বকালীন সময়ে তাকে মোয়াব, আমোন, ইডোম, অ্যামালেকাইটস সকলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। সে ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধানে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তার পুরোটা সময়ে বলতে গেলে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ লেগেই ছিল। সাউলের পুত্র জনাথন ও সেনাপতি আবনের সর্বদাই তার পাশে ছিল। সম্পর্কে আবনের তার ভাই হয়।

ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছে। ইসরাইলও মুখোমুখী। দু'পক্ষ দু'পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছে। মাঝখানে উপত্যকা। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে

‘গোলিয়াথ’ নামের বিশাল দেহী এক পালোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ইসরাইলিদেরকে আহ্বান করছে। গোলিয়াথের আহ্বান শুনে ইসরাইলিরা ভীত হয়। কোরআনে বলা হয়েছে,

“যখন তালূত ও তার সৈন্য বাহিনী শত্রুর মুখোমুখী হলো, তখন বললো, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের অন্তরে ধৈর্য্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়-পদ রাখ, আর আমাদের সাহায্য কর অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে।” (আল-কোরআন ২:২৫০)

কোরআনের এ আয়াত থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, সেদিন ফিলিস্তিন ও ইসরাইল যখন মুখোমুখী হয়েছিল তখন ইসরাইলিরা ছিল বিশ্বাসী। তারা অবিশ্বাসী ফিলিস্তিনিদের বিপক্ষে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছিল।

সাউল ঘোষনা করলো যে, গোলিয়াথকে যে হত্যা করতে পারবে তাকে প্রচুর ধন সম্পদ দেওয়া হবে। এছাড়াও তার মেয়ের সঙ্গে তাকে বিবাহ দেওয়া হবে।

ডেভিড নামের এক যুবক সাউলের নিকটবর্তী হলো। সে গোলিয়াথের সঙ্গে ইসরাইলিদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলো। তার প্রস্তাব শুনে সাউল বললো- ও-হে, তুমি তো কেবলি এক যুবক। গোলিয়াথ একজন যোদ্ধা। যুদ্ধে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। তুমি তার সঙ্গে পারবে না।

ডেভিড নানানভাবে সাউলকে তার সামর্থের পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। সাউল বুঝতে পারলো ডেভিডের ইচ্ছেটা আন্তরিক। সে তাকে গোলিয়াথের সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতি দিল।

সাউল নিজ হাতে ডেভিডকে যুদ্ধের পোষাকে সজ্জিত করে দিল। যুদ্ধে ডেভিড গোলিয়াথকে পরাজিত ও হত্যা করলো। ফিলিস্তিনিরা তাদের শ্রেষ্ঠ বীরকে পরাজিত হতে দেখে ভয়ে পালাতে শুরু করে দিল। ইসরাইলিদের সাহস বহুগুন বৃদ্ধি পেল। তারা পিছু ধাওয়া করে ফিলিস্তিনিদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। কোরআনে গোলিয়াথকে জালূত এবং ডেভিডকে দাউদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

১৮. সাউল ও দাউদ

"দাউদ জালূতকে হত্যা করে। ... যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপর দলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত ...।" (আল-কোরআন ২:২৫১)

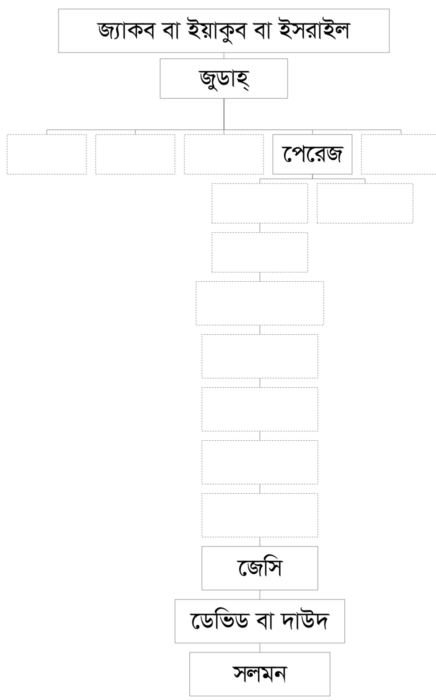
কোরআনের এ আয়াত থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, সেদিন ইসরাইলিরাই সঠিক পথাবলম্বনকারী ছিল।

সাউল সেনাপতি আবনেরের কাছে ডেভিডের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ করে।

'ডেভিড' বেথলেহেমের জেসির ছেলে। সে জুডাহ্ পরিবারের সদস্য। জেসির আট পুত্র। ডেভিড সপ্তম। তিনজন সাউলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধের ময়দানে ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

গোলিয়াথকে হত্যার পর ইসরাইলিদের কাছে ডেভিড অত্যান্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। সাউলের পুত্র জনাথনও ডেভিডকে অত্যান্ত পছন্দ করে। সাউল তাকে পদোন্নতি দেয় ঠিকই, কিন্তু ইর্ষান্বিতও হয়। সে তাকে হত্যা করার বুদ্ধি আঁটতে থাকে।

ডেভিড সর্বদাই সাউলের প্রতি অনুগত থাকে এবং ভাল আচরণ করে যায়। এতে সাউল তার বিষয়ে আরও সন্দিহান ও ভীত



বংশানুক্রম ১১ : ইসরাইল থেকে ডেভিড ও সলমন।

হয়।

সাউল তার ছোট মেয়ে মিচাল এর সঙ্গে ডেভিডের বিবাহ দেয়। তবে বিনিময়ে ডেভিডকে আরও দুই শ' ফিলিস্তিনিকে হত্যা করতে হয়। মিচাল ডেভিডকে ভীষন ভালবাসতো।

পুত্র জনাথন ও তার নিজের লোকদেরকে সাউল উদ্বুদ্ধ করতে থাকে ডেভিডকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু জনাথন ডেভিডকে ভীষন পছন্দ করতো। ডেভিড কোন অন্যায় করেনি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইসরাইলিদের হয়ে কাজ করেছে। জনাথন পিতার কারনহীন পদক্ষেপকে সমর্থন করতে পারেনি। সে কৌশলে ডেভিডকে রক্ষা করে।

সাউল আরেকবার ডেভিডকে হত্যা করতে মিচালের ঘরে লোক পাঠায়। মিচাল তাকে রাতের আঁধারে পালিয়ে যেতে সহায়তা করে এবং রক্ষা করে। ছেলে জনাথন, মেয়ে মিচাল, জুডাহ্ এবং ইসরাইলবাসী সকলেই ডেভিডকে খুব ভালবাসতো।

সাউলের এমন আচরণের কারনে ডেভিড রামাহ্ এসে কিছুদিন যাজক স্যামুয়েলের কাছে পালিয়ে থাকে। ডেভিড এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পালাতে থাকে। সাউল ডেভিডের আশ্রয়দাতাদেরকেও সপরিবারে হত্যা করে। স্যামুয়েলের মৃত্যুর পর ডেভিড পারান-এ চলে যায়। সাউল তাকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়ায়। ডেভিডও সাউলকে দু'-দুবার হাতের মুঠোয় পায়। কিন্তু সে তার কোনরূপ ক্ষতি না করে ছেড়ে দেয়।

ডেভিড বুঝতে পারে সাউল তাকে তাড়া করবেই। সে তার দুই স্ত্রী আবিগাইল ও আহিনোয়াম এবং ছয় শ' অনুসারি নিয়ে ফিলিস্তিন ভূমিতে পালিয়ে যায়। সাউল যখন জানতে পারে ডেভিড ফিলিস্তিন ভূমিতে পালিয়ে গেছে, সে আর তাকে অনুসরণ করেনি।

ফিলিস্তিন ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আবার সমবেত হয়। সাউল ইসরাইলিদেরকে সমবেত করে। ফিলিস্তিনিদের সাজ-সজ্জা দেখে সাউল ভীত হয়। যুদ্ধে সাউল পরাজিত হয়। জনাথনসহ সাউলের অন্যান্য পুত্ররাও নিহত

হয়। ফিলিস্তিন সাউলের পিছু ধাওয়া করে। তীরন্দাজের তীর সাউলকে বিদ্ধ করে।

ফিলিস্তিনিদের হাতে তাকে মরতে হবে। অপমানিত হতে হবে। এটি সহ্য করার নয়। সে তার অস্ত্রবাহককে তার বুকে অস্ত্র চালাতে বলে। কিন্তু অস্ত্রবাহক তা করতে অপারগ, এমন কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সাউল নিজেই ধারালো অস্ত্র বুকে বিদ্ধ করে। অস্ত্রবাহক সাউলকে মৃত পড়ে থাকতে দেখে নিজেও নিজের বুকে অস্ত্র চালিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। ফিলিস্তিনিরা সাউলের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায় এবং ঝুলিয়ে রাখে।

ডেভিড সে সময় অ্যামালেকাইটদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তারা মেয়েদেরকে লুটে নিয়ে গিয়েছিল। এমনকি ডেভিডের স্ত্রীদেরকেও। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে জনাথন ও সাউলের মৃত্যু সংবাদ পায়। ডেভিড ভীষনভাবে মর্মাহত হয়।

এ ঘটনার পর ডেভিড হেবরনে ফিরে আসে। অধিবাসীরা তাকে জুডাহ্‌র নেতা হিসেবে ঘোষনা করে। কিন্তু সেনাপতি আবনের ইসবোসেথকে ইসরাইলের নেতা ঘোষনা করে। ইসবোসেথ সাউলের এক জীবিত পুত্র। ইসবোসেথের বয়স তখন চল্লিশ বছর। ইসরাইল জুডাহ্‌ ও ইসরাইল এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জুডাহ্‌ ডেভিডকে অনুসরণ করে।

ডেভিডের অনুসারি ও সাউলের অনুসারিদের মধ্যে দীর্ঘ সময় যুদ্ধ হয়। ইসবোসেথ দুই বছর রাজ্য শাসন করে।

পিতার এক রক্ষিতা বা উপপত্নীর সঙ্গে সেনাপতি আবনেরের সম্পর্ক তৈরী হয়। এ কারনে ইসবোসেথ তার ওপর ভীষন রাগান্বিত হয়। ফলে আবনের ডেভিডের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছে প্রকাশ করে। ডেভিড তার স্ত্রী মিচালকে ফিরিয়ে আনার শর্তে আবনেরের প্রস্তাবে সম্মত হয়।

ডেভিড তার স্ত্রীকে ফিরে পায়। কিন্তু ডেভিডের সেনাপতি জোয়াব কৌশলে আবনেরকে হত্যা করে। ডেভিড বিষয়টি জানতে পারেনি। আবনেরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। তার অনুসারিরা বুঝতে পারে যে, এটি ডেভিডের কাজ নয়।

আবনেরের অনুপস্থিতির সুযোগে ইসবোসেথ তার নিজের লোকের হাতে নিহত হয়। তারা ইসবোসেথকে হত্যা করে। তার মস্তক ডেভিডের কাছে নিয়ে আসে। ডেভিডের কৃপা লাভ করার চেষ্টা করে। তারা জানতো ইসবোসেথ সাউলের পুত্র এবং সাউল আজীবন ডেভিডকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। কিন্তু ডেভিড হত্যাকারিদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়।

সাউল, আবনের ও ইসবোসেথের অনুপস্থিতি ইসরাইলবাসীকে ডেভিডের কাছে নিয়ে আসে। তারা ডেভিডকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। সকল ইসরাইলবাসী ডেভিডকে তাদের নেতা ঘোষনা করে। সে সময় থেকে বিভক্ত ইসরাইল পুনরায় এক হয়। ডেভিডের বয়স তখন তিরিশ বছর।

ডেভিড চল্লিশ বছর ইসরাইল শাসন করে। সাত বছর হেবরনে কেবল জুডাহ্ শাসন করে এবং তেত্রিশ বছর জেরুজালেম থেকে অবিভক্ত ইসরাইল শাসন করে।

ফিলিস্তিনিরা আবার ইসরাইল আক্রমণ করলে ডেভিড প্রতিহত করে। ডেভিড জেবুসাইটসদের আবাসস্থল জেরুজালেম তার অধীনে আনতে সক্ষম হয়। মোয়াবদেরকে তার অধীনে নিয়ে আসে। অ্যামালেকদের অধীনস্ত করে। অ্যামোনাইটসদের সহায়তায় সিরিয়া এগিয়ে এলে ডেভিড সকলকেই পরাস্ত করে এবং তাদেরকে অধীনস্ত রাখতে সমর্থ হয়।

ইসরাইল মিশর থেকে বেড় হয়ে এসেছে, অথচ অদ্যাবধি গডের উপাসনার জন্য তাদের কোন নির্দিষ্ট ঘর নেই। গড ডেভিডকে একটি নির্দিষ্ট ঘর তৈরীর জন্য নির্দেশনা দেয়। ডেভিড ভূমি ক্রয় করে এবং গডের জন্য একটি ঘর তৈরী করে।

সে সময়ের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী ডেভিডের অনেক স্ত্রী ও রক্ষিতা বা উপপত্নী ছিল। ছিল বহু সন্তান-সন্তুতি। স্ত্রীদের একজনের নাম 'বাথসেবা'। বাথসেবা ডেভিডের বিশ্বস্ত হিট্টি সৈনিক উরিয়ার স্ত্রী। তার রূপ ডেভিডকে আকৃষ্ট করে। ডেভিড কৌশলে সেনাপতি জোয়াবের মাধ্যমে তাকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে যুদ্ধে প্রেরণ করে। সে নিহত হয়। ডেভিড তার স্ত্রীকে বিবাহ করে। যদিও উরিয়া নিহত হওয়ার পূর্বেই ডেভিড তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ

ঘটনার জন্য ডেভিড গডের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বাথসেবার গর্ভে ডেভিডের এক সন্তানের জন্ম হয়। নাম 'সোলায়মান'। এ বিষয়টির প্রতি ইংগীত রেখে কোরআনে সূরা সা-দ এ এভাবে বলা হয়েছে,

"... দাউদের মনে হলো যে, আমি (আল্লাহ) তাকে পরীক্ষা করেছি। সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, সেজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং তাঁর (আল্লাহর) দিকে প্রত্যাবর্তন করলো। আমি তার সে অপরাধ (যা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে) ক্ষমা করলাম। নিশ্চয়ই! সে আমার নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন এবং তার জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম। (তাকে বলা হলো) হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব মানুষের মাঝে ন্যায়সম্মতভাবে বিচার কর এবং তেমন খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না, যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যূত করে দেবে। নিশ্চয়ই! যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যূত হয় তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" (আল-কোরআন ৩৮:২৪-২৬)

আবসালোম ও আমনোন ডেভিডের দুই স্ত্রীর দুই পুত্র। আবসালোমের বোন তামার। সুন্দরী। আমনোন তামারের প্রতি দুর্বল হয়। সে বলপূর্বক তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক করে। এ ঘটনায় ডেভিড ক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু তামারের ভাই আবসালোম কিছুই বলে না।

দুই বছরের অধিক সময় পর আবসালোম রাজকীয় অতিথীদের নিমন্ত্রন করে। সেদিন আমনোনকে তার লোক দিয়ে হত্যা করে। পুত্রশোকে ডেভিড কান্নায় ভেঙে পরে। আবসালোম পালিয়ে সিরিয়া চলে যায়। ডেভিডের সঙ্গে আর দেখা হয় না।

আবসালোম তিন বছর সিরিয়ার গেসুর-এ অবস্থান করে। ডেভিডের মন ধীরে শান্ত হয়। সেনাপতি জোয়াব তা বুঝতে পেরে আবসালোমকে অনুমতি সাপেক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু ডেভিড তার সঙ্গে অনেকদিন দেখা না করে থাকে।

আবসালোম একসময় ডেভিডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ডেভিড জেরুজালেম থেকে জর্ডান পালিয়ে বেড়ায়। উভয়ের অনুসারিদের মধ্যে যুদ্ধ

সংঘটিত হয়। যুদ্ধে আবসালোম নিহত হয়। আবসালোমের মৃত্যু সংবাদ শুনে ডেভিড ভীষনভাবে মর্মাহত হয়। ডেভিড আবার জেরুজালেম ফিরে আসে। ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আরও কতগুলি যুদ্ধ হয়। ফিলিস্তিনিরা ডেভিডের কাছে পরাজিত হয়।

ডেভিড মৃত্যুশয্যায়। পুত্র আদোনিজাহ ডেভিডকে না জানিয়েই নিজেকে শাসক ঘোষনা করে। প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করতে থাকে। ডেভিডের সভাসদদের গুরুত্বপূর্ণ অনেককে বাদ দিয়ে সে এ সভার আয়োজন করে।

সভাসদেরা ডেভিডের স্ত্রী বাথসেবার কাছে যায়। পুত্র সলোমনকে ইসরাইলের শাসনকর্তা হিসেবে ঘোষনা করার, বাথসেবাকে দেয়া ডেভিডের প্রতিশ্রুতির কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে বলে। বাথসেবা ডেভিডের কাছে যায়। ডেভিড পুত্র সলোমনকে তার উত্তরসূরী ঘোষনা করে। শহরবাসী দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়।

১৯. সোলায়মান

সিংহাসনে আরোহন করেই সলোমন তার সম্ভাব্য বিরোধীতাকারীদের শক্ত হাতে দমন করে। সম্রাজ্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রন নিজ হাতে নিয়ে আসে। মিশরের শাসক ফারাওদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফারাও এর কন্যাকে বিবাহ করে।

সে সময়ে উপাসনা করার জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান বা ঘর ছিল না। কোন সুউচ্চ স্থানে গিয়ে গডের নামে কোন কিছু উৎসর্গ করতে হতো। সিংহাসন লাভের পর সলোমন উৎসর্গ করার জন্য উচ্চ স্থান হিসেবে খ্যাত গিবিয়ন-এ আসে। এখানে এলে গড সপ্নে সলোমনকে দেখা দেন। সলোমনকে তার কাছে কিছু চাইতে বলেন।

সলোমন ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, দীর্ঘায়ু কোন কিছুই চাইলো না। চাইলো তেমন জ্ঞান, যা ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে। সলোমনের প্রার্থনায় গড অত্যান্ত খুশি হন। গড তাকে জ্ঞান ও সম্পদ সবকিছুই অকাতরে দান করেন। কোরআনে বলা হয়েছে,

“আমি সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম (কোন ঘটনা) অনুধাবন করার এবং তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও পক্ষীসমুহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ/ঘোষনা করতো। ...।” (আল-কোরআন ২১:৭৯)

সলোমনের জ্ঞানের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেবার রাণী (সেবা বা সাবা- দক্ষিন আরবের রাজ্য, বর্তমান ইয়েমেনের অন্তর্গত) সলোমনের গুণের কথা শুনে তাকে সচক্ষে দেখতে আসে। যা শুনেছে বাস্তবে সলোমন তার চেয়েও অধিক, এমন ধারণা নিয়ে রাণী ফিরে যায়। সলোমনকে অনেক মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়ে যায়। কোরআনে বলা হয়েছে,

“... সে (সেবার রাণী) বললো: হে আমার পালনকর্তা! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সোলায়মানের সাথে বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করলাম।” (আল-কোরআন ২৭:৪৪)

১৯. সোলায়মান

সলোমন মিশর সীমান্ত থেকে ফিলিস্তিন এবং জুডাহ্ ও ইসরাইলের সমগ্র ভূখন্ডের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তার সময়ে রাজ্যে শান্তি বিরাজ করে। ডেভিড তার রাজত্বের পুরো সময়টা যুদ্ধে ব্যাস্ত থাকায় গডের উপাসনার জন্য ঘর তৈরীর কাজটি সম্পন্ন করে যেতে পারেনি।

সলোমন গডের নির্দেশনা অনুযায়ী পিতার ওপর অর্পিত কাজটি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট ঘর তৈরীর কাজে হাত দেয়। উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সলোমন সুদূর লেবানন থেকে সমুদ্র পথে কাঠ নিয়ে আসে।

ইসরাইল মিশর ছেড়েছে চার শত আশি বছর। দীর্ঘ সময় পর সলোমনের সময়ে গডের নামে প্রথম উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা পায়। সলোমন এটিকে সোনা দিয়ে ঢেকে দেয়।

এ গৃহই মুসলমানদের প্রথম কেবলা। অতঃপর যখন কা'বা কেবলারূপে নির্ধারিত হয়, তখন এ বিষয়ে কোরআনে কিছু বাণী অবতীর্ণ হয়। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

"যারা অনুধাবনে সক্ষম নয় তারা বলবে: কি বিষয় বিশ্বাসীদেরকে ফিরিয়ে নিল তাদের সেই কেবলা থেকে (যা ছিল জেরুজালেমমুখী) যা তারা পূর্বে অনুসরণ করতো? বল: পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। ...।" (আল-কোরআন ২:১৪২)

সূরা আল-ইমরান এ বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই! সর্বপ্রথম ঘর (উপাসনালয়) যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটিই হচ্ছে এ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত; এক আশীর্বাদপূর্ণ স্থান, মানুষের জন্য পথের দিশারী।" (আল-কোরআন ৩:৯৬)

বস্তুত মূসা নবীর আগমনের ৪৫০ বছর পর হযরত সোলায়মানের সময় জেরুজালেমে এ ঘর (মসজিদুল আকসা) প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ মূসা নবীর আগমনের ৯০০ বছর পূর্বে ইব্রাহীম (আঃ) মক্কায় উপাসনার পবিত্র ঘর (কা'বা) প্রতিষ্ঠা করেন। কেবলা হওয়ার জন্য এটিই অধিক উপযুক্ত কোরআনে সেটি ব্যাক্ত করা হয়েছে।

১৯. সোলায়মান

সম্পদের দিক থেকে সলোমন সে সময়ের যে কোন শাসকের চেয়ে ছিল অধিক সমৃদ্ধশালী। সলোমন একজন বিখ্যাত শাসক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কথিত আছে সলোমন পশু-পাখির ভাষাও বুঝতে পারতো। যেমন সূরা নামল এ বলা হয়েছে,

"যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছালো, তখন এক পিপীলিকা বললো, হে পিপীলিকার দল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সোলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে। তার কথা শুনে সোলায়মান মুচকি হাসলো ...।" (আল-কোরআন ২৭:১৮-১৯)

ইসরাইলিদের জন্য অন্য কোন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ছিল। কেননা মনে করা হতো যে, এতে ইসরাইলিরা তাদের গড থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যদের গডের ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সলোমন অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ফারাও এর কন্যা থেকে শুরু করে মোয়াবাইটস, অ্যামোনাইটস, ইডোমাইটস, হিট্টি, সিডোনিয়ানস সকলের সঙ্গে সে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সলোমনের সাত শ' স্ত্রী ও তিন শ' রক্ষিতা/উপপত্নী ছিল। সলোমন অন্যদের গডের সংস্পর্শেও এসেছিল। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীরা তার হৃদয়কে তাদের গডমুখী করে ফেলেছিল।

সলোমনের পিতা ডেভিড যখন ইডোমাইটসদের নিধন করে, সে সময়ে রাজবংশের ছোট্ট একটি বালক মিশর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। নাম 'হাদাদ'। হাদাদ ফারাও এর সমর্থন পেয়েছিল। সে ফারাও এর এত সমর্থন পেয়েছিল যে, ফারাও তাকে রাণীর বোনের সঙ্গে বিবাহ দেয়।

হাদাদ ডেভিড ও তার সেনাপতি জোয়াবের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারে। সে ফারাওকে তার হারানো রাজ্যের অধিকার ফিরে পাওয়ার ইচ্ছের কথাটি জানায়।

সলোমনের রাজত্বকালে হাদাদ তার জন্য এক বিরক্তির কারন হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও জেরোবোম নামক এক যোদ্ধা সলোমনের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করেছিল। সলোমন জেরোবোমকে হত্যার চেষ্টা করে। তবে সে মিশর পালিয়ে যায়। সলোমন জেরুজালেম থেকে সম্পূর্ণ ইসরাইল শাসন করে চল্লিশ বছর।

২০. সোলায়মান পরবর্তী সময়

সলোমনের মৃত্যুর পর তার ছেলে রিহোবোম তার স্থলাভিষিক্ত হয়। সলোমনের বিরুদ্ধাচারণকারী জেরোবোম এ সময় মিশর থেকে ফিরে আসে।

রিহোবোম এর সময় ইসরাইল- জুডাহ্ ও ইসরাইল এ দু' অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। যারা রিহোবোমকে অনুসরণ করে তারা মূলত ডেভিড তথা জুডাহ্র বংশকে অনুসরণ করে। জুডাহ্ ও বেনজামিন পরিবার রিহোবোমকে অনুসরণ করে।

ভৌগলিক দিক থেকে জুডাহ্ এককভাবে ইসরাইলের সবচেয়ে বড় অংশের অধিকারী। ইসরাইলের অন্য সকল অংশ জুডাহ্ থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা জেরোবোমকে তাদের নেতা নির্ধারণ করে এবং ইসরাইল নামে অভিহিত হয়। রিহোবোম জেরুজালেম এবং জেরোবোম বেথেল-এ অবস্থান করে যথাক্রমে জুডাহ্ ও ইসরাইলের শাসন পরিচালনা করতে থাকে।

সলোমন তার সময়ে জেরুজালেমে পবিত্র উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করে। গডের উপাসনার জন্য সকল ইসরাইলবাসীকে জেরুজালেমে আসতে হয়। এতে জেরোবোমের মনে শঙ্কা দেখা দেয়।

ইসরাইলবাসীকে উপাসনার জন্য জেরুজালেমে যাতায়াত করতে হলে কখনও তাদের মন রিহোবোমের দিকে ফিরে যেতে পারে। এ আশঙ্কা থেকে জেরোবোম বেথেলে পৃথক উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে সোনা দিয়ে মূর্তি তৈরী করে। ইসরাইলের যাজকীয় কাজের জন্য নির্দিষ্ট লেভী পরিবারকে পরিহার করেই যাজক নির্ধারণ করে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, যে গডের ধারণাকে অন্তরে লালন করে ইসরাইল জাতি মিশর থেকে কানানে এসেছে, সে গডের ঘর জেরুজালেমে অবস্থিত।

জেরোবোম বেথেলে পৃথক উপাসনালয় তৈরী ও মূর্তি স্থাপন করে ইসরাইল জাতির বিশ্বাসে বিভক্তি সৃষ্টি করে। বলা হয়, জেরোবোম গড সম্পর্কিত বিশ্বাসে ইসরাইলে পাপের অনুপ্রবেশ ঘটায়। তার সময় থেকে মূর্তি বা অন্যান্য পূঁজা অর্চনা ইসরাইলিদের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। মোসেসকে প্রদত্ত গডের নির্দেশাবলী অনুযায়ী ইসরাইলিদের জন্য এটি ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

২০. সোলায়মান পরবর্তী সময়

ইসরাইলের পরবর্তী শাসকেরা অধিকাংশই তার পথ অনুসরণ করে। যা পাপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি তাদের মনবলকে ধীরে ধীরে ক্ষুণ্ণ করতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতেই এক সময় তারা অন্যদের অধীনস্ত হয়ে পরে বলে মনে করা হয়। কোরআনে বলা হয়েছে,

"মানুষ একই সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি বার্তাবাহক প্রেরণ করেন সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেন গ্রন্থ যথার্থ বার্তাসহ, যেন বিতর্কমূলক বিষয়ে এটি মানুষের মধ্যে মিমাংসা করতে পারে। কিন্তু পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পরও গ্রন্থপ্রাপ্তরা পারস্পরিক বিদ্বেষ/ঘৃণাবশত বিভক্তি সৃষ্টি করে। ...।" (আল-কোরআন ২:২১৩)

আরও বলা হয়েছে, "... যারা মূর্তীর আরাধনা করেছে তারাই মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও বিচ্যূত। ... নিশ্চয়ই! তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে তোমার পালনকর্তা পুনরুত্থান দিবসে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন।" (আল-কোরআন ৫:৬০, ৪৫:১৭)

"... যারা পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থ গ্রহণ করেছে (ইহুদি-খ্রীষ্টান), সঠিক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষপ্রসূত সীমালংঘনের কারনে। ...।" (আল-কোরআন ৩:১৯)

জেরোবোম বাইশ বছর রাজত্ব করে। রিহোবোম সতের বছর জুডাহ্ শাসন করে। তাদের রাজত্বকালে রিহোবোম ও জেরোবোমের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ লেগেছিল। সলোমন পরবর্তী জুডাহ ও ইসরাইলের ইতিহাস রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।

কোরআনে বলা হয়েছে, "... (ইসরাইলের সন্তানেরা) একে অন্যের সঙ্গে মতবিরোধ করেছে। তাদের কেউ বিশ্বাস এনেছে, কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী। যদি আল্লাহ তেমন ইচ্ছে করতেন, তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না, কিন্তু আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন।" (আল-কোরআন ২:২৫৩)

সলোমন পরবর্তী সময়ে জুডাহ্ ও ইসরাইলের শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের অনেকেই একে অন্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেছে। এ সময়ের ইতিহাস রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের

ইতিহাস। শাসকগনের অনেকে মূর্তীর পূজারী হলেও কেউ কেউ আবার এর ঘোরতর বিরোধীও ছিল। কোরআনে বলা হয়েছে,

“আমি ইসরাইলের সন্তানদের ... কাছে অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন বার্তাবাহক এমন নির্দেশ নিয়ে এসেছে যা তাদের মনঃপূত হয়নি, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যে আরোপ করেছে এবং অনেককে হত্যা করেছে।” (আল-কোরআন ৫:৭০)

মিশরের ফারাও একসময় জুডাহ্‌কে তার অধীনস্ত করে নেয়। তারা নিয়মিত ফারাও-কে ট্যাক্স প্রদান করে। সিরিয়া, মোয়াব, আমোন সকলে এ সময় জুডাহ্‌র বিরুদ্ধে চলে যায়। তারা ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে। দেশ ব্যাবিলনের নেবুচাডনেজার-এর অধিনস্ত হয়ে পরে। ব্যাবিলনের হস্তক্ষেপের কারনে মিশর এদিকে আর অগ্রসর হয়নি।

জুডাহ্‌র শাসক জেডেকিয়াহ্‌ ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে একসময় বিদ্রোহ করে। এ কারনে নেবুচাডনেজার জেরুজালেম শহর জ্বালিয়ে দেয়। সব ধ্বংস করে দেয়। সলোমন যে উপাসনালয় তৈরী করেছিল সেটি এ সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রিহোবোম থেকে জেডেকিয়াহ্‌ পর্যন্ত জুডাহ্‌র ইতিহাস প্রায় ৩৯৩ বছরের ইতিহাস।

অপরদিকে জেরোবোম থেকে হোসেয়া পর্যন্ত ইসরাইলের ইতিহাস ২৪৯ বছরের ইতিহাস। এ সময়ের মধ্যে ইসরাইল আসিরিয়ার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। আসিরিয়ার রাজা ব্যাবিলন ও অন্যান্য স্থান থেকে লোকজন এনে ইসরাইলের সামারিয়ায় বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং ইসরাইলিদের আসিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর করে।

সলোমন পরবর্তী চার শ’ বছরের মধ্যে জুডাহ্‌ ব্যাবিলনের অধীনস্ত হয়। অপরদিকে ইসরাইল আসিরিয়ার বশ্যতায় চলে যায়।

পাঠক- সৃষ্টি থেকে শুরু করে প্রথম মানব অতঃপর মহাপ্লাবন, তারপর মানব জাতির বিস্তৃতি ধারাবাহিকভাবে বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। মানব ইতিহাসে একজন একক ব্যাক্তি হিসেবে আব্রাহামের গুরুত্ব এখানে উঠে এসেছে। আব্রাহামকে দেয়া গডের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। গডের

প্রতিশ্রুতির বিষয়টিকে নিয়ে ইসরাইলের সন্তানদের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে। তবে-

ইসরাইলের ছেলে 'যোসেফ'। যিনি 'ইউসুফ' নবী নামে পরিচিত। তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি চিলড্রেন অব ইসরাইল তথা মানব ইতিহাসের একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে ধরা দিয়েছে। ঘটনাটি বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে। কোরআনে সূরা ইউসুফে বর্নিত হয়েছে। অধ্যায় নাম্বার ১২।

যোসেফের দেখা স্বপ্নের ঘটনাটি কেন এত গুরুত্ব দিয়ে বাইবেল-কোরআন সর্বত্র বর্ণনা করা হয়েছে? এ ঘটনাটিকে নিয়ে কোরআনে কেন একটি পুর্নাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে?

ঘটনাটিকে পরিহার করে এ ইতিহাস লেখা সম্ভব ছিল না। এ ঘটনা মানব ইতিহাসকে আজকের মতো করে গড়ে উঠতে ভূমিকা রেখেছে। নয়তো মানব ইতিহাস অন্য রকম হতে পারতো। মূসার আগমনের প্রয়োজন হতো না। ইসরাইল জাতির লোহিত সাগর পাড়ি দেয়ার মতো সাড়া জাগানো ঘটনাটিও ঘটতো না। মানব ইতিহাস থেকে মূসার ইতিহাস বাদ পরে যেত। পরবর্তী ইতিহাসও আজকের মতো না হয়ে হতো অন্যরকম।

ইসরাইলের ইতিহাসের সব বিষয়ের ওপর কোরআনে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু গুরুত্ব বিবেচনায় যোসেফের ঘটনাটির বিষদ বর্ণনা করা হয়েছে। কেবল এ ঘটনাটিকে নিয়ে একটি পৃথক সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটিতে আছে অনেক শিক্ষনীয়। সূরা ইউসুফ এ বলা হয়েছে,

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে রয়েছে কত নিদর্শন (শিক্ষনীয় ঘটনা), যা তারা (মানুষ) পাশ কেটে যায়, ফিরেও তাকায় না! ... তাদের (ইসরাইলের সন্তানদের) ঘটনাবলীতে জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য রয়েছে শিক্ষনীয়। ...।" (আল-কোরআন ১২:১০৫, ১১১)

'ছোট্ট একটি পাপ। বড় ও দীর্ঘ তার রেশ।' ইসরাইলের সন্তানেরা একদিন নিজেদের ভাইদের মধ্যে একটি ছোট্ট পাপ কাজ করে। যদিও পাপ কখনও ছোট না। আবার ছোট হলেও তার ফলাফল বড়। তারা ভাইয়েরা খুব ছোট পাপ করেনি। তারা একজনকে হত্যা করতে চেয়েছিল। যদিও শেষে হত্যা না করে কূপে ফেলে দেয়। অতঃপর বিক্রয় করে দেয়। সবই পাপ। বহু বছর পূর্বের সেই ছোট্ট পাপ এমন রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, আজ এ বই লিখে

চলেছি। বহু মানুষ লিখেছে। বহু বড় বড় গ্রন্থে এসব আলোচিত হয়েছে। ছোট ঘটনাটি ছোটও থাকেনি, গোপনও থাকেনি। ঐ একটি ঘটনার রেশ হচ্ছে ইসরাইলিদের মিশর গমন। অতঃপর ফেরাউনের অত্যাচার। তারপর অত্যাচারিত হয়ে মহাপ্রস্থান। চল্লিশ বছর মরুর বুকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানো। কোরআনে তাই বলা হয়েছে, এ ঘটনায় আছে অনেক শিক্ষনীয়। ছোট্ট একটি পাপও করতে নেই। ফলাফল অস্বাভাবিক বড় ও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

মানবীয় হিসেবের হাজার, কিংবা লক্ষ, কিংবা কোটি বছরের একটি ইতিহাস সৃষ্টির জন্য, একদিনের একটি ছোট পাপই যথেষ্ট। আজ যে ব্যাস্ততায় সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে- সেটিও এক হিসেবে একদিনের এক নির্দেশ অমান্য করে কেবল একটি 'ফল খাওয়ার ফল'।

আদেশ অমান্য করে আদম-হাওয়া একটি ফল খেয়েছিল। অতঃপর জগত সৃষ্টি ও তার দীর্ঘ ইতিহাস। বিষয়গুলি বিশ্বাস করা না করা ব্যাক্তিগত বিষয়। কিন্তু শিক্ষনীয় বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। যদি রূপক অর্থেও ধরে নেই, তবুও এতে আছে শিক্ষনীয়। যেমন শিক্ষনীয় আছে মহাভারতে।

"যে ভূল কিংবা অপরাধ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের ওপর অপবাদ আরোপ করে, সে নিজের ওপরই মিথ্যে ও প্রকাশ্য অপরাধের বোঝা বহন করে।" (আল-কোরআন ৪:১১২)

প্রত্যাশা হোক- আর কোন পাপের সৃষ্টি না হোক। জ্ঞানের পরশ মিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ বুদ্ধিদীপ্ত পাপগুলোরও অবসান হোক। পারিবারিক, সামাজিক, বৈশ্বিক অশান্তির জন্য এগুলিও দায়ী। বইটি পড়ার জন্য ধন্যবাদ।

সোলায়মান পরবর্তী জুডাহ্ ও ইসরাইল

জুডাহ্ ও ইসরাইলের শাসকগন

সলোমন পরবর্তীতে জুডাহ্ ও ইসরাইল যাদের দ্বারা শাসিত হয়েছে নিচে তার একটি তালিকা পাশাপাশি তুলে ধরা হলো।

ক্রম	জুডাহ্	বছর	ক্রম	ইসরাইল	বছর
০১	রিহোবোম	১৭	০১	জেরোবোম	২২
০২	আবিয়াম	৩			
০৩	আশা	৪০	০২	নাদাব	২
			০৩	বাশা	২৪
			০৪	ইলাহ্	২
			০৫	জিমরি	৭ দিন
০৪	জেহোসপাত	২৫	০৬	ওমরি	১৮
০৫	জেহোরাম	৮	০৭	আহাব	২২
০৬	আহাজিয়াহ্	১	০৮	আহাজিয়াহ্	২
০৭	আথালিয়াহ্	৬	০৯	জোরাম	১২
০৮	জোস	৪০	১০	জেহু	২৮
০৯	আমাজিয়াহ্	২৯	১১	জেহোয়াহাজ	১৭
			১২	জেহোয়াস	১৬
১০	আজারিয়াহ্ (উজ্জিয়াহ্)	৫২	১৩	জেরোবোম	৪১
			১৪	জাকারিয়া	৬ মাস
			১৫	শাল্লুম	১ মাস
			১৬	মেনাহেম	৯
			১৭	পেকাহিয়াহ্	২
১১	জোথাম	১৬	১৮	পেকাহ্	২০
১২	আহাজ	১৬	১৯	হোসেয়া	৯
১৩	হেজেকিয়াহ্	২৯			
১৪	মানাসেহ্	৫৫			
১৫	আমন	২			
১৬	জোসিয়া	৩০			
১৭	জেহোয়াহাজ	৩ মাস			
১৮	জেহোইয়াকিম	১১			

১৯	জেহোইয়াচিন	৩ মাস			
২০	জেডেকিয়াহ্	১১			
	মোট বছর	৩৯৩			২৪৯

ইসরাইলের সন্তানেরা এক আল্লাহর উপাসনা করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশিত হয়েছিল। কিন্তু একসময় তারা তাদের গড এর স্মরণ থেকে দুরে সরে যায়। বহু বাধা বিপত্তি পেরিয়ে গডের আশির্বাদে, মিশর থেকে কানানে ফিরে আসা ইসরাইল জাতির গৌরবজ্জল দিন ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসতে থাকে। তারা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনী করে। নিজেদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের কারনে এক আল্লাহর উপাসনা পরিত্যাগ করে তাদের কেউ কেউ মূর্তী পূঁজার রিতিকেও গ্রহণ করে নেয়।

জসুয়া পরবর্তী সাড়ে তিন শত বছর সময়ে ইসরাইল বিভিন্ন সময়ে মেসোপটেমিয়া, মোয়াবাইট্স, কানানাইট্স, মিডিয়ানাইট্স, অ্যামোনাইট্স, ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দ্বারা নিগৃহীতও হয়।

সলোমন পরবর্তীতে জুডাহ্ ও ইসরাইল যাদের দ্বারা শাসিত হয়েছে, নিচে তাদের ও তাদের পরিনাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরা হলো।

সলোমন পরবর্তী জুডাহ্

রিহোবোমের পরে তার পুত্র আবিয়াম জুডাহ্ শাসন করে। আবিয়াম তিন বছর রাজ্য পরিচালনা করে। সে সময় আবিয়াম ও জেরোবোমের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ লেগে থাকতো।

আবিয়ামের পরে তার পুত্র আশা রাজত্ব করে। সে মুর্তি পূঁজার ঘোর বিরোধী ছিল। সে সময় আশা ও ইসরাইলের শাসক বাশার মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ লেগেছিল। আশা চল্লিশ বছর জুডাহ্ শাসন করে।

আশার পরে তার পুত্র জেহোসপাত শাসনভার গ্রহন করে। জেহোসপাত পঁচিশ বছর শাসন করে। জেহোসপাত ইসরাইলের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে।

২০. সোলায়মান পরবর্তী সময়

জেহোসপাতের পরে তার পুত্র জেহোরাম তার স্থলাভিষিক্ত হয়। জেহোরাম আট বছর শাসন করে। তার সময়ে ইডোমাইটরা জুডাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

জেহোরামের পর তার পুত্র আহাজিয়াহ্‌ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। আহাজিয়াহ্‌ এক বছর শাসন পরিচালনা করে। আহাজিয়াহ্‌ ইসরাইলের শাসক জোরামের সঙ্গে এক হয়ে সিরিয়ার রাজা হাজায়েল এর সঙ্গে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে জোরাম গুরুতর আহত হয়। সে সময় সেনাপতি জেহু তাদের হত্যা করে।

আহাজিয়াহ্‌র মৃত্যুর পর তার মা আথালিয়া রাজবংশের সবাইকে হত্যা করে। নিজে দেশ পরিচালনার ভার গ্রহন করে। আথালিয়া ছয় বছর দেশ পরিচালনা করে। রাজপরিবারের সকলকে যখন হত্যা করা হয়, আহাজিয়াহ্‌র বোন জোসেবা আহাজিয়াহ্‌র এক পুত্র সন্তানকে গোপনে রক্ষা করে। তার নাম জোস।

জোসকে যখন ক্ষমতায় বসানো হয় তখন আথালিয়াহ্‌কে হত্যা করা হয়। জোসের বয়স তখন সাত বছর। জোস চল্লিশ বছর রাজ্য পরিচালনা করে। তার সময়ে সিরিয়ার রাজা হাজায়েল এসে সম্পদ লুটপাট করে। জোস তার নিজের লোকের হাতে নিহত হয়।

এরপর তার পুত্র আমাজিয়াহ্‌কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। আমাজিয়াহ্‌ উনত্রিশ বছর রাজ্য শাসন করে। বিতর্কিত শহর দখলে নেয়ার অপরাধে সে দশ হাজার ইডোমাইটস্‌দের হত্যা করে। তার সময়ে ইসরাইলের জেহোয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ইসরাইল সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয় এবং সে নিহত হয়।

জুডাহ্‌র সকল অধিবাসীরা তার পুত্র আজারিয়াহ্‌কে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহন করে। তখন আজারিয়াহর বয়স ষোল। আজারিয়াহ্‌ বায়ান্ন বছর দেশ শাসন করে। আজারিয়াহ্‌ উজ্জিয়া নামেও পরিচিত।

তার পরে তার পুত্র জোথাম ষোল বছর শাসন পরিচালনা করে। জোথামের পর তার পুত্র আহাজ শাসনভার গ্রহন করে। আহাজ ষোল বছর শাসন

পরিচালনা করে। তার সময়ে সিরিয়া ও ইসরাইল যুদ্ধ করতে এলে সফলকাম হতে পারেনি। পেকাহ্ সে সময়ে ইসরাইলের শাসনকর্তা।

আহাজের পরে তার পুত্র হেজেকিয়াহ্ দায়িত্বভার গ্রহন করে। সে আসিরিয়ার বশ্যতা স্বীকার করেনি। ফিলিস্তিনীদের দমন করে। সে মুর্তি পূঁজারও বিরোধী ছিল। হেজেকিয়াহ্ উনত্রিশ বছর রাজত্ব করে।

হেজেকিয়াহ্র পরে তার পুত্র মানাসেহ্ বার বছর বয়সে শাসনভার গ্রহন করে। তার সময়ে আবার বিভিন্ন গডের পূঁজা শুরু হয়। মানাসেহ্ পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করে।

তার পরে পুত্র আমন শাসন পরিচালনা করে। সে দুই বছর দেশ পরিচালনা করে। তার নিজের লোকেরা তাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে। যারা তাকে হত্যা করে সাধারণ মানুষ আবার তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়।

জুডাহ্বাসী তার পুত্র জোসিয়াকে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব দেয়। জোসিয়া যখন ক্ষমতায় বসে তখন তার বয়স মাত্র আট বছর। পরবর্তীতে সে তিরিশ বছর ক্ষমতায় ছিল। জোসিয়া মুর্তি ধ্বংস করে। তার সময়ে মিশরের ফারাও আসিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। সে ফারাও এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

জোসিয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র জেহোয়াহাজকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তার বয়স তখন তেইশ বছর। সে তিন মাস ক্ষমতায় ছিল। এরই মধ্যে মিশরের ফারাও নেকো জেহোয়াহাজকে বন্দি করে। জেহোয়াহাজকে মিশরে নিয়ে যায়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। ফারাও জেহোয়াহাজের ভাই এলিয়াকিমকে তার স্থলাভিষিক্ত করে। এলিয়াকিমের বয়স তখন পঁচিশ বছর। এলিয়াকিমের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জেহোইয়াকিম। জেহোইয়াকিম ফারাওকে নিয়মিত ট্যাক্স প্রদান করতো। সে এগার বছর ক্ষমতায় ছিল। তার সময়ে সিরিয়া, মোয়াব, আমোন সকলেই জুডাহ্র বিরুদ্ধে চলে যায়। ধ্বংসে মেতে ওঠে। দেশ ব্যাবিলনের নেবুচাডনেজার এর অধিনস্ত হয়ে পরে। ব্যাবিলনের হস্তক্ষেপের কারনে মিশর পুনরায় এদিকে অগ্রসর হয়নি।

জেহোইয়াকিমের পরে তার পুত্র জেহোইয়াচিন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। তার বয়স তখন আঠার বছর। সে মাত্র তিন মাস ক্ষমতায় থাকে। নেবুচাডনেজার সকলকে ব্যাবিলনে নিয়ে আসে। জেহোইয়াচিনের চাচা মাত্তানিয়াহ্কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। মাত্তানিয়াহর বয়স তখন একুশ বছর। মাত্তানিয়াহ্কে জেডেকিয়াহ্ নামে অভিহিত করা হয়। সে এগারো বছর শাসন ক্ষমতায় থাকে।

জেডেকিয়াহ্ এক সময় ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলস্বরূপ নেবুচাডনেজার জেরুজালেম ধ্বংস করে জ্বালিয়ে দেয়। সলোমন যে উপাসনালয় তৈরী করেছিল তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জেডেকিয়াহ্র সামনে তার সন্তানদেরকে হত্যা করা হয়। তাকে শিকলবদ্ধ করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সে বন্দি অবস্থায় থাকে। ব্যাবিলনের পরবর্তী রাজা বন্দি জেহোইয়াচিনকে ক্ষমা প্রদর্শন করে ও মুক্ত করে দেয়।

রিহোবোম থেকে জেডেকিয়াহ্ পর্যন্ত জুডাহ্র ইতিহাস প্রায় ৩৯৩ বছরের। সমসাময়িক কালে ইসরাইলের ইতিহাস নীচে আলোচনা করা হলো।

সলোমন পরবর্তী ইসরাইল

জেরোবোমের পরে তার পুত্র নাদাব রাজত্ব করে। নাদাব দুই বছর রাজ্য পরিচালনা করে।

ইসাচার বংশের বাশা নাদাবকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে। সে ইসরাইলের শাসনকর্তা হয়। জেরোবোম পরিবারের সকলকে সে হত্যা করে। সে সময় জুডাহর শাসনকর্তা আশা। আশা ও বাশা এর মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ লেগেছিল। বাশা চব্বিশ বছর ইসরাইল শাসন করে।

বাশার পরে তার পুত্র ইলাহ্ রাজ্যভার গ্রহন করে। দুই বছর রাজ্য শাসন করে।

সেনাপতি জিমরি ষড়যন্ত্র করে ইলাহ্কে হত্যা করে এবং ক্ষমতা দখল করে। সে বাশার বংশের সকলকে হত্যা করে।

ইসরাইলবাসী এ সংবাদ জানতে পেরে সেনাপতি ওমরিকে ক্ষমতায় বসায়। জিমরি এ সংবাদ জানতে পেরে প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। জিমরি মাত্র সাতদিন ক্ষমতায় ছিল। ওমরি আঠারো বছর রাজ্য শাসন করে।

তার পরে তার পুত্র আহাব ক্ষমতায় বসে। আহাব বাইশ বছর রাজ্য পরিচালনা করে। এ সময় সিরিয়ার বেন হাদাদ দু' দুবার ইসরাইল আক্রমন করে ও পরাজিত হয়। বহু সৈন্য হতাহত হয়। অতঃপর তিন বছর সিরিয়া ও ইসরাইলের মধ্যে আর কোন যুদ্ধ হয়নি। তিন বছর পর আহাব জুডাহ্ এর শাসনকর্তা জেহোসপাতকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া আক্রমন করে। যুদ্ধে আহাব নিহত হয়।

আহাবের মৃত্যুর পর তার পুত্র আহাজিয়াহ্ দায়িত্বভার গ্রহন করে। সে দুই বছর রাজ্য শাসন করে। তার কোন পুত্র ছিল না। তাই আহাবের পুত্র জোরাম তার পরিবর্তে শাসন কাজ পরিচালনা করে। সে বার বছর শাসন পরিচালনা করে।

আহাবের মৃত্যুর পর মোয়াবরা বিদ্রোহ করে। ইসরাইল জুডাহ্ ও ইডোমকে সঙ্গে নিয়ে তাদের দমন করতে যায়। সফল না হয়ে ফিরে আসে। এ সময় ইসরাইল ও জুডাহ্ একত্র হয়ে সিরিয়ার রাজা হাজায়েল এর সঙ্গে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে জোরাম গুরুতর আহত হয়।

সে সময় সেনাপতি জেহু জোরাম ও তার সত্তুরজন ছেলেকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। জুডাহ্র শাসনকর্তা আহাজিয়াহ্ও মৃত্যুবরণ করে। জেহু আহাজিয়াহ্র বেয়াল্লিশ জন ভাইকেও একসঙ্গে হত্যা করে। জেহু আটাশ বছর ইসরাইল শাসন করে।

জেহু-র পরে তার পুত্র জেহোয়াহাজ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে সতের বছর শাসন পরিচালনা করে। তার সময়ে ইসরাইল সিরিয়ার বশ্যতায় চলে যায়। সিরিয়ার রাজা তখন হাজায়েল।

তার পরে তার পুত্র জেহোয়াস ক্ষমতায় বসে। তার সময়ে জুডাহ্র আমাজিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এদিকে সিরিয়ার রাজা হাজায়েল মৃত্যুবরণ করে। তার পুত্র বেন হাদাদ এর নিকট থেকে জেহোয়াস ইসরাইলের হারানো ভূমি

পুনরুদ্ধার করে এবং ইসরাইলের অধিবাসীদের সিরিয়ার নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে। সে ষোল বছর রাজত্ব করে।

তার পুত্র জেরোবোম তার পরে একচল্লিশ বছর দেশ শাসন করে। তার পরে তার ছেলে জাকারিয়া দেশ শাসন করে। জাকারিয়া ছয় মাস দেশ পরিচালনা করে।

শাল্লুম তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং তাকে জনসমক্ষে হত্যা করে। তবে শাল্লুম কেবল এক মাস রাজ্য শাসন করতে পারে। মেনাহেম তাকে হত্যা করে ও শাসনভার গ্রহন করে। মেনাহেমের সময় সিরিয়া ইসরাইলে এসে সম্পদ লুণ্ঠন করে ফিরে যায়।

মেনাহেমের পুত্র পেকাহিয়াহ্ তার স্থলে শাসনভার গ্রহন করে। পেকাহিয়াহ্ দুই বছর ক্ষমতায় থাকে। সেনাপতি পেকাহ্ ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করে এবং নিজে শাসনভার গ্রহন করে। সে বিশ বছর ক্ষমতায় থাকে। তার সময়ে সিরিয়া ইসরাইলের একটি বিরাট অংশ দখল করে নেয়।

এদিকে হোসেয়া পেকাহ্‌র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। তাকে হত্যা করে ক্ষমতায় বসে। সে নয় বছর রাজ্য শাসন করে। তার সময়ে ইসরাইল আসিরিয়ার বশ্যতা স্বীকার করে। আসিরিয়ার রাজা ব্যাবিলন ও অন্যান্য স্থান থেকে লোকজন এনে ইসরাইলের সামারিয়ায় বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং ইসরাইলিদের আসিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরীত করে। জেরোবোম থেকে হোসেয়া পর্যন্ত ইসরাইলের ইতিহাস প্রায় ২৪৯ বছরের ইতিহাস। কোরআনে বলা হয়েছে,

“তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করেছ এবং একে অপরকে পাপ ও অন্যায়ে সহায়তা করার মাধ্যমে তোমাদেরই একদলকে দেশ থেকে বিতাড়ন করেছ। ... যারা এসব করেছে পার্থিব জীবনে কেবল দূর্গতি ছাড়া তারা আর কি পুরস্কার লাভ করেছে? ...।” (আল-কোরআন ২:৮৫)

একটি উপসংহার

বাইবেল তথা ওল্ড টেষ্টামেন্ট বা তাওরাত ইহুদি জাতির ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করে। সৃষ্টি ও প্রথম মানব-মানবী এবং মানবজাতির বিস্তৃতির বিষয়াবলি উল্লেখ থাকায়, এটি মানবজাতির প্রাথমিক সময়ের ঘটনাপ্রবাহেরও একটি চিত্র তুলে ধরে বা প্রতিনিধিত্ব করে বলা যেতে পারে।

বাইবেল তথা তাওরাতে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ কোরআনেও তুলে ধরা হয়েছে। যা এ বইয়ে উঠে এসেছে। কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবের মক্কা-মদীনায়। কোরআনে ইহুদিদের বিষয় বা বাইবেলের বিষয়সমুহ উঠে আসার কারন কি? অন্যতম কারন হলো মদীনায় ইহুদিদের উপস্থিতি।

মোহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের বাণী প্রচার করতে গিয়ে নিজ ভূমি মক্কায় অত্যাচারিত হন। হিজরত বা দেশ ত্যাগ করে মদীনায় আসেন। মদীনায় ইহুদিদের বসবাস। তারা অর্থ-সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষা ও ক্ষমতায় তুলনামূলক অগ্রগামী ছিল।

ইহুদিদের নবী মূসা (আঃ) আল্লাহর একত্বের বাণী প্রচার করেছেন। মোহাম্মদ (সাঃ) একই বার্তা প্রচার করেছেন। এটি একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম।

চারিদিকে বিরোধীতা। মদীনায় এলে মহানবীর কাজে ইহুদিদের সহযোগীতা প্রয়োজন ছিল। এমনকি সেটি প্রত্যাশিতও ছিল। কেননা মোহাম্মদ (সাঃ) একই বাণী প্রচার করছেন, যা তাদের নবী করে গিয়েছেন। তাদের নবীর পরে এ দায়িত্ব ইহুদিদের সন্তানদের ওপর অর্পিত ছিল। বহু বছরের ব্যাবধানে তারা সেসব ভূলে গিয়েছিল এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। অপরদিকে তারা অইহুদিদের নবুয়ত প্রাপ্তিকে স্বীকার করে নেয়ার মতোও ছিল না।

মদীনায় ইহুদিরা মোহাম্মদ (সাঃ) এর চরম বিরোধীতাকারীতে পরিণত হয়। হঠকারী আচরণ ও ইসলামের পথে মূখ্য বাঁধাদানকারীতে পরিণত হয়। এর পেছনে কাজ করেছে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং মানব চরিত্র অনুযায়ী এটি হওয়া

স্বাভাবিক। কিন্তু গড মূসা (আঃ) এর মাধ্যমে তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন, তারা সেটিও সঠিকভাবে পালন করছিল না। উপরন্ত মোহাম্মদ (সাঃ) যে জাগরণ নিয়ে তাঁর কাজ শুরু করেছেন, সমসাময়িক সময়ে নেতৃত্ব পেলেও তারা তেমনটি করার মতো ছিল না। সে চেতনা তাদের মধ্যে ছিল না। তাদের নেতৃত্ব মানবজাতিকে সঠিক পথে তথা সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতেও ব্যার্থ হতো, তেমনটি বলা যেতে পারে।

তাদেরকে মোহাম্মদ (সাঃ) এর কাজে সহযোগী হতে আহবান করা হয়েছে। বিরোধীতা পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। তাদেরকে তাদের পূর্বতন কৃত ভূল কর্মসমুহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলাফল তাদের জন্য কখনই মন্দ বই ভাল হয়নি। একই আচরণের পুনরাবৃত্তি করতে বারণ করা হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে সতর্ক করতে হয়েছে। এসব কারনে কোরআনে তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে। তাদের ভূল বা বিচ্যুতিগুলি কি ছিল? একটা ধারণা নেয়া যাক।

তারা আল্লাহর সঙ্গে সঠিক পথে চলার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। দশ নির্দেশনা দ্রষ্টব্য; যা তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তারা আল্লাহর একত্বের বাণী মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। তাওরাতের সঠিক শিক্ষা ইসরাইলের সন্তানদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য মোসেস তাদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পন করে যায়। কিন্তু তারা সে অঙ্গীকারও রক্ষা করেনি। কোরআনে তাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে,

"(স্মরণ কর) যখন আল্লাহ যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছেন তাদের ওপর এ দায়িত্ব প্রদান করে বলেন যে, 'তোমরা এ বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে, গোপন করবে না।' কিন্তু তারা সে নির্দেশ পেছনে ফেলে রেখে তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র সুবিধা ক্রয় করে। নিশ্চয়ই! তারা যা অর্জন করে তা অত্যান্ত মন্দ। যারা আনন্দিত তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য এবং যে কাজ তারা পালন করে নাই তার জন্য প্রশংসীত হতেও ভালবাসে- ভেব না তারা শাস্তি থেকে নিরাপদে রয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।" (আল-কোরআন ৩:১৮৭-১৮৮)

একটি উপসংহার

কোরআন প্রধানত একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। সেটি হলো আল্লাহর 'একত্ব'। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে সৃষ্টি বা পালনকর্তারূপে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত না করা। অর্থাৎ 'শিরক' না করা। এটিকে সবচেয়ে অন্যায় ও গর্হিত কাজরূপে আখ্যায়িত করা হযেছে।

বইয়ে উঠে এসেছে কিভাবে ইসরাইলিদের মধ্যে শিরক এর পাপের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর প্রধান কারন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ রাজনৈতিক। সোলায়মানের মৃত্যুর পর ইসরাইল দেশ/জাতি বিভক্ত হয়ে যায়। তারা একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাদেরই একদল উপাসনার জন্য মূর্তি পূঁজার প্রচলন করে। বলা হয়, ইসরাইলের তৎকালীন শাসক জেরোবোম গডের উপাসনার জন্য বেথেলে পৃথক ঘর তৈরী করে ইসরাইল জাতির বিশ্বাসে বিভক্তি সৃষ্টি করে। আরও বলা হয়, জেরোবোম গড সম্পর্কিত বিশ্বাসে ইসরাইলে পাপের অনুপ্রবেশ ঘটায়। তার সময় থেকে মূর্তি বা অন্যান্য পূঁজা অর্চনা ইসরাইলিদের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। মোসেসকে প্রদত্ত গডের নির্দেশাবলী অনুযায়ী ইসরাইলিদের জন্য যা ছিল সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ ও গর্হিত অপরাধ। ইসরাইলের পরবর্তী শাসকদের অধিকাংশই এ পথ অনুসরণ করে। যা পাপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি তাদের মনবলকে ধীরে ধীরে ক্ষুণ্ন করতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতেই এক সময় তারা অন্যদের অধীনস্ত হয়ে পরে বলে মনে করা হয়। কোরআনে বলা হয়েছে,

"... যারা মূর্তির আরাধনা করেছে তারাই মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতর এবং সত্য পথ থেকেও বিচ্যূত।" (আল-কোরআন ৫:৬০)

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমা করবেন না যদি তাঁর সঙ্গে কোন অংশীদারী আরোপ করা হয়। এটি ব্যতিত তিনি সব ক্ষমা করে দেন যাকে ইচ্ছে তাকে। যে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপ করলো, সে নিশ্চিতভাবেই এক মহা অন্যায় করলো।" (আল-কোরআন ৪:৪৮)

তারা নিজেদের মধ্যে হানাহানি-খুনোখুনি করেছে। বিষয়গুলি বইতে উঠে এসেছে। যা কোরআনেও উদ্ধৃত হয়েছে। উপরন্তু তারা তাদের নবীদের এমনকি যারা ন্যায়পরায়নতার কথা বলেছে তাদেরকেও নিগৃহীত করেছে এবং কাউকে

হত্যা করেছে। নবী ইয়াহহিয়া, জেসাস তার জলন্ত উদাহরণ। এছাড়াও এলিজা, মিকাইয়াহ, জাকারিয়া, জেরেমিয়াহর মতো ন্যায়পরায়নতার নির্দেশনা দাতারা নিগৃহীত হয়েছে। কোরআনে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে,

"তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারনে, অন্যায়ভাবে বার্তাবাহকগণকে হত্যা করার কারনে ...।" (আল-কোরআন ৪:১৫৫)

"... যারা আল্লাহর ... প্রেরীত-পুরুষদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং হত্যা করে তাদের যারা ন্যায়-পরায়নতার নির্দেশ দেয়, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দাও।" (আল-কোরআন ৩:২১)

তারা যেভাবে সঠিক পথ থেকে বিচ্যূত হয়েছিল এগুলি তার কিছু উদাহরণ, সব নয়।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সকল জাতি হানাহানি করেছে। কেবল ইসরাইলিরা নয়। কিন্তু আল্লাহ মানবজাতির জন্য তাদেরকে এক উদাহরণ হিসেবে বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের ঘটনাবলীতে আছে মানব জাতির জন্য শিক্ষনীয়। বলা হচ্ছে,

"হে ইসরাইলের সন্তানেরা! স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি এবং কি প্রকারে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছি।" (আল-কোরআন ২:৪৭)

সকল জাতিতে ভাল-মন্দ রয়েছে। সে সূত্রে ইসরাইলিদের মধ্যে যেমন রয়েছে মন্দ উদাহরণ, তেমনি ভালও আছে। কোরআনে সে কথাও উঠে এসেছে। বলা হচ্ছে,

"... তাদের সবাই এক রকম নয়। গ্রন্থপ্রাপ্তগণের মধ্যে এমনও লোক আছে, যারা রাতের গভীরে অবিচলভাবে আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহ পাঠ করে সেজদায় পতিত হয়ে। তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সঠিক আচরণের নির্দেশ দেয় এবং অশোভন কাজকে নিষেধ করে এবং ভাল কাজে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে। এরাই সঠিক পথ অবলম্বনকারী।" (আল-কোরআন ৩:১১৩-১১৪)

"মূসার সম্প্রদায়ে (ইহুদিদের মধ্যে) এমনও মানুষ আছে যারা সত্যপথে পরিচালিত এবং তা দ্বারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।" (আল-কোরআন ৭:১৫৯)

মানবজাতির মধ্যে ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ এক শিক্ষনীয় উদাহরণস্বরূপ বাছাই করে নিয়েছেন। তাদেরকে গ্রন্থ বা সঠিক পথে চলার বিধি-বিধান প্রদান করেছেন। নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। তাদের মাঝে নবুয়ত তথা নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। যেমন বলা হচ্ছে,

"আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছিলাম, তার সে গ্রন্থ প্রাপ্তির বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করবে না; আমি এটিকে ইসরাইলের সন্তানদের জন্য পথ প্রদর্শক করেছিলাম। যখন তারা ছিল ধৈর্য্য-ধারণকারী এবং আমার অবতীর্ণ বাণীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী, তখন আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশে পরিচালিত হত। ...।" (আল-কোরআন ৩২:২৩-২৪)

ইসরাইলের সন্তানদের প্রতি আল্লাহ অসীম অনুগ্রহ বর্ষন করেছেন। তাদেরকে গ্রন্থ, কর্তৃত্ব, নবুয়ত দান করেছেন। যখন তারা আল্লাহ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছে, তখন আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ দান করেছেন সে কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীতে সঠিক পথ থেকে তারা বিচ্যুত হয়েছে।

আল্লাহ তাদের প্রতি আরও অনুগ্রহ করেছেন। ফেরাউনের কবল থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। কোরআনে সেসব স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তাদের বিষয়ে কোরআনে বারবার আলোচিত হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"আমি ইসরাইলের সন্তানদেরকে অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছিলাম, ফেরাউনের হাত থেকে। সে ছিল পরাক্রান্ত, সীমা লংঘনকারী একজন। আমি জেনে-বুঝেই (সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যেই) তাদেরকে সৃষ্টির সকল সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলাম।" (আল-কোরআন ৪৪:৩০-৩২)

আল্লাহ তাদেরকে মানবজাতির সকলের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারনে তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের কর্ম ও আচরণ দ্বারা প্রকারান্তরে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তিকে অস্বীকার করেছে। তাদেরকে তাই হীনতা গ্রাস করেছে। তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। কোরআন

তাদেরকে বিষয়গুলি কেবল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তারা তাদের ভূলের কারনে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"... তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হলো। এটি এজন্য যে, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহ অবিশ্বাস করতো এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো। তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের কারনেই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল।" (আল-কোরআন ২:৬১)

"আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ভিন্ন তারা যেখানেই অবস্থান করেছে, সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা নেমে এসেছে। তারা তাদের পালনকর্তার রোষানল অর্জন করেছে এবং হীনতাগ্রস্ত হয়েছে। এজন্য যে, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কারন তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। ...।" (আল-কোরআন ৩:১১২)

আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং কিছু সূত্রও তুলে ধরেছেন। যা তাদের উদাহরণ থেকে মানবজাতির সকলের জন্য শিক্ষনীয় ও প্রযোজ্য। বলা হচ্ছে,

"... কারও কাছে আল্লাহর অনুগ্রহ আগমনের পর কেউ যদি তা পরিবর্তন করে (তবে জেনে রেখ), শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর।" (আল-কোরআন ২:২১১)

আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির বিষয়টি কারও জন্যই চিরস্থায়ী নয়। এটি নির্ভর করে কর্মের ওপর। কোরআন সকলের জন্যই সতর্কবার্তা। বিষয়টি তাই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকলকেই স্মরণে রাখতে হবে। বলা হচ্ছে,

"... যদি তোমরা তাঁর (আল্লাহর) দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তারা তোমাদের মতো হবে না।" (আল-কোরআন ৪৭:৩৮)

যেহেতু ইসরাইলের সন্তানেরা তাদের করণীয় থেকে বিচ্যূত হয়েছে, ভূল কাজ করেছে, সে দায়িত্ব তাই মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অর্পন করা হয়েছে। কোরআনে সে যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হচ্ছে,

"আমি ইসরাইলের সন্তানদের অবতীর্ণ গ্রন্থ (বিধি-বিধান), নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা (কর্তৃত্ব) ও নবুয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে পথ চলার সুস্পষ্ট নির্দেশনা। কিন্তু জ্ঞান লাভের পর তারা পারস্পরিক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই! তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে তোমার পালনকর্তা পুনরুত্থান দিবসে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন। এখন আমি তোমাকে (হে মোহাম্মদ) আমার নির্দেশনার সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়োজিত রেখেছি। অতএব এর অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না।" (আল-কোরআন ৪৫:১৬-১৮)

এ উপসংহারের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি। ইসরাইলিরা যা হারিয়েছে এবং পরবর্তীতে যারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের জন্যও এখানে শিক্ষনীয় আছে। কোরআনের বার্তা সকলের জন্য প্রযোজ্য সতর্কবার্তা। কেননা এটি চলে সত্যের পথ ধরে। যারাই সত্য থেকে বিচ্যূত হবে, এ সতর্কবার্তা তাদের জন্যই প্রযোজ্য হবে। বলা হচ্ছে,

"তারা ছিল এক সম্প্রদায় যারা গত হয়ে গেছে। তাদের জন্য তা যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তা যা তোমরা অর্জন কর। তারা কি করত সে বিষয়ে তোমরা কখনই জিজ্ঞাসিত হবে না।" (আল-কোরআন ২:১৩৪)

ইসরাইল জাতির পরে আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ) ওপর দায়িত্ব অর্পন করেছেন। দায়িত্ব অর্পন করেছেন মানুষের মাঝে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং সকলকে একটি সঠিক-সরল পথ অনুসরণ করার জন্য। তাঁর অনুসারিদেরকেও একই আচরণের পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে। সতর্ক করে বলা হয়েছে,

"... কারও কাছে আল্লাহর অনুগ্রহ আগমনের পর কেউ যদি তা পরিবর্তন করে (তবে জেনে রেখ), শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর।" (আল-কোরআন ২:২১১)

"তারা ছিল এক সম্প্রদায় যারা গত হয়ে গেছে। তাদের জন্য তা যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তা যা তোমরা অর্জন কর। তারা কি করত সে বিষয়ে তোমরা কখনই জিজ্ঞাসিত হবে না।" (আল-কোরআন ২:১৩৪)

ওপরের বার্তাগুলি যেমন ইসরাইলিদের জন্য প্রযোজ্য, তেমনি পরবর্তীদের জন্যও প্রযোজ্য। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির বিষয়টি কারও জন্যই চিরস্থায়ী নয়। এটি নির্ভর করে কর্মের ওপর। কোরআন মানবজাতির সকলের জন্যই সতর্কবার্তা। বিষয়টি তাই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকলকেই স্মরণে রাখতে হবে। বলা হচ্ছে,

"... যদি তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তারা তোমাদের মতো হবে না।" (আল-কোরআন ৪৭:৩৮)

আরও একটি বিষয়। যুগে যুগে স্বার্থান্বেষী মহলকে দেখা গেছে অনেক ভাল কিছুকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। আবার মন্দ বিষয়সমুহকে বৈধ করে নিয়েছে। পালনকর্তা যা নির্দেশ করেছেন, মূল বক্তব্য থেকে সরে গিয়ে অক্ষর ধরে ধরে সেগুলিকে বিকৃত করেছে। ধর্মীয় নেতা থেকে শুরু করে বিচারকগণ পর্যন্ত নানান অনিয়ম সৃষ্টি করে মানুষকে নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে। নানান কুসংস্কার দ্বারা সাধারণ মানুষ যেভাবে আটকে ছিল, নিয়মের এসব বোঝা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে যুগে যুগে মহামানবগণের আবির্ভাব ঘটেছে। কোরআনে সেভাবে বিষয়সমুহকে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে জেসাস বলে,

"(আমি এসেছি) আমার পূর্বে যা ছিল তার সত্যতা নিশ্চিত করতে, যেমন- তাওরাত। এটি এজন্য যেন আমি তোমাদের জন্য আইনসিদ্ধ করে দেই সে সব বস্তু যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ...।" (আল-কোরআন ৩:৫০)

আরও বলা হয়েছে, ".. বার্তাবাহক (মোহাম্মদ) ... সে তাদের নির্দেশ দেবে সঠিক কাজের এবং বারণ করবে যা মন্দ তা। সে তাদের যাবতীয় ভাল

বস্তু বিধি-সম্মত ঘোষনা করবে এবং নিষিদ্ধ করবে শুধুমাত্র মন্দ বস্তুসমুহ এবং যে তাদের ওপর অর্পিত বোঝা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেবে এবং শৃংখল অপসারণ করবে যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল। ...।" (আল-কোরআন ৭:১৫৭)

আরও বলা হয়েছে, "বল: তোমরা কি বিবেচনা করে দেখেছ যে, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনোপকরণ হিসেবে দিয়েছেন তোমরা নিজেরাই সেগুলির কোনটিকে বিধি-সম্মত ও কোনটিকে বিধি-সম্মত নয় বলে সাব্যস্ত করেছ; বল: আল্লাহ কি তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বল? আল্লাহর প্রতি মিথ্যে অপবাদ আরোপকারীদের পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে কি ধারণা? আল্লাহ সত্যিই মানুষের প্রতি অত্যান্ত অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" (আল-কোরআন ১০:৫৯-৬০)

প্রসংগটি কেন উত্থাপন করা হল? ইহুদিদের বিষয়ে বলা হয় যে, তারা অনেক জটিল নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তাদেরই একদল আবার এসবের সুবিধা ভোগ করেছিল। এসব কাজে তাদের ধর্মীয় নেতা থেকে শুরু করে চিকিৎসক, বিচারকগণও জড়িত ছিল।

আজও যেন আমরা ধর্মের নামে শত শত নিয়ম সৃষ্টি না করি এবং এত শত নিয়মের মধ্যে দুর্বল চিত্তের মানুষদের বন্দি করে না ফেলি। এর দায়ভার তাদেরকে বহণ করতে হবে, যারা চলার সহজ-সরল পথের মধ্যে এসব জটিলতা সৃষ্টি করবে।

সবশেষে ইসরাইলের সন্তানদের ঘটনাবলী থেকে মানবজাতিকে শিক্ষা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, কেবল তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা ও সে কারনে তাদেরকে বিষোদগার করাটি মূখ্য কাজ নয়। যেসব ভূল-ভ্রান্তির কারনে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মানবজাতিকে সেখান থেকে শিক্ষা নিতে বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক জাতিকে একই প্রকার বা যে কোন প্রকার মন্দ কর্ম থেকে মুক্ত থাকার উপায় সন্ধান করার বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে

দেয়া হয়েছে। অতএব তাদের ঘটনা থেকে অপরাপরদের শিক্ষা নেয়ার বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

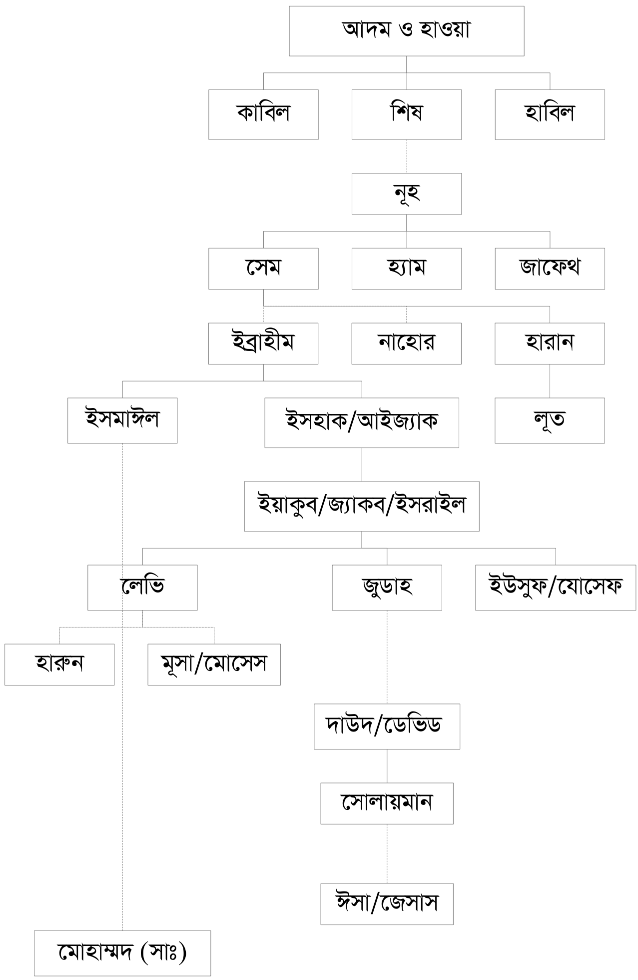
সকল জাতিতে ভাল-মন্দ কর্মের ইতিহাস আছে। আছে খুনোখুনির ইতিহাস। মানবজাতি যদি পূর্ববর্তীদের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিত, তবে পরবর্তীরা তেমন কাজ করতো না। কিন্তু মানুষ শিক্ষা নেয় না।

ভাল-মন্দ কর্মফলের বিচার আল্লাহ করবেন। তিনি কেবল ইসরাইলিদের নয়, তাদের উদাহরণ থেকে যারা শিক্ষা নেয়নি এবং একই আচরণ করেছে তাদেরও তিনি বিচার করবেন।

ইসরাইল জাতির ঘটনাবলীতে আছে মানবজাতির জন্য অনেক শিক্ষনীয় নিদর্শন। কিন্তু মানুষ শিক্ষা গ্রহণ না করে অনেক শিক্ষনীয় ঘটনাকে পাশ কেটে চলে যায় এবং একই ভূলের পুনরাবৃত্তি করে এবং তার মন্দ ফল ভোগ করে। কোরআনে সে কথা বলা হয়েছে সকলের জন্য। বলা হয়েছে,

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে রয়েছে কত নিদর্শন (শিক্ষনীয় ঘটনা), যা তারা (মানুষ) পাশ কেটে যায়, ফিরেও তাকায় না! ... তাদের (ইসরাইলের সন্তানদের) ঘটনাবলীতে জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য রয়েছে শিক্ষনীয়। ...।" (আল-কোরআন ১২:১০৫, ১১১)

আদম, নূহ ও ইব্রাহীমের বংশানুক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চার্ট



হযরত মূসা (আঃ) এর ওপর অবতীর্ণ তাওরাত, হযরত দাউদ (আঃ) এর ওপর অবতীর্ণ যবুর, হযরত ঈসা (আঃ) এর ওপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব কোরআনে মুসলিমদের বিশ্বাস রাখতে হয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ব্যাতিত অপর সকলেই ইসরাইলের সন্তান।